

সাধারণ জ্ঞান
সর্বেচ নবৰ প্রাণি ও
পোষানে প্রতিৰ জন্য
সাজেশনটি যথেষ্ট

বিশ্ববিদ্যালয়,
মেডিকেল, নাসিং
ও ক্যাডেট ভর্তি

বিসিএস প্রিলি.
প্রাইমারি নিয়োগ ও
শিক্ষক নিবন্ধন

ব্যাংক রিক্রুটমেন্ট
ও অন্যান্য
নন-ক্যাডার জব

বিসিএস প্রিলিতে
৫৫+ নবৰ প্রাণিৰ
নিশ্চয়তায়

মির'স GK

ফাইনাল সাজেশন 2024

অভিজ্ঞতাৰ
১২ বছৰ

মফলতাৰ
৯ বছৰ

সংক্রণ: ২৪তম

সাম্প্রতিক, বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক, ভূগোল, সুশাসন, মৌলিক ও ICT



আস্থা ও বিশ্বাসের
মাথে পড়ুন মফলতা
আসবে ইন্শা আল্লাহ

রচনা ও সম্পাদনায়

এম এ মোতালিব মির

বিএ (সম্মান), এমএ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সিনিয়র লেকচারার: বিসিএস কনফিডেন্স & UCC

৪৩তম বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার (সুপারিশপ্রাপ্ত)

২০২৩ সালে শুধু ফাইনাল
সাজেশন থেকে ঢাবিতে ২৭টি,
৪৫তম প্রিলিতে ৬২টি এবং
অন্যান্য পরীক্ষায় ৮০-৯০%
প্রশ্ন কমন ছিল

সহযোগিতায়:

অর্ণব আহমেদ ফাহিম, রাশেদুল, আরমিন, মাঈনুল, ইমন, যোবায়ের
রিয়াদ, নাসির, বিপুল, হাফসা, হেলাল, মুজাহিদ, ফাহাদ, সাফায়েত, রাকিবুল, রায়হান



Mihir's Publications
আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক



সব ধরনের আপডেট পেতে
QR Code টি Scan কৰুন

৪৫তম বিসিএস প্রিলিটে মিহিরস GK পূর্ণাঙ্গ বই ও ফাইনাল সাজেশন থেকে ৬৮টির ও বেশি প্রশ্ন কর্মন এসেছে তা প্রমাণ স্বরূপ দেখানো হলো

- বাংলাদেশে মোট ক কাটি পঞ্চমাধিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে- ৮টি [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৪৮]
- ‘জয় বাংলা’ কে জাতীয় প্লাগান হিসেবে মন্তিসভায় ক তারিখে অনুমোদন করা হয়- ২ মার্চ, ২০২২ [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৫০]
- বাংলাদেশ সদস্য নয়- NATO [ILO, SAARC ও BIMSTEC এর সদস্য] [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮১]
- পৃথিবীর গভীরতম ছান- মারিয়ানা ট্রেক্স : [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮১]
- কোন দেশে সমুদ্র বন্দর নেই? নেপাল [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮৮]
- কোথায় ঐতিহাসিক ট্রেই নগর অবস্থিত? ত্রুরক [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮১]
- সুন্দরতম মহাদেশ- অস্ট্রেলিয়া [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮১]
- কোথায় আঞ্জুক্তিক ধান গবেষণা ইনসিটিউট অবস্থিত- মালিনা, ফিলিপাইন। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮১]
- কোথায় ইউরোপীয় ক্ষেত্রীয় ব্যাংক অবস্থিত? ফ্রান্সফুর্ট [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮০]
- যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন? ডোনাল্ড ট্রাম্প [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১১৭]
- TIFA এর পূর্ণরূপ কী? Trade and Investment Framework Agreement [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ২০]
- ভারত কর্তৃক সিকিম সংযুক্ত হয়- ১৯৭৫ [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮৮]
- চীন-ভারত যুদ্ধ ক ত সালে সংঘটিত হয়? ১৯৬২ [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮৬]
- ‘বেটে অ্যান্ড রোড’ কার্যক্রম শুরু হয়- ২০১৩ সালে। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১৫]
- বন্দর আচেত কোথায় অবস্থিত? ইন্দোনেশিয়া [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮০৬]
- ফেসবুকের সদর দফতর- ক্যালিফোর্নিয়া। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮১]
- ভিক্টোরিয়া ডিজাইট কোথায় অবস্থিত? অস্ট্রেলিয়া [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮১]
- কোনটি প্রাচীন সভ্যতা? মেসোপটেমিয়া [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮১]
- ‘Elephant Pass’ অবস্থিত?- শ্রীলঙ্কা [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮১]
- বাংলাদেশে সিদ্ধর কোন আঘাত হানে? ১৫ নভেম্বর, ২০০৭ [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮১]
- নিচের কোনটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাস ক্ষেত্র? ততাস [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮১]
- উত্তোজাহাজের গতি নির্ণয়ক যন্ত্রের নাম কী? ট্যাকোমিটার [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮১]
- টেলিভিশনে যে তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়- রেডিও ওয়েভ [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮১]
- অঙ্গৌলীর বিজ্ঞানের জনক কে? এড্বিন ভন লিউয়েন হক [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮১]
- পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ- ওশেনিয়া। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮১]
- ভারত ছাত্র অন্দোলন শুরু হয়- ১৯৪২ সালে। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮১]
- সর্বনিম্নীয় রাষ্ট্রাত্মক সংযোগ কমিটি গঠিত হয়- ১৯৫২ সালে। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮১]
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান করেন কে? রাষ্ট্রপতি। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১৪৮]
- ঐতিহাসিক ৬ দফা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন- ২০ মার্চ, ১৯৬৬ সালে। [মিহিরস এক পৃষ্ঠা- ১১]
- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিকালীন সাধারণ সম্পাদক- শামসুল হক। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১১]
- প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা কথাটি সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- অনুচ্ছেদ- ৩। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১২৪]
- ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ সংবিধানের কোন তফসিলে আছে- পঞ্চম তফসিল। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১৩১]
- বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী কোর্ট অব রেকর্ড হিসেবে গণ- সুপ্রিম কোর্ট। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১৩৩]
- বাংলাদেশের করাটি জেলার সাথে সন্দর্ভের সংযুক্ত আছে- ৫টি জেলা। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ২০৩]
- মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর কোন সেক্টরের অস্তিত্বে ছিল- ২ নম্বর সেক্টর। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১১]
- ক ত সালে মানিলভারি প্রতিরোধ আইন প্রবর্তন করা হয়- ২০১২ সালে। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ২২৯]
- নিচের কোন জেলার সর্ববৃহৎ সেবোবিন্দু- কেন্দ্র অবস্থিত- মহামনিসংহ। [মিহিরস GK সাজে, পৃষ্ঠা- ৩৩]
- বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কোনটি- প্রাকৃতিক গ্যাস। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ২০৮]
- ১-TIN চালু হয় ক ত সালে- ২০১০ সালে। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮]
- বাংলাদেশের মৎস্য প্রজাতি গবেষণার কোথায় অবস্থিত- মহামনিসংহ। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ২১৪]
- বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কোনটি- প্রাকৃতিক গ্যাস। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ২৪২]
- ইউরিয়া সারের কঠিমাল কী- মিথেন গ্যাস। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ২৪৮]
- হিমালয় পর্বত প্রেসিন কোন দেশে অবস্থিত?- নেপাল ও চীন। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮]
- কোনটি বিচারবিভাগের কাজ নয়- সংবিধান প্রয়োগ। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১৫৭]
- পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ক ত সালে জারি হয়- ১৯৮৫ সালে। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১৬০]
- গণহত্যা জাদুর কোথায় অবস্থিত- ঝুন্দা। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১১৮]
- নড়োরা আহমেদের পরিচয় কি হিসেবে- ভাক্ষর। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৩০২]
- আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জেলা কোনটি- রাঙামাটি। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ২৭২]
- কোন এলাকাকে ‘Marine Protected Area’ (MPA) ঘোষণা করা হয়েছে- সেন্ট্রালিন এবং এর আশেপাশের এলাকা। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৩২]
- ‘কুন্দ-ন-গোষ্ঠী মনিপুরী’ বাংলাদেশের কোন জেলায় বেশি বসবাস করে- মৌলভীবাজার। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১৮০]
- বাংলাদেশের ঘষ্ট জাতীয় জনগুরী ও গৃহগণনা কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়- ১৫ জুন থেকে ২১ জুন, ২০২২। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১৭১]
- কুটনৈতিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য গত ২০২০ সালে প্রবর্তিত পুরস্কারের নাম কী- বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমাটিক আওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৫]
- ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল প্রথম ক মন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৯০ সালে। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৭৮৬]
- কোন নদীটির উৎপত্তি ছুল বাংলাদেশে- হালদা। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৩৬৬]
- ফায়ারওয়ালের প্রাথমিক কাজ কী- আগত ও বার্ষিক নেটওয়ার্ক ট্রাইফিক নিরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ করা।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রটোকল কী- TCP/IP। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৭৯৮]
- প্রত্যন্তকারীকরণে স্বৈরস্বত্ত্ব হচ্ছে পাসওয়ার্ড ও ক্রেডিট কার্ড নম্বর করার জন্য ইন্টারনেটে [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১২৫]
- ইন্টারনেটের মেজে গ্লুকোমিটারে ভাটা পকেটে পৌছে দেন- রাউটার। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১২৪]
- ব্যবহার করার অনুমতিকে কী বলে- Phishing। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১২৪]
- ভাল-বেল কোন বর্ণের হ্যায়বোধ- নৈতিক। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮০৫]
- সুশাসনের পূর্ববর্তী কী- মত্ত্বকালের ঘোষণা। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮০৩]
- Utilitarianism হচ্ছে সেবক কে- জন স্ট্যার্ট লিল। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮০৬]
- Database management system কে সংক্ষেপে বলে- DBMS. [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮০৩]
- কল্পিতারের করেক্ট ভাইরাস- CIH, AIGH, BAD BOY, BAY BAY. [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১২৪]
- কল্পিতারের অনুবাদ সফটওয়ার- কম্পাইলার, এসেক্সেল। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১২৪]
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃ কী? ৪টি। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮০৩]
- সুশাসন প্রত্যায়িত উত্তীর্ণক কে- বিশ্বব্যাক। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮০৩]
- সহজে উন্নয়ন কোন অর্জনে সুশাসনের কোন দিকটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে- অর্থনৈতিক দিক। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১২৮]
- ‘আনাই পৃণ’ এর উত্তীর্ণ ক ত কার্যকৰণ। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮৪]
- নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষকে কী বলে- শুকাচার। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮৪]
- মূল্যবোধের উৎস কোনটি- নৈতিক চেতনা। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১২৮]
- শীতোশীন আনন্দে- ধারাবাটির প্রবর্তক কে- ইমানুয়েল কান্ট। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১২৮]
- সুশাসনের মূল ভিত্তি- আইচের শাসন। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮৪]
- পার্সীয়ীয়ান মিত্রের আলালের ঘরের দুলুল' প্রথম ঘূর্ঘাকারে প্রকাশিত হয় ক ত সালে- ১৮৫৮ সালে।
- নিচের কোনটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্মুদ্রসীমা- ২০০ নটিক্যালমাইল। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৩৪১]
- ক ত সালে মানি লভারি প্রতিরোধ আইনটি প্রবর্তন করা হয়- ২০১২। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ২২৯]
- বাংলাদেশ সরকারির কর্মকালের প্রক্রিয়া কে- বিশ্বব্যাক। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১৯৭২]
- মানুষের দেহকোষে ক্রোমজিনের সংখ্যা- ৮৬টি। [মিহিরস GK সাজেশন পৃষ্ঠা- ১৩১]

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থ ইউনিটে মিহিরস GK বই ও ফাইনাল সাজেশন থেকে ২৬ টিরও বেশি প্রশ্ন কর্মন এসেছে তা প্রমাণ স্বরূপ দেখানো হলো



- মাতৃবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কঠামাল হলো- কঠামা। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৪৬]
- দেশের কৃষিভিত্তি ইপিজেড কোথায় অবস্থিত- মীলফামারী। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ২৩২]
- সুশাসনের মূলনীতি হলো- জৰাবদিসিতা। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮০৩]
- যাঙ্গার জন্য যে টিকা দেওয়া হয়- বিসিজি। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ২০২]
- নবামা কার চিক্কার্ম- জয়নুল আবেদিনের। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ২৯৪]
- রেনেসী ঘুঁটে দার্শনিক হলেন- নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৯৪৪]
- দ্বা ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট প্রকাশ করে- বিশ্বব্যাক। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৯৪৮]
- বাংলাদেশে হাজৰ নৃ-গোষ্ঠীর বাস- নেতৃত্বে। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১৮০]
- মাস্টার দ সুর্যসেন যে আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন- বৰদেশী আন্দোলন। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৫২]
- একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভবনের লানাঙ্গলোকে যুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়- CAN। [মিহিরস GK সাজেশন পৃষ্ঠা- ১২৫]
- ন্যানো প্যার্টিকেলের আকতিভূমী— ন্যানো মিটার- ১-১০০। [মিহিরস GK সাজেশন পৃষ্ঠা- ১২৩]
- তিতা, মহানদী ও জাদুকাটা নদীগুলো- আঙ্গুষ্ঠামাত নদী। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৬৮]
- যে প্রতিটান ও বার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে- আইসিআরপি। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৭৮]
- সদূ মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের সমানিত জীবন সদস্যগুলি লাভ করেছেন যে ক্রিকেটার- মশুরাফ বিন মর্জিজ। [মিহিরস GK সাজেশন পৃষ্ঠা- ২৮]
- শাট বাংলাদেশের ৪টি জ্বর হলো- শাট সিটিজেন, শাট সোসাইটি, শাট গৰ্গেন্টে, শাট ইকোনোমি। [মিহিরস GK সাজেশন পৃষ্ঠা- ১৪৪]
- বাংলাদেশ-ভারত মৈলী পাইপলাইন- থেকে- পর্যট বহমান- শিলিঙ্গি থেকে পার্বতীপুর। [মিহিরস GK সাজেশন পৃষ্ঠা- ২৬]
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্মতি যে পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে- সার্ক লিটারেচার আওয়ার্ড। [মিহিরস GK সাজেশন পৃষ্ঠা- ১৩]
- নাটো সদস্যভূক্ত দেশ- ফিল্যান্ড। [মিহিরস GK সাজেশন পৃষ্ঠা- ৭]
- তেল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- মুক্তিবন্ট। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৬]
- ২০২২ সালে কোন দেশে জাতিসংঘের শাস্ত্রীয় মিশনের সভাপতি নির্বাচিত হন- বাংলাদেশ। [মিহিরস GK সাজেশন পৃষ্ঠা- ৩২]
- সার্বভূক্ত কোন দেশে জনসংখ্যা বৃক্ষির হার সর্বাধিক- আফগানিস্তান। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৫]
- জনগুরুরা ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশে মাতৃৰ সংখ্যা মোট জনসংখ্যায়- ৫০.৪৩%। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮]
- ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল কাপটি দেশে অনুষ্ঠিত হবে- ৩টি। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮৭]
- অ্যাকামে আওয়ার্ডস ২০২৩ এ বিজয়ী শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হলো- Everything Everywhere All at Once। [মিহিরস GK সাজেশন পৃষ্ঠা- ১১]
- সুচনাকলে বাংলা নববর্ষের সবচেয়ে নিরিড সম্পর্ক ছিল- কৃষির [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮৭]
- মুক্তিবন্টের স্মৃতি বিজিত্ত তেলিয়াপাড়া যে জেলায় অবস্থিত- হিবিগঞ্জ। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ৮৫]
- বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৰণে সুবর্ণজয়ঞ্জির সাল- ২০২৩। [মিহিরস GK পৃষ্ঠা- ১৪৫]

২০২০-২১ বর্ষের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থ ইউনিটে মিহিরস জিকে ফাইল সাজেশন থেকে আসা প্রশ্নের কর্মন দেখতে QR Code টি ক্যান করুন।



মিহির স GK

ফাইনাল সাজেশন

লেখক পরিচিতি

এম এ মোতালিব মিহির

বিএ (সম্মান), এমএ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
এলএলবি (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

সিনিয়র লেকচারার: বিসিএস কনফিডেন্স & UCC
৪৩তম বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার (সুপারিশপ্রাপ্ত)
FB: Mottalib Mihir

সহকারী লেখক পরিচিতি

অর্গু আহমেদ ফাহিম

বিবিএ (একাউন্টিং)

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
সিনিয়র লেকচারার: বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং

রাশেদুল ইসলাম

বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়
সিনিয়র লেকচারার: বাংলা (UCC)

মো: মাঝেনুল হাসান লাজিম (ঢাবি)

শেখ মো: নাসির উদ্দিন (ঢাবি)

জোবায়ের আহমেদ (জবি)

আরমিন জামান (জাককানইবি)

রবিউল ইসলাম হিমালয় (ঢাবি)

হেলাল উদ্দিন, (রাবি)

বিপুল সরকার ইমরান (রাবি)

সৈয়দ ইমন আলী

কে এম রাকিবুল ইসলাম (ঢাবি)

আবু রায়হান সরকার (জবি)

মুজাহিদ সিফাত (ঢাবি)

আবু বকর সিদ্দিক রিয়াদ (ঢাবি)

সৈয়দ নাস্তিম শোভন (জবি)

মো. হানজেলা

মোছা: হাফসা

মো. ফাহাদ শাহরিয়ার

মো. সাফায়েত আলম

লেখকের অনুমতি ব্যক্তিত ফটোকপি ও কপি করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার											
Government of the People's Republic of Bangladesh											
Date of Publication						Date of Registration					
0	1	0	0	2	0	2	3	2	4	0	8
Related Right Registration No.						Validity of Registration					
CRL-28844						3 1 1 2 2 0 4 8					
 বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস Bangladesh Copyright Office											
রিলেটেড রাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ											
Certificate of Related Right Registration											
সম্পাদিত কর্মের শিরোনাম Title of Performed Work মিহির স GK ফাইনাল সাজেশন											
সম্পদনবকারী (সম্পাদিত বিষয় ও অংশ) Performer (Performed Work & Proportion) মো: আবদুল মোতালিব											
সম্পাদিত কর্মের বহুবিকারী (যতক্ষণ অংশ) Owner of the Performed Work (Proportion) মিহির স প্রকাশকেশ্বর											
কর্তৃ প্রাপ্তির মাধ্যম Mode of Ownership Gain প্রকাশক হিসাবে মুদ্রণেলাগত বিন্যাস সংরক্ষনের অধিকারী						সম্পাদিত কর্মের ক্ষেত্র Field of the Performed Work সাহিত্য কল (শিক্ষা সহায়ক)					
<small>The Registrar of Copyrights, Bangladesh Copyright Office is honored to issue this Intellectual Property Right Certificate Under the Bangladesh Copyright Act.</small>											
 Registrar of Copyrights www.copyrightoffice.gov.bd											

Scanned with CamScanner

সরাসরি বই পেতে যোগাযোগ করুন: ০১৮১৪-৮৮৩৩৯২, ০১৮৮৪-৩৪৩৯৫২

মূল্য: ২৩০.০০ টাকা

লেখকেন্দ্র কথা

প্রিয় শিক্ষার্থী,

বাজারে অনেক ভালো সাধারণ জ্ঞান বই থাকলেও সময়ে সর্বোচ্চ গোছানো প্রস্তুতির জন্য সাধারণ জ্ঞানের ভালো একটি গোছানো সাজেশনের খুবই অভাব। এই চিন্তা থেকেই দীর্ঘ ১১ বছর ধরে ক্লাস নেওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে একটি সাজানো-গোছানো সাজেশন করার চেষ্টা করেছি। সাজেশনটি ছোট মনে করে অবহেলা করবেন না। যেকোনো প্রতিযোগিতায় সাধারণ জ্ঞান পার্টে সিংহভাগ প্রশ্ন কমন আসবে বলে আশ্চর্য ও বিশ্বাস রাখি ইনশাআল্লাহ।

কিছু বিষয় অর্ণীয়:

১. তাড়াভুড়া করবেন না, প্রতিটি বিষয় রিডিং পড়ার চেষ্টা করুন। সবকিছু মুখস্থ করতে হবে না, বইটি পড়ে শেষ করলেই আপনি অনেক ভালো পরীক্ষা দিবেন।
২. সাজেশনটি ছোট মনে করবেন না কারণ বিগত দীর্ঘ সময় বিসিএস কোচিং ও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং এ ক্লাস নেওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে যে বিষয়গুলো থেকে প্রশ্ন হয় সেগুলোই ডিটেইলস আলোচনা করেছি।
৩. সাজেশন থেকে সর্বোচ্চ কমন আসবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু মনে ভয় রেখে সাজেশনটি কমপ্লিট না করতে পারলে আপনার কমন হবে না। এ জন্য যত কষ্টই হোক নিয়মিত ১২-১৩ ঘণ্টা পড়াশুনা করে সাজেশনটি শেষ করবেন।
৪. বিশ্বাস ও আশ্চর্য রেখে সাজেশন ও মিহির'স GK বই থেকে বিগত প্রশ্ন শেষ করলে সাধারণ জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি হবে ইনশাআল্লাহ।
৫. সাজেশনটিতে গভীর তথ্য দেওয়া হয়েছে যাতে বিসিএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি জাহাঙ্গীরনগর B, C, F ইউনিট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও গুচ্ছসহ সকল পরীক্ষায় এই সাজেশনই সিলেবাস কাভার হয়।
৬. বিসিএস, প্রাইমারিসহ অন্যান্য চাকুরী প্রার্থীরা যারা সাধারণ জ্ঞান কম বুঝেন তারা অল্প পড়েই সর্বোচ্চ নম্বর পাবেন, ইনশাআল্লাহ।
৭. স্টার চিহ্নিত টপিক ও লাইনগুলোকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বুঝানো হয়েছে।

বিশেষ অনুরোধ:

১. সাজেশনটি যদি ভালো লাগে তাহলে আপনার পরিচিতদের সাথে শেয়ার করবেন।
২. বিসিএস প্রিলি., প্রাইমারিসহ অন্যান্য চাকরি, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় যেহেতু সময় রয়েছে সে জন্য সাজেশনের পাশাপাশি মিহির'স GK পূর্ণাঙ্গ বই থেকে প্রস্তুতি নিবেন।

কিছু জিনিস বর্জনীয়:

১. কনফিউশন ও কঠিন বিষয় বর্জন করবেন।
 ২. এই বই সেই বই না পড়ে একটি বই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বেন।
 ৩. গবেষণা ও বেশি পরামর্শ নেয়া বাদ দিবেন।
 ৪. যারা যত কম বুঝে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তারা তত ভালো করে।
 ৫. মিহির'স জিকে সাজেশন থেকে কমন আসবে কি না? এটা পড়লে হবে কি না? এত ছোট বইয়ে আমার কি চাঙ হবে? এসব প্রশ্ন করে লেখকদের বিব্রত করবেন না, কারণ বিগত বছরগুলোতে রেকর্ড পরিমাণ কমন ছিল যা ১০০০/১৫০০ পৃষ্ঠার বই থেকেও কমন ছিল না। তার প্রমাণ বইয়ের কাভার ও মিহির'স জিকে পেইজে পোস্ট করা আছে। অর্থাৎ বিগত বছরের শিক্ষার্থীদের থেকেই জানতে পারবেন।
- সর্বোপরি সাজেশনটি পড়ে আপনাদের স্বপ্ন পূরণ হলে মিহির'স জিকে টিমের কষ্ট ও পরিশ্রম স্বার্থক হবে।
- সাধারণ জ্ঞানে ভাল করতে বইটি ২/৩ বার রিভিশন দিন।
- দোয়া ও শুভ কামনায়,

এম এ মোতালিব মিহির

বাস্তুটির উপর ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা দিয়ে শু
আগত্ত্যে প্রত্যেক জ্ঞান করুন

Page: Mihir's GK

Group: Mihir's GK ফি এক্সাম ব্যাচ



এম. এ মোতালিব মিহির



সহকারী লেখকের বাণী

দীর্ঘ সময় ধরে কঠোর পরিশ্রমে মিহির'স জিকে ফাইনাল সাজেশনটি লেখা হয়েছে। প্রত্যাশা রাখি বইটি আপনাদের প্রস্তুতি অন্যদের থেকে অনেকাংশে এগিয়ে রাখবে। সর্বশেষ বলি-

'মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়।'

সবার জন্য দোয়া ও শুভ কামনা
রহিল-

অর্পণ আহমেদ ফাহিম

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় বাবা, মা
ও
আদরের ভাণ্ণি মিমিত কে

সূচিপত্র

সাম্প্রতিক তথ্য	পৃষ্ঠা নম্বর
দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৪, বিভিন্ন পদের প্রধান, ইউনেক্সো ঘোষিত অধরা সংস্কৃতি, বিশ্ব ঐতিহ্য, জিআই পণ্য, সর্বজনীন পেনশন ক্ষিম, ক্যাশলেস বাংলাদেশ, চ্যাটজিপিটি, Open AI, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংবাদ উপস্থাপনা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, সম্পত্তিক তথ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আলোচিত ব্যক্তি, বাংলাদেশ ইন্ডো প্যাসিফিক রূপরেখা (IPO), বৈশিক সম্পর্ক	১-৫
সাবমেরিন ধাঁচি, টাইটানের সলিল সমাধি, হামাস ও ইসরায়েল সংঘাত, ইরান-পাকিস্তান সংঘাত, খালিস্তান আন্দোলনের নেতা হরফীপ সিৎ নিজরের হত্যাকাণ্ড, ফোর্বস সাময়িকী-২০২৩, টাইম সাময়িকী-২০২৩, অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩, জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪, ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২, খানা আয় ও ব্যয় জরিপ-২০২৩, জিডিপি এর সাময়িক হিসাব ২০২২-২৩, মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০২১-২২, রিপোর্ট ও সমীক্ষা-২০২৩, আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মেলন	৬-১০
কপ-২৮ ও পরবর্তী সম্মেলন, IMEC, বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, সংস্থার সদস্য ও সর্বশেষ সদস্য, আলোচিত প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, রাজা-বাদশাহ স্বাধীনতাকামী প্রদেশ, FAO এর পরিসংখ্যান, কৃষি পরিসংখ্যান, আমার গ্রাম আমার শহর	১১-১৩
খেলাধুলা (ক্রিকেট, ফুটবল, ১৬তম এশিয়া কাপ, ১৩তম আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ, কাতার-২০২৩ বিশ্বকাপ, খেলাধুলার আগাম আসর) আগাম বার্তা, নোবেল পুরস্কার-২০২৩, অঙ্কার পুরস্কার-২০২৩, কান চলচিত্র, বুকার পুরস্কা, আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার-২০২৩, ইউনেক্সো-বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক পুরস্কার, FOSWAL-২০২৩, জাতীয় চলচিত্র পুরস্কার, মুজিব একটি জাতিতে রূপকার, একুশে পদক ও অন্যান্য পুরস্কার	১৪-১৮
বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্প, বিভিন্ন প্রকল্পের ডিজাইনার, বঙ্গবন্ধু টানেল, দোহাজারি-কক্সবাজার রেলপথ, পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর, বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা, প্রকল্পের উদ্বোধনের তারিখ, বিদ্যুৎ প্রকল্প, শতভাগ বিদ্যুতায়ন, পথ্বর্বার্ষিকী পরিকল্পনা, অষ্টম পথ্বর্বার্ষিকী পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০৪১, SDG, প্রস্তাবিত তথ্য, ই-পাসপোর্ট, চন্দ্রভিয়ানের সফল ৫টি দেশ, সংখ্যা তত্ত্ব, LDC, ব-ধীপ পরিকল্পনা-২১০০, জরুরী সেবা হট লাইন নম্বর, ডেঙ্গু	১৮-২৫
মুজিব চিরস্তন, মুজিব শতবর্ষ, বঙ্গবন্ধুর ৩টি গ্রন্থ, বঙ্গবন্ধুকে নির্মিত চলচিত্র, মুজিব পিডিয়া, শেখ হাসিনা, বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১,২; বিভিন্ন জোট, ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ, ইউক্রেনে শস্য রপ্তানি চুক্তি, ২০২৩ সালে যাদের হারিয়েছি	২৫-৩০
একনজরে গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক অংশ)	৩১-৩৭
বাংলাদেশ বিষয়াবলি	
বাংলাদেশের পরিচিতি, প্রশাসনিক পরিচিতি, ঢাকা প্রশাসনিক রাজধানী, ভূপ্রকৃতি, ছানায় সরকার, অবস্থান, ভৌগোলিক সীমানা, সীমাত্ত বাহিনী, সীমাত্তবর্তী জেলা, সীমাত্ত দৈর্ঘ্য, দিকভিত্তিক অবস্থান, সমুদ্রসীমা, বঙ্গোপসাগর, ছিটমহল, ছিটমহল চুক্তি, আবহাওয়া ও জলবায়ু, জাতীয় বিষয়াবলি, জাতীয় ও অন্যান্য দিবস, ভৌগোলিক উপনাম, বর্তমান নাম ও পুরাতন নাম	৩৭-৪২
শিক্ষা ব্যবস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়	৪২-৪৩
জগন চর্চায় হিক দার্শনিক, বাংলার ইতিহাস ও উৎপত্তি, জনপদ, প্রাচীন রাজবংশ, মুসলিম শাসন, সুলতানী শাসন, বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন, পানি পথের যুদ্ধ, মুঘল শাসন, সুবাদারী শাসন, বাংলায় বাণিজ্য, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ইংরেজ শাসকদের সংস্কার, বাংলায় মঘত্তর, ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তিতুমীরের আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ, আলীগড় আন্দোলন, উপমহাদেশে সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার	৪৩-৫০
প্রাক-পাকিস্তান আমল, বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদ, মুসলিম লীগ, স্বদেশী আন্দোলন ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, অসহযোগ আন্দোলন ও পরবর্তী ঘটনা, প্রাদেশিক নির্বাচন, অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তেভাগা আন্দোলন	৫০-৫২
বাংলাদেশের ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন, যুক্তফুল্ট নির্বাচন, কাগমারী সম্মেলন, পাক-ভারত যুদ্ধ, তাসখন্দ চুক্তি, ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ঘড়্যন্ত, গণঅভ্যুত্থান, সাধারণ নির্বাচন	৫২-৫৫
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, অসহযোগ আন্দোলন, স্বাধীনতার ইশতেহার, ৭ মার্চের ভাষণ, সশস্ত্র প্রতিরোধ, ২৫ মার্চের গণহত্যা ও স্বাধীনতার ঘোষণা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, মুক্তিফৌজ থেকে মুক্তিবাহিনী, মুজিবনগর সরকার, সেক্টরসমূহ ও সেক্টর কমান্ডর, কনসার্ট ফর বাংলাদেশ, শহীদ বুদ্ধিজীবী, বিজয় দিবস, মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বসূচক খেতাব, চার খুনির খেতাব বাতিল, বীরশ্রেষ্ঠ, মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের অবদান	৫৫-৬০
গণমাধ্যমের ভূমিকা, স্বীকৃতি, মুক্তিযুদ্ধের বৃহৎশক্তি, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম তথ্য, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস, নাটক, কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ গ্রন্থ, গল্পগ্রন্থ, স্মৃতিকথা, সম্পাদিত গ্রন্থ, ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থ, অন্যান্য গ্রন্থ, চলচিত্র, গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থ, স্বল্পদের্ঘ্য চলচিত্র, প্রামাণ্য চলচিত্র	৬০-৬৩
স্মৃতিস্তুতি ও ভাস্কর্য, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, জাহাত চৌরঙ্গী, স্বাধীনতা জাদুঘর ও স্তম্ভ, মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, রায়ের বাজার বধ্যভূমি, অপরাজেয় বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বিজয় কেতন, গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বঙ্গবন্ধুর দেশ প্রত্যাবর্তন	৬৩-৬৪

সূচিপত্র

বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় সংসদ, সংখ্যাতত্ত্ব, রাষ্ট্রের পদমানক্রম	৬৪-৬৭
বাংলাদেশের নদ-নদী, বিভিন্ন নদীর উপরের গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ, বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর, সমুদ্র সৈকত, পাহাড়-পর্বত, হাওর ও বিল, বর্ণা, জলপ্রপাত, হ্রদ, উপত্যকা, চর, ইকো পার্ক, সাফারী পার্ক ও অন্যান্য পার্ক, উদ্যান	৬৭-৭০
জনসংখ্যা, জনশুমারি, উপজাতি, বাংলাদেশের অর্থনীতি, শেয়ার বাজার, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, একটি বাড়ি একটি খামার, অর্থনীতি সংক্রান্ত শব্দ, তত্ত্ব ও প্রবক্তা	৭০-৭৩
বাংলাদেশের সম্পদ, বনজ সম্পদ, সুন্দরবন, মৎস্য সম্পদ, প্রাণী সম্পদ, খনিজ সম্পদ, কৃষি সম্পদ, কৃষির অন্যান্য ফসল, বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ, ডাক যোগাযোগ	৭৩-৭৬
পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেলপথ, নৌ পরিবহন, বিমান, বাংলাদেশের প্রথম, প্রথম নিয়োগ/নির্বাচিত প্রসঙ্গ, বিবিধ প্রথম, প্রথম মহিলা প্রসঙ্গ, বৃহত্তম, শ্রেষ্ঠ, জাদুঘর, প্রত্নস্থল	৭৬-৭৭
শিল্প ও সংস্কৃতি, লালন ফকির, হাসন রাজা, শাহ আবদুল করিম, জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, অন্যান্য চিত্রশিল্পী, স্থাপত্য কর্ম, স্থাপত্য শিল্পী, আধুনিক গান ও দেশাভিবোধিক গান, চলচিত্র, পত্র পত্রিকা, পৈতৃক নিবাস, প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার	৭৭-৮০
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বাংলা একাডেমি, এশিয়াটিক সোসাইটি, BARD, ECNEC, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, গ্রামীণ ব্যাংক, BRAC, তথ্য কমিশন, বারডেম, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য প্রসঙ্গ, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ, বিবিধ প্রসঙ্গ, পুরস্কার প্রবর্তনের সাল	৮০-৮২
খেলাধুলা, আইসিসি, পুরস্কার ও খেলাধুলা, ফুটবল, ক্রিকেট	৮২-৮৩
সুশাসন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, মৌলিক বিষয়াবলি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, পৌরনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাংলা সাহিত্য, সাধারণ বিজ্ঞান	৮৩-৯০
আন্তর্জাতিক	
পৃথিবী পরিচিতি, এশিয়া, ওশেনিয়া, ইউরোপ, ভৌগোলিক নাম, আফ্রিকা, আমেরিকা মহাদেশ, উত্তর আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, জাতিপুঞ্জ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাতিসংঘ, কঠিপয় সংস্থার সদর দপ্তর	৯১-৯৯
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, World Bank, IMF, SDR, BRICS, NDB, AIIB, UNESCO, WTO, ILO, WHO, FAO, IAEA, UPU, UNHCR, UNICEF, UNU, ITU, UNDP, WIPO, TI	১০০-১০২
রাজনৈতিক সংস্থা (OIC, কমনওয়েলথ, NAM, আরব লীগ), বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা, EU, শেনজেন চুক্তি, সার্ক, ASEAN, CIRDAP, GCC, OAS, CIS	১০২-১০৮
বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থা, D-৮, G-৭, G-২০, IDB, ADB, OPEC, BIMSTEC, APEC, CPTPP, Washington Consensus, অর্থনৈতিক সংস্থা, বাণিজ্য সংস্থা, সামরিক সংস্থার, ANZUS, INTERPOL, IPS Quad	১০৮-১০৬
জাতিসংঘ ও নারী সংক্রান্ত সংস্থা, UN Women, UNIFEM, CEDAW, অন্যান্য সংস্থা, IOM, IMO, ICAO, টিটিআইপি, N-11, Blue Economy, OPCW, পরিবেশ সংস্থা, UNEP, WMO, V-20, CVF, WWF, IPCC, UNFCCC, IUCN, German Watch, Fridays for Future, Fund For World Nature, Water Aid, BELA	১০৬-১০৭
প্যারিস জলবায়ু চুক্তি, পরিবেশ বিষয়ক প্রটোকল/কনভেনশন/চুক্তি, বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	১০৭-১০৮
বিশ্বের বিপ্লবসমূহ, ফরাসি বিপ্লব, রূশ বিপ্লব, অন্যান্য বিপ্লব, প্রণালী, সীমারেখা, স্বায়ার, কারাগার, রাজা/স্মাটের উপাধি, গুরুত্বপূর্ণ ভাষা, উপনিবেশ, পার্লামেন্টের নাম, রাজধানী ও মুদ্রা, আইনসভা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিমান সংস্থা, বিমানবন্দর, সংবাদ সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা, গেরিলা দল, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম, শব্দ সংকেত, রাজতন্ত্রের পতন, বাসভবন, লাইব্রেরি, জাদুঘর, পতাকা সম্পর্কিত তথ্য, আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ	১০৮-১১২
গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, বিশ্বের প্রথম নারী, চিকির্ম ও চিত্রশিল্পী, গ্রন্থ, মনীয়ার উক্তি, মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, আন্তর্জাতিক নদী, সমুদ্রবন্দর, হ্রদ, জলপ্রপাত, অতরীপ, হ্যান্ড খাল, পর্বতমালা, পর্বতশৃঙ্গ, গিরিপথ, মরুভূমি, মালভূমি, দ্বীপ ও উপদ্বীপ, বিরোধপূর্ণ দ্বীপ, সামরিক ঘাঁটি, দেশের নতুন ও পুরাতন নাম, সূচনা/উক্তব	১১২-১১৭
গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি, কিছু দুর্যোগ, কিছু শব্দের ভিন্নার্থক, আন্তর্জাতিক পুরস্কার, নোবেল, পুলিংজার, অন্যান্য পুরস্কার, খেলাধুলা, বিশ্ব ইতিহাস ও সভ্যতা	১১৮-১২১
তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার (ICT)	১২১-১২৭
বিগত বছরের বিসিএস, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিযোগিতায় আসা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমূহ	১২৮-১৪০

গ্রন্থসমূহ (Copyright): লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত	প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : আ.ন.ম মাহবুব উল্লাহ পাটোয়ারী
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১৬	
সর্বশেষ প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	বর্ণ বিন্যাস : মো. মাঝুম বিলাহ
মুদ্রণে : নিজস্ব তত্ত্বাবধানে	মূল্য : ২৩০.০০ টাকা

সাম্প্রতিক (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৪

- প্রধান নির্বাচন কমিশনার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন - ১৫ নভেম্বর, ২০২৩।
- নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় - ৭ জানুয়ারি, ২০২৪।
- বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল - ৪৪টি।
- দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে - ২৮টি দল।
- বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার - কাজী হাবিবুল আউয়াল (১৩তম)
- অন্যান্য ৪ জন নির্বাচন কমিশনার - বেগম রাশেদা সুলতানা, মো. আহসান হাবিব খান, মো. আলমগীর ও মো. আনিসুর রহমান।
- ৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ২৯৮টি আসনে (নির্বাচন হয়নি নওগাঁ-২ আসনে, ১৩ জানুয়ারি ময়মনসিংহ-৩ আসনে ভোট গ্রহণ করা হয়) মোট নির্বাচন হয় - ২৯৯টি আসনে।
- আসন লাভ করে - আওয়ামী লীগ (২২৩টি), উত্তর (৬২টি), জাতীয় পার্টি (১১টি) এবং অন্যান্য দল (৩টি)।
- নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠিত হয় - ১০ জানুয়ারি, ২০২৪
- দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে - ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪
- টানা চতুর্থ বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন - শেখ হাসিনা [মোট প্রধানমন্ত্রী হন - ৫ বার। (১৯৯৬, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪)]
- সংসদ সভাপতি/প্রধান নির্বাচী/স্পিকার - ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।
- বর্তমান ডেপুটি স্পিকার - শামসুল হক টুকু।
- বর্তমান সংসদ উপনেতা - বেগম মতিয়া চৌধুরী।
- সরকার দলীয় চিক হাইফ - নূর-ই-আলম চৌধুরী (লিটন)
- সংসদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান - স্পিকার।

মন্ত্রিসভা

- প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার মোট সদস্য - ৩৭ জন (পূর্ণমন্ত্রী - ২৫ জন এবং প্রতিমন্ত্রী - ১১ জন) মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীর সংখ্যা - ২৬ জন
- রাষ্ট্রপতি 'মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের' নিয়োগ দেন - সংবিধানের ৫৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী গঠন করে - পঞ্চম মন্ত্রিসভা
- প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের শপথ পড়ান - রাষ্ট্রপতি।
- মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠিত হয় - ১১ জানুয়ারি, ২০২৪।
- প্রধানমন্ত্রীর অধীন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ - মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; সংস্কৃত বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
- প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার নারী মন্ত্রী - ৪ জন [১. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২. ডা: দীপু মনি (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়) ৩. বেগম সিমিন হোসেন রিয়ি (প্রতিমন্ত্রী - মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়) ৪. বেগম রূমানা আলী (প্রতিমন্ত্রী - প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়)]
- টেকনোক্যাট মন্ত্রী (সংসদ সদস্য নন এমন মন্ত্রী) - ২ জন [১. ইস্পতি ইয়াফেস ওসমান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়) ২. ডা. সামন্ত লাল সেন (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়)]
- প্রধানমন্ত্রীর অবৈতনিক উপদেষ্টা পদে নিয়োগ পেয়েছেন - সালমান এফ রহমান।

মাননীয় মন্ত্রী	মন্ত্রণালয়
আ. ক. ম. মোজাম্বেল হক	মন্ত্রিযুক্ত বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আবুল হাসান মাহমুদ আলী	অর্থ মন্ত্রণালয়
আসাদুজ্জামান খান কামাল	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
মোহাম্মদ হাতান মাহমুদ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
মহিবুল হাসান চৌধুরী	শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ফরহাদ হোসেন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
মোহাম্মদ আব্দুস শহীদ	কৃষি মন্ত্রণালয়
নূরুল মজিদ মাহমুদ হাসান	শিল্প মন্ত্রণালয়
নাজমুল হাসান পাপন	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
মো. জিলুল হাকিম	রেল মন্ত্রণালয়
নারায়ণ চন্দ্র চন্দ	ভূমি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের বিভিন্ন পদের প্রধান

প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান (২৪তম)	অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন	জাতিসংঘে নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত

প্রধান	ব্যক্তি	তারিখ
বর্তমান রাষ্ট্রপতি	মোহাম্মদ সাহারুদ্দিন	২২তম
প্রধান বিচারপতি	ওবায়দুল হাসান	২৪তম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার	কাজী হাবিবুল আউয়াল	১৩তম
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর	আব্দুর রফিক তালুকদার	১২তম
অ্যাটর্নি জেনারেল (রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা)	এ এম আমিন উদ্দিন*	১৬তম
জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান	ইনায়েতুর রহিম	-
আইন কমিশনের চেয়ারম্যান	এ.বি.এম. খায়রুল হক	-
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)	মোহাম্মদ মঙ্গেন্টুদ্দীন	৬ষ্ঠ
এর চেয়ারম্যান	আব্দুল্লাহ	-
বিশ্ববিদ্যালয় মন্ত্রীর কমিশন (UGC)	অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ	১৩তম
মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান***	ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ	৫ম
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (NBR) চেয়ারম্যান	আবু হেনা মোহাম্মদ রহমতুল মুনিম	-
চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি	ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল	২৯তম
বাংলা একাডেমির সভাপতি	সেলিনা হোসেন***	-
বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক	মুহাম্মদ নূরুল হুদা	-
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান	এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ	১৭তম
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান	মোহাম্মদ নাজমুল হাসান	১৭তম
বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান	শেখ আব্দুল হাসান	১৬তম
পুলিশের প্রধান পরিদর্শক (আইজিপি)	চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন	৩১তম
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (BGB)	আশরাফজামান সিদ্দিকী	-
র্যাবের মহাপরিচালক	খুরশীদ হোসেন	১০ম

সরকারি কর্ম কর্মশালার চেয়ারম্যান (BPSC)	সোহরাব হোসাইন **	১৪তম
মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	মো. নুরুল ইসলাম	-
BGMEA এর সভাপতি	ফারুক হাসান	-
FBCCI এর বর্তমান সভাপতি	মাহবুবুল হক আলম	-
জাতিসংঘে বাংলাদেশের বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি	মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত	১৬তম
জাতিসংঘের আভার সেক্রেটারি	রাবাব ফাতিমা***	-
বাংলাদেশের বর্তমান অর্থ সচিব	খায়েরজামান মজুমদার	-
বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ সচিব	মো. মাহবুব হোসেন	২৪তম
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া	

৫. রাজশাহী সিক্ক	১৭ জুন, ২০২১
৬. রংপুরের শতরঞ্জি	২৫ এপ্রিল, ২০২৩
৭. দিনাজপুরের কালিজিরা	১২ জুন, ২০২৩
৮. দিনাজপুরের কাটারিভোগ	২৫ জুন, ২০২৩
৯. নেত্রকোণার বিজয়পুরের সাদা মাটি	২৫ জুন, ২০২৩
১০. বাগদা চিংড়ি	২৪ এপ্রিল, ২০২২
১১. রাজশাহীর ফজলি আম	২৫ এপ্রিল, ২০২৩
১২. শেরপুরের তুলশীমালা ধান	১২ জুন, ২০২৩
১৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম	২৫ জুন, ২০২৩
১৪. চাঁপাইনবাবগঞ্জের আধিনা আম	২৫ জুন, ২০২৩
১৫. বগুড়ার দই	২৫ জুন, ২০২৩
১৬. শীতল পাটি	২০ জুলাই, ২০২৩**
১৭. নাটোরের কাঁচাগোলা	৮ আগস্ট, ২০২৩**
১৮. বাংলাদেশের ঝুঁক বেঙ্গল ছাগল	
১৯. টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ীর চমচম	০১ জানুয়ারি, ২০২৪
২০. কুমিল্লার রসমালাই	
২১. কুষ্টিয়ার তিলের খাজা	
২২. যশোরের খেজুরের গুড়	

বাংলাদেশের বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (Intangible Cultural Heritage) - ৫টি

- দেশের ৫ম স্বীকৃতি পাওয়া ইউনেস্কোর 'অপরিমেয় বা বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' - ঢাকার 'রিকশা ও রিকশাচিত্র'
- ইউনেস্কো ঢাকার 'রিকশা ও রিকশা চিত্র'-কে এ স্বীকৃতি দেয় - ৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ (বতসোয়ানার কাসান শহরে 'ইনটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি' সংরক্ষণ বিষয়ক ২০২৩ কনভেনশনের চলমান আন্তর্রাষ্ট্রীয় পরিষদের ১৮তম অধিবেশনে)
- সম্প্রতি ৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ 'ইফতার'-কে বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ইউনেস্কো- ইরান, তুর্কিয়ে, আজারবাইজান ও উজবেকিস্তানের আবেদনের প্রেক্ষিতে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	অঙ্গুলিতে সময়
১. বাটুল গান	২০০৮
২. জামদানী বয়নের অতুলনীয় পদ্ধতি	২০১৩
৩. পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা	৩০ নভেম্বর, ২০১৬
৪. শীতল পাটি	৬ ডিসেম্বর, ২০১৭
৫. ঢাকার 'রিকশা ও রিকশাচিত্র'	৬ ডিসেম্বর, ২০২৩

UNESCO ঘোষিত বাংলাদেশের বিশ্ব ঐতিহ্য-৩টি

বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান (World Heritage Site): বাংলাদেশের ৩টি স্থান বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। যথা:

বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান	অবস্থান	সাল	তারিখ
১. ষাট গম্বুজ মসজিদ	বাগেরহাট	১৯৮৫ সালে	৩২১তম
২. সোমপুর বিহার	নওগাঁ	১৯৮৫ সালে	৩২২তম
৩. সুন্দরবন	বাংলাদেশ	৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭	৭৯৮তম

স্বীকৃতি প্রাপ্ত GI পণ্যসমূহ-২২টি

- কোনো একটি নির্দিষ্ট পণ্য একটি নির্দিষ্ট দেশের মালিকানা বা মেধাবৃত্ত হলো- ভৌগোলিক নির্দেশক (Geographical Indication) সংক্ষেপে- জিআই (GI)
- জিআই সনদ প্রদান করে- জাতিসংঘের মেধাবৃত্ত সংস্থা (WIPO)
- GI পণ্য স্বীকৃতি ও সনদ দিয়ে থাকে- বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে "পেটেন্টস, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্ক (DPDT)"

১. জামদানি শাড়ী***	১৭ নভেম্বর, ২০১৬
২. ইলিশ মাছ	১৭ আগস্ট, ২০১৭
৩. ক্ষীরশাপাতি আম	২৭ জানুয়ারি, ২০১৯
৪. ঢাকাই মসলিন	২৮ ডিসেম্বর, ২০২০

সর্বজনীন পেনশন ক্ষিম

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনের ইশতেহারে পেনশন ক্ষিমের কথা বলা হয়। ২০১৫ সালে আবুল মাল আব্দুল মুহিত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি বিলটিতে স্বাক্ষর করলে আইনে পরিণত হয়। ১৩ আগস্ট, ২০২৩ সরকার সর্বজনীন পেনশন ক্ষিম বিধিমালা, ২০২৩ জারি করেন।

- পেনশন ব্যবস্থা পরিচালনা ও বাস্তবায়ন সংস্থা- NPA
- অনলাইনে নিবন্ধনের জন্য অ্যাপস- Upension।
- আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন- ১৭ আগস্ট, ২০২৩। ***

সর্বজনীন পেনশন ক্ষিমের ধরন ৪টি

ধরন	পেশার লোক	চাঁদার পরিমাণ
প্রবাস	বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশদের জন্য।	চাঁদার পরিমাণ- সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ২০০০ টাকা
প্রগতি	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী।	চাঁদার পরিমাণ- সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ২০০০ টাকা
সুরক্ষা	স্বকর্মে নিয়েজিত (কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে)	চাঁদার পরিমাণ- সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ১০০০ টাকা
সমতা	স্বল্প আয়ের ব্যক্তি	চাঁদার পরিমাণ- ১০০০ টাকা (অনুদান- ৫০০ টাকা এবং ব্যক্তি ৫০০ টাকা)

পেনশনের শর্ত, সুবিধা ও চাঁদা

- পেনশন ব্যবস্থায় অঙ্গুলির বয়স - ১৮-৫০ বছর (বিশেষ বিবেচনায় ৫০ বছর উর্ধ্ব নাগরিকও এ ব্যবস্থায় যুক্ত হতে পারবে। সেক্ষেত্রে টানা ১০ বছর পেনশনের চাঁদা দিতে হবে)
- পেনশন পাবে - ৬০ বছর পূর্ণ হলেই।
- চাঁদার টাকা - আয়করমুক্ত, কর রেয়াত সুবিধা পাবে।
- যুক্ত হতে পারবেন না - সরকারি ও স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ।

স্মার্ট বাংলাদেশ (Smart Bangladesh)

বাংলাদেশ সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট স্মার্ট বাংলাদেশ টাক্সফোর্স গঠন করেছে। এ টাক্সফোর্সের চেয়ারপার্সন হলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বাকি ২৯ জন সদস্য। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে ১৮ অক্টোবর ২০২২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২৩ জন সদস্যকে নিয়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশের টাক্সফোর্সের নির্বাহী কমিটি' গঠন করে

- প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিবর্তে 'আর্ট বাংলাদেশ' ঘোষণা করে- ১২ ডিসেম্বর, ২০২২।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে আর্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ১১ দফা ঘোষণা করেন - ১১ জানুয়ারি, ২০২৩।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের পরিবর্তে 'আর্ট বাংলাদেশ' দিবস পালিত হয় - ১২ ডিসেম্বর।
- লক্ষ্য- ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও আর্ট বাংলাদেশে পরিণত হওয়া।
- আর্ট বাংলাদেশের স্তর- ৪টি। (১. আর্ট সিটিজেন ২. আর্ট ইকোনোমি ৩. আর্ট গভর্নমেন্ট ৪. আর্ট সোসাইটি)***
- বিশ্বে আর্ট দেশের স্তর- ৫টি। (Smart Government, Smart Environment, Smart Living, Smart Mobility, Smart Citizen)
- আর্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে - UNDP এর সহায়তায় পরিচালিত 'Aspire to Innovate' (a2i)
- 'ভিশন-২০৪১' বাস্তবায়নে বাংলাদেশে আর্ট সিটি ও আর্ট ভিলেজ বিনির্মাণে সহযোগিতা করছে - a2i.
- আর্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে ১৮ অক্টোবর রাসেল দিবসে আর্ট জেলা বাস্তবায়নে পুরস্কার পায় - পথওগড়।
- ২০০৮ এ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্তর ছিল - ৪টি (মানবসম্পদ উন্নয়ন, ইন্টারনেট সংযোগ, ই-প্রশাসন ও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পাখত)

প্রথম আর্ট গ্রাম	হিজলী, বিনাইদহ
প্রথম আর্ট উপজেলা	শিবচর, মাদারীপুর
প্রস্তাবিত প্রথম আর্ট জেলা	চট্টগ্রাম
প্রথম ডিজিটাল গ্রাম	তুলাতলী, কক্সবাজার
প্রথম ডিজিটাল আইল্যান্ড	মহেশখালী, কক্সবাজার
প্রথম ডিজিটাল জেলা	যশোর
প্রথম সাইবার সিটি	সিলেট
ওয়াইফাই সিটি	সিলেট

ক্যাশলেস বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যাশলেস লেনদেন চালু করে - ১৮ জানুয়ারি, ২০২৩ (আনুষ্ঠানিক চালু হয় - ১৯ জানুয়ারি, ২০২৩)**
- প্রাথমিকভাবে ক্যাশলেস সেবা চালু করে - মতিঝিল ও দিলকুশায়।
- বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলা QR স্ট্যাভার্ড সেবা ঘোষণা করে - ১১ জানুয়ারি, ২০২৩।**
- বাংলাদেশে QR ভিত্তিক পেমেন্ট সেবা চালু করা হয় - ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ সালে (চালু করে - মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক)
- QR Code (Quick Response Code) এর আবিক্ষারক - জাপানি ইঞ্জিনিয়ার মাশাহিরো হারা।*

টাকা-পে কার্ড

- টাকা-পে কার্ড বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক চালু - ১ নভেম্বর, ২০২৩।
- টাকা-পে কার্ডটি তৈরি করে - ফ্রাসের প্যারিস ভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'ফাইম'।**
- উদ্দেশ্য - আন্তর্জাতিক কার্ডের ওপর নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ও অর্থ লেনদেনে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা।
- কার্ডটি চালু করে বাংলাদেশে ৩টি ব্যাংক - সোনালী ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক ও সিটি ব্যাংক।
- কার্ডটির মাধ্যমে লেন দেন হবে - বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীন 'National Payment Switch Bangladesh (NPSB) এ

ChatGTP (চ্যাটজিপিটি) ***

- বর্তমান প্রযুক্তি দুনিয়ায় কৃতিম বুদ্ধিমত্তার (AI) আধুনিক সংযোজন হচ্ছে - চ্যাটজিপিটি।
- চ্যাটজিপিটি হলো- একটি চ্যাটবট সিস্টেম বা আলাপচারিতার সফটওয়্যার।
- চ্যাটজিপিটি চালু করে- Open AI
- চ্যাটজিপিটি পরীক্ষামূলক চালু হয়- ৩০ নভেম্বর, ২০২২।
- চ্যাটজিপিটি ছায়া চালু হয়- ১৪ মার্চ, ২০২৩।
- চ্যাটজিপিটি এর উদ্যোগা ও প্রোগ্রাম- স্যাম অল্টম্যান।
- ChatGPT পূর্বরূপ- Chat Generative Pre-trained Transformer
- চ্যাটজিপিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য- মানুষের মতো টেক্সট বা লেখা তৈরির ক্ষমতা।
- চ্যাটজিপিটির আপডেট ভার্সন ছবির বিষয়বস্তু বুঝতে সক্ষম- GPT4
- মাইক্রোসফটের চ্যাটবটের নাম- বিং চ্যাটবট।
- গুগলের চ্যাটবটের নাম- বার্ড (Bard)
- আলোচিত কিছু AI- বার্ড, ল্যামডা, ALBERT
- প্রথম পশ্চিম দেশ/ইউরোপীয় দেশ হিসেবে চ্যাটজিপিটি নিষিদ্ধ করে- ইতালি।
- ১২ জুলাই, ২০২৩ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে- ইলন মাস্কের 'AI' কোম্পানির নাম এক্সএআই (সদর দপ্তর- সানফ্রান্সিসকো, যুক্তরাষ্ট্র)
- মাইক্রোব্রাইট 'Threads' যাত্রা শুরু করে- ৫ জুলাই, ২০২৩। Threads এর মালিকানা প্রতিষ্ঠান- Meta.
- বাংলা ভাষার প্রথম চ্যাটজিপিটি 'আলাপচারী' এর নির্মাতা- ফাহমিদুল হাসান।

Open AI ***

- পরিচিতি- আমেরিকার কৃতিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণামূলক একটি প্রতিষ্ঠান
- প্রতিষ্ঠা- ১০ ডিসেম্বর, ২০১৫।
- প্রতিষ্ঠাতা- স্যাম অল্টম্যান, অ্যালিয়া সুটসক্যাভার, ইলন মাস্ক, আন্দেস কারপ্যাথি, জারেমা, জেন শুল্ম্যান।
- সদর দপ্তর- পাইওনার ভবন, সানফ্রান্সিসকো, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
- Open AI এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)- স্যাম অল্টম্যান।
- ইলন মাস্ক Open AI থেকে সরে যান- ২০১৮ সালে।

কৃতিম বুদ্ধিমত্তার সংবাদ উপস্থাপন

- বিশ্বে প্রথম কৃতিম বুদ্ধিমত্তার সংবাদ উপস্থাপক চালু করে- চীন (সংবাদ মাধ্যম- সিনহুয়া)

বাংলাদেশ	ভারত
	
• কৃতিম বুদ্ধিমত্তার নাম- অপরাজিতা	• কৃতিম বুদ্ধিমত্তার নাম- লিসা
• চালু করে- চ্যানেল-২৪	• চালু করে- ওডিশা টেলিভিশন
• তারিখ- ১৯ জুলাই, ২০২৩	• তারিখ- ৯ জুলাই, ২০২৩
➤ কৃতিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণে বিশ্বে প্রথম আইন পাশ করে- ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)	➤ আরব দেশে প্রথম কৃতিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে- কুয়েত (উপস্থাপকের নাম- ফেদা)

বাংলাদেশে আসছে স্টারলিংক

- পরিচয়— ইলন মাক্সের স্যাটেলাইট কোম্পানির ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান।
- বাংলাদেশের সাথে চুক্তি সই করে— ২৬ জুলাই, ২০২৩।
- স্টারলিংক কার্যক্রম শুরু করে— ২০১৫ সালে।
- প্রস্তুত কারক ও চালনাকারী— স্পেস এক্স।
- স্টারলিংকের বর্তমান CEO- ইলন মাক্স।

শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution)

শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত হয়- ইংল্যান্ড। শিল্পবিপ্লব শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন- ফরাসি সমাজবিদ ও দার্শনিক অগাস্টে ব্যাংকি (১৮৩৭)। শিল্পবিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি ৪টি- বৰ্ত্ত, লোহা, বাস্পীয় শক্তি ও সন্তা শ্রমশক্তি। ৪টি পর্যায়ে শিল্পবিপ্লব-

প্রথম শিল্পবিপ্লব	দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব	তৃতীয় শিল্পবিপ্লব
সময় - ১৭৬০-১৮২০ বা ১৮৪০	সময়- ১৮৭১ থেকে ১৯১৪	সময়- ১৯৬০-১৯৯০ আবিষ্কার- ট্রানজিস্টার ও ইন্টারনেট**
উভয় হয়- পুঁজিবাদের আবিষ্কার হয়- বাস্পীয় ইঞ্জিন *(১৭৪৮), কয়লা খনি ও ইল্পাতের	আবিষ্কার- বিদ্যুৎ আবিষ্কার ** বিস্তার লাভ করে - রেলপথ এবং টেলিফাফ নেটওয়ার্কের	অন্য নাম- কম্পিউটার বিপ্লব

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব**

- ‘চতুর্থ শিল্পবিপ্লব’ শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন- বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী ‘ক্লাউস শোয়ার’ ২০১৫ সালে ‘Foreign Affairs’ আর্টিকেলে এবং ‘The Fourth Industrial Revolution’ গ্রন্থে।
- চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে আয়ত্ত করা ছিল - ২০১৬ সালে সুইজারল্যান্ডের ডেভোস-ক্লোস্টারস এ অনুষ্ঠিত WEF এর বার্ষিক সভার বিষয়বস্তু।
- ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কেন্দ্র উদ্বোধনের ঘোষণা দেয়- ১০ অক্টোবর ২০১৬ যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোতে।
- বিষয়বস্তু- ডিজিটাল প্রযুক্তির উভাবনের ফলে ‘উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন’। অপর নাম- ডিজিটাল বিপ্লব।
- উদাহরণ - স্মার্ট ফোন, রোবটিকস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ন্যানো-টেকনোলজি, কোয়ান্টাম কম্পিউটারিং, বায়োটেকনোলজি, ইন্টারনেট অব থিংস, ডিসেন্ট্রালাইজড কনসেনসাস, ফিফথ-জেনারেশন ওয়ারলেন্স টেকনোলজি, ফাইভ জি।
- ‘ফোর্থ ইভাস্ট্রিয়াল রেভুলিশন এন্ড বিয়ন্ড’ সম্মেলন হয় - ঢাকায় (১০-১১ ডিসেম্বর, ২০২১)

ভারতের রাজসিক সংসদ ভবন

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন	১০ ডিসেম্বর, ২০২০	
উদ্বোধন	২৮ মে, ২০২৩	
অবস্থান	নয়াদিল্লি	
ছবিপ্রতি	বিমোল প্যাটেল.	
মোট আসন	১২৭২টি	

কলাবতী শাড়ি

- কালাগাছের সুতা দিয়ে তৈরি শাড়ির নাম- কলাবতী শাড়ি।
- তৈরি করেন- মৌলভীবাজারের মণিপুরি রাধাবতী দেবী।
- শাড়িটি তৈরি করা হয়েছে- বান্দরবান।
- রাধাবতী দেবী মণিপুরি শাড়ি বানাচ্ছেন- মৌলভীবাজারে ১৯৯২ সাল থেকে।

বাংলাদেশে ও ভারতের মধ্যে রূপালিতে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য

- রূপালিতে বাণিজ্যের প্রস্তাৱ আসে- ডিসেম্বৰ, ২০২২ নয়াদিল্লিতে বাণিজ্য মন্ত্রীর বৈঠকে।
- দুই দেশের গভর্নরৱা বৈঠক করে- ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ভারতের জি-২০ সম্মেলনে।
- ৪টি ব্যাংকের মধ্যমে লেনদেন চালু কৰার সিদ্ধান্ত হয়- মার্চ, ২০২৩ (বাংলাদেশের সোনালী ও ইস্টার্ন ব্যাংক এবং ভারতের স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ও ICICI ব্যাংক)
- রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া নষ্টি হিসাব খোলার অনুমতি দেয়- ইস্টার্ন ব্যাংক (মে মাসে) এবং সোনালী ব্যাংক অনুমতি পায়- জুন মাসে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর টাকার পাশাপাশি রূপি ব্যবহারের জন্য পে-কার্ড নামে একটি ডেভিড কার্ড চালুর ঘোষণা দেয়- ১৯ জুন, ২০২৩।
- ভারত-বাংলাদেশ রূপালিতে বাণিজ্য কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে- ১১ জুলাই, ২০২৩

সাম্প্রতিক তথ্য কণিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-২০২২	✓ যততম সমাবর্তন- ৫৩তম ✓ অনুষ্ঠিত- ১৯ নভেম্বর, ২০২২ ✓ প্রধান বক্তা- ২০১৪ সালে অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী ফরাসি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. জ্যাতিরোল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন- ২০২৩	✓ সময়- ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ ✓ সমাবর্তন বক্তা- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ✓ সম্মানসূচক ‘ডক্টর অব লজ ডিপ্রি’ (মরণোত্তর) লাভ করবেন- বঙ্গবন্ধু ✓ এই সম্মানসূচক ডিপ্রি গ্রহণ করেন- শেখ হাসিনা।
বঙ্গবন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	✓ বঙ্গবন্ধু ঢাবিতে ভর্তি হন - ১৯৪৮ সালে পিতার পরামর্শে আইন বিভাগে এম এ শ্রেণিতে। ✓ বহিকার হন - ১৯৪৯ সালে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ে। ✓ ছাত্রত্ব ফিরে পান - ১৪ আগস্ট, ২০১০ সালে। ✓ বঙ্গবন্ধু আবাসিক ছাত্র ছিলেন - সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের (এম এম হল) ✓ বঙ্গবন্ধু স্থাদীনতার পর ঢাবির সমাবর্তনে উপস্থিত থাকার কথা ছিল - ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০তম সমাবর্তনে। ✓ ৭ মার্চ ভবন ও ৭ মার্চ জাদুঘর অবস্থিত - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে।
ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল	✓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯তম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন- ১৫ অক্টোবর, ২০২৩। ✓ জন্ম- ১৯৬৬ সালে, লক্ষ্মীপুর জেলায়। ✓ অধ্যাপক ছিলেন - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স’ বিভাগের।

বঙ্গবন্ধুর চেয়ার অধ্যাপক	✓ ঢাবির ইতিহাস বিভাগে ছাপিত বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পান - ঢাবির ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফখরুল আলম (২ বছরের জন্য)
ঢাবির গবেষণা মেলা	✓ ঢাবির শতবর্ষ উপলক্ষে ২০২২ সালে গবেষণা মেলা অনুষ্ঠিত হয়।
স্টার্ট আপ স্টুডিও	✓ আইটি খাতের উন্নয়নের জন্য ঢাবি প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে - স্টার্ট আপ স্টুডিও।
পাবলিক হেলথ বিভাগ	✓ ১ নভেম্বর, ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে ৪৮তম বিভাগ হিসেবে 'পাবলিক হেলথ' বিভাগের যাত্রা শুরু করে।
ড. আবুল বারকাত	✓ ঢাবির 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনসিটিউট' ফর পিস এন্ড লিবার্টি' এর ৩ বছরের জন্য নতুন পরিচালক

সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত ব্যক্তি

মারফত হাসান	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফত হাসান দেশের প্রথম পিতৃত্বকালীন ১৫ দিনের ছুটি ভোগ করা ব্যক্তি।
সায়মা ওয়াজেদ পুতুল	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সাউথ এশিয়া রিজোনের আঞ্চলিক পরিচালক হন।
ভ্যালি চাকমা	বাংলাদেশের সুন্দর নৃ-গোষ্ঠীর প্রথম নারী ব্যারিস্টার রাঙামাটির ভ্যালি চাকমা।
মোছা আছিয়া খাতুন	দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রথম নারী কমিশনার মোছা আছিয়া খাতুন।
ফাহমিদা ইসলাম	দেশের প্রথম নারী হিসাব মহানিয়ন্ত্রক (CGA) ফাহমিদা ইসলাম।
শাহেদা মুস্তাফিজ	বাংলাদেশের প্রথম নারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার শাহেদা মুস্তাফিজ।
ফাতিমা ইয়াসমিন	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এ প্রথম বাংলাদেশ ভাইস প্রেসিডেন্ট হন ফাতিমা ইয়াসমিন।
ড. রুম্মান চৌধুরী	টাইম ম্যাগাজিনের AI-100 এর তালিকায় স্থান পেয়েছেন ড. রুম্মান চৌধুরী।

সাম্প্রতিক তথ্য দর্পণ

গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ভবন	১৩ নভেম্বর, ২০২৩ দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র গণহত্যা জাদুঘর-১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর এর ৬ তলা বিশিষ্ট আধুনিক ভবন খুলনার ২৬ সাউথ সেন্ট্রাল রোডে উদ্বোধন করেন - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
৪৭ খণ্ড বাংলাদেশ কোড	২৩ অক্টোবর, ২০২৩ বাংলাদেশের প্রচলিত সব আইন একত্র করে মোট ৪৭ খণ্ড 'দ্য বাংলাদেশ কোড'-এর মোড়ক উন্মোচন করেন - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
দেশের প্রথম সরকারি ভ্যাকসিন প্লাট	৩১ অক্টোবর, ২০২৩ 'একনেক' গোপালগঞ্জে দেশের প্রথম সরকারি ভ্যাকসিন প্লান্ট অনুমোদন দেয়।
ন্যাশনাল রোমিং যুগে বাংলাদেশ	১ নভেম্বর, ২০২৩ টেলিটেক ও বাংলালিংক দেশের প্রথমবারের মতো 'জাতীয় রোমিং ফিল্ড ট্রায়াল' চালু করে। বিশ্বের ২২টি দেশে রোমিং ট্রায়াল চালু রয়েছে।
মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ	১০ নভেম্বর, ২০২৩ ঢাকার বিজয় সরণীতে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য 'মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ' স্থাপন করা হয়।
বীরশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য	সাত বীরশ্রেষ্ঠের স্মরণে 'আমরা তোমাদের ভুলব না' ভাস্কর্যটি নির্মিত হয় ঢাকা সেনানিবাসে।
পোশাক শিল্পে নতুন মজুরি	পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির গেজেট প্রকাশ - ১১ নভেম্বর, ২০২৩। বর্তমানে মাসিক ন্যূনতম মোট মজুরি ১২,৫০০ টাকা। কার্যকর হয় - ১ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে।
Artificial Intelligence	২০২৩ সালের সেরা শব্দ - Artificial Intelligence (AI)
বৃহত্তম সার কারখানা	বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা - ঘোড়াশাল পলাশ ফার্টলাইজার পিএলসি। চালু হয় - ১২ নভেম্বর, ২০২৩। এটি দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম সার কারখানা। উৎপাদন ক্ষমতা - দৈনিক ২,৮০০ মেট্রিক টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার।

বাংলাদেশ ইন্দো প্যাসিফিক রূপরেখা (IPO)

- IPO এর পূর্ণরূপ- Indo-Pacific Outlook.
- বাংলাদেশ ইন্দো প্যাসিফিক রূপরেখা গ্রহণ করে - ২৪ এপ্রিল, ২০২৩
- IPO বলতে- ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল নিয়ে নিজেদের পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা।
- ইন্দো প্যাসিফিক রূপরেখার অভীষ্ট লক্ষ্য- ১৫টি। মৌলিক নীতিমালা- ৪টি।
- চীনকে মোকাবেলা করার জন্য প্রথম ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি ঘোষণা করে- যুক্তরাষ্ট্র।
- কানাডার কোশলপত্রে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশ রয়েছে- ৪০টি বলে উল্লেখ করে।

বৈদেশিক সম্পর্ক

- বাংলাদেশের মিশন রয়েছে- ৬০টি দেশে ৮১টি।
- বাংলাদেশের ছায়ী মিশন- ২টি (নিউইয়র্ক ও জেনেভায়)
- সার্কুলু যে দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস নেই- আফগানিস্তান।
- সম্প্রতি বাংলাদেশের সাথে কূটনৈকি সম্পর্ক স্থাপন করেছে- সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস (৩১ আগস্ট, ২০২০) এবং ডোমিনিকো (২৪ নভেম্বর, ২০২০)
- ৪৫ বছর পর (১৯৭৮) আবার ঢাকায় দূতাবাস চালু করে- আর্জেন্টিনা (২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)

সাবমেরিন ঘাঁটি *****

- বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটির উদ্ঘোষণ করেন - ২০মার্চ, ২০২৩
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
- ঘাঁটির নাম- বিএনএস শেখ হাসিনা। অবস্থিত- পেকুয়া, কর্বুবাজার।
- বাংলাদেশের ২টি সাবমেরিন বানৌজা নবব্যাত্রা ও জয়ব্যাত্রা ক্রয় করে- ১২ মার্চ, ২০১৭ সালে (চীন থেকে)।
- সাবমেরিন যুগে বাংলাদেশ প্রবেশ করে- ৪১তম দেশ হিসেবে।
- বাংলাদেশের সাবমেরিনগুলো যে শ্রেণির- মিং ক্লাস।
- ১২ জুলাই, ২০২৩ কমিশনিং করা 'বানৌজা শের-ই-বাংলা ঘাঁটি' অবস্থিত- কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

(ADO) টাইটানের (Titan) সলিল সমাধি

- আটলান্টিক মহাসাগরে ১৯১২ সালে ডুবে যাওয়া টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়ে সলিল সমাধি ঘটে- টাইটান নামক ডুবোয়ানের। টাইটান ডুবে যায়- ১৮ জুন, ২০২৩।
- মোট আরোহী ছিল- ৫ জন। টাইটানের মালিকানা ছিল- ওশানগেট।
- যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাবমেরিন সরবরাহকারী কোম্পানি- OceanGate.
- সম্প্রতি ওশানগেট কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে- ৬ জুলাই, ২০২৩।

হামাস ও ইসরায়েল সংঘাত

- হামাস ইসরায়েলে রকেট হামলা চালায় - ৭ অক্টোবর, ২০২৩।
- হামাস নিয়ন্ত্রিত ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েল সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে - ৮ অক্টোবর, ২০২৩।
- ইসরায়েলে হামাসের অভিযানের নাম - অপারেশন আল আকসা ফ্লাইট (হামাসের সামরিক শাখা 'আল কাসসাম বিহৃতে' এই অপারেশনের নাম দেয় - অপারেশন আল আকসা স্ট্রিম)
- গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের অভিযানের নাম - অপারেশন আয়রন সোর্টস (লৌহ তরবারি অভিযান)
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েল সফর করেন - ১৮ অক্টোবর, ২০২৩।
- ইসরায়েলের নৃশংস হামলায় ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর প্রতিবাদে বাংলাদেশ শোক দিবস পালন করে - ২১ অক্টোবর, ২০২৩
- গাজায় ইসরায়েলি সহিংসতা বক্ষে মিশর শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করে - ২১ অক্টোবর, ২০২৩।
- গাজা শহরের বৃহত্তম হাসপাতাল 'আল শিফা হাসপাতালে' ইসরায়েলি এয়ার ফোর্স (IAF) হামলা করে - ৩ নভেম্বর, ২০২৩
- গাজায় ৬ দিনের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয় - ২৪ নভেম্বর, ২০২৩ (মধ্যস্থতা করেন - কাতার, মিশর ও যুক্তরাষ্ট্র)
- গাজা অঞ্চলে ৬ শরণার্থী শিবির - খান ইউনুস, রাফা, মাঘাজি, আল শাতি, জাবালিয়া ও বুরেজ।
- গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে গণহত্যা আখ্যা দিয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ICJ) তে মামলা করে- দক্ষিণ আফ্রিকা ***
- ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর ইসরায়েলের ঘোষিত শুণ্ড হত্যা মিশনের প্রথম শিকার হলেন - সালেহ আল আরোরি (তাঁকে লেবাননে হত্যা করা হয়)
- ইসরায়েলে হামাসের অভিযানের পিছনে ছিল ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী দলটির বিশেষ শাখা - নুখবা ফোর্স (আরবী শব্দ আল নুখবা অর্থ - অভিজাত)
- হামাসের নিজস্বভাবে তৈরি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম - মিতবার-১।
- ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর নাম - IDF (Israel Defense Forces, প্রতিষ্ঠা- ১৯৪৮ সালে)

- মিশর ও গাজা ভূখণ্ডের মধ্যে একমাত্র সীমান্ত পারাপার পয়েন্ট - রাফাহ ক্রসিং।
- সম্প্রতি ইয়েমেনের 'হোদেইদাহ বন্দর' থেকে আকাবা উপসাগরের তীরে অবস্থিত ইসরায়েলের 'ইলাত বন্দরে' ছুন হামলা করে - ইয়েমেনের হত্য বিদ্রোহী গোষ্ঠী।
- যুক্তরাষ্ট্র লোহিত সাগরে হত্যদের হামলা থেকে জাহাজগুলোকে রক্ষা করতে নতুন টাক্সফোর্স গঠনের ঘোষণা দেয় - ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩
- ইয়েমেনের হত্য নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যম 'আল মাশিরাহ' এর সদর দপ্তর অবস্থিত - বৈরুত, লেবানন।

হামাস	ফাতাহ
■ অর্থ- উদ্দীপনা	■ অর্থ- বিজয়
■ প্রতিষ্ঠা- ১৯৮৭ সালে	■ প্রতিষ্ঠা- ১৯৫৯ সালে
■ প্রতিষ্ঠাতা- শেখ আহমেদ ইয়াছিন ও আবদেল আজিজ	■ সদর দপ্তর- রামাল্লা, পশ্চিম তীর
■ সদর দপ্তর- গাজা, ফিলিস্তিন	■ অধিকৃত অঞ্চল- পশ্চিম তীর
■ অধিকৃত অঞ্চল- গাজা	■ বর্তমান প্রধান- মাহমুদ আবাস
■ বর্তমান প্রধান- ইসমাইল হানিয়া	

ইরান ও পাকিস্তান সংঘাত

- ইরাক ও সিরিয়ার আইএস ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে ইরান হামলা চালায় - ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪।
- ইরান পাকিস্তানে হামলা চালায় - ১৭ জানুয়ারি, ২০২৪।
- পাকিস্তান ইরানে পাল্টা হামলা চালায় - ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪।
- ইরান-পাকিস্তান পরস্পরের বিরুদ্ধে হামলা চালায় - জইশ আল-আদল নামে একটি সুন্নি সশস্ত্র গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে।
- দুই দেশের মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব দিয়েছে - বেইজিং, চীন।
- জইশ আল-আদল ইরানে পরিচিত - জইশ আল-ধূলম বান্যায়বিচারের বাহিনী নামে। এই বাহিনী সক্রিয় - ইরান ও পাকিস্তানে।
- জইশ আল-আদল এর চূড়ান্ত লক্ষ্য - ইরানের সিস্তান-বেলুচিস্তান প্রদেশের স্বাধীনতা।
- ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ ছান - বেলুচিস্তান প্রদেশ।
- বালুচ জনগোষ্ঠী বসবাস করে - পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরানে।

খালিস্তান আন্দোলনের নেতা হরদীপ সিং নিজ়েরের হত্যাকাণ্ড

- হরদীপ সিংকে হত্যা করা হয় - ১৮ জুন, ২০২৩ সালে কানাডার ট্রিটিশ কলম্বিয়ার প্রদেশের সুরি শহরের গুরু দুয়ারার সামনে
- জন্ম - পাঞ্জাব, ভারত। জাতীয়তা - কানাডীয়।
- খালিস্তানকে স্বাধীন করতে হরদীপ সিং এর সংগঠন - KTF (কানাডার খালিস্তান টাইগারস ফোর্স)
- কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো হরদীপ সিং নিজের হত্যা কাণ্ডে ভারতের গোয়েন্দা সংগ্রহ 'RAW' এর সম্পৃক্ষতা রয়েছে বলে অভিযোগ করেন - ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।
- জাস্টিন ট্রুডো এ ঘটনা জানতে পারে - 'ফাইভ আইস' গোয়েন্দা তথ্যের মাধ্যমে।
- 'ফাইভ আইস' জোটের সদস্য - ৫টি (যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড)
- ভারতের মোস্ট ওয়াটেড জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন - হরদীপ সিং নিজের।
- শিখ ধর্মের প্রার্থনা কেন্দ্রের নাম - গুরু দুয়ারা।
- শিখ ধর্মের প্রবর্তক - গুরু নানক।

ফোর্বস সাময়িকী-২০২৩

- যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত একটি ম্যাগাজিন প্রকাশনা সংস্থা - ফোর্বস
- ফোর্বস এর সদর দপ্তর - নিউইয়র্ক সিটি, যুক্তরাষ্ট্র।
- ফোর্বস প্রকাশিত হয় - ১৯১৭ সাল থেকে।

উরসুলা ভন ডার লিয়েন	শেখ হাসিনা
শীর্ষ ক্ষমতাধর নারী। বর্তমানে ইউরোপীয় কমিশনের (EC) প্রেসিডেন্ট	বর্তমানে ৪৬তম ক্ষমতাধর নারী। ২০২২ সালে ৪২তম ক্ষমতাধর নারী ছিলেন।

- 'রাজনীতি ও নীতি' প্রেসিডেন্টে ১৮ ক্ষমতাধর নারীর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান - নবম।
- বর্তমানে বিশেষ সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা নারী প্রধানমন্ত্রী - শেখ হাসিনা।
- দ্বিতীয় ক্ষমতাধর নারী ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট - ক্রিস্টিন লাগার্দ।
- তৃতীয় ক্ষমতাধর নারী যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট - কমলা হ্যারিস।

টাইম সাময়িকী-২০২৩

টাইম ম্যাগাজিনের 'পারসন অব দ্য ইয়ার' হলেন	টেইলর সুইফট (মার্কিন সংগীত শিল্পী)
অ্যাথলেট অব দ্য ইয়ার হলেন	লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনার)

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩ ****

প্রতি বছর প্রকাশিত হয়	অর্থ মন্ত্রণালয়ের 'অর্থ বিভাগ' থেকে
মোট জনসংখ্যা	১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ৩ হাজার
জনসংখ্যা বৃক্ষির হার (%)	১.৩%
পুরুষ-নারীর অনুপাত	৯৮.১ : ১০০
জনসংখ্যার ঘনত্ব	১১৫৩ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.)
ভূল জন্মহার (প্রতি হাজারে)	১৮.৮ জন
ভূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	৫.৭ জন
প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার	২২ জন
প্রজনন হার	২.০৫%
জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার	৬৫.৬%
প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল	৭২.৩ বছর (পুরুষ- ৭০.৬, নারী- ৭৪.১)
সুপেয় পানি পান	৯৮.২ শতাংশ
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী	৮৫.৮ শতাংশ
সাক্ষরতার হার (৭ বছরের বেশি)	৭৬.৪ শতাংশ (পুরুষ-৭৮.৬% ও মহিলা- ৭৪.২%)
মোট শ্রমশক্তি (১৫বছর +)	৭.৩৮% (পুরুষ- ৮.৭৫%, মহিলা- ২.৫৯%)
শ্রম শক্তিতে নিয়োজিত	কৃষি ৪৫.৩৩%, শিল্প ১৭.০২% ও সেবাখাত ৩৭.৬৫ শতাংশ
দারিদ্র্যের হার	১৮.৭ শতাংশ
চরম দারিদ্র্যের হার	৫.৬ শতাংশ
চলতি মূল্যে জিডিপির আকার	৪৪,৩৯,২৭৩ কোটি টাকা

চলতি মূল্যে মাথাপিছু আয় (GNI)	২৭৬৫ মার্কিন ডলার
চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি	২৬৫৭ মার্কিন ডলার
ছির মূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হার	৬.০৩%
মুদ্রাস্ফীতি	৯.২৪%
ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত	১৪.১২৪
আবিস্কৃত গ্যাস ক্ষেত্র	২৯টি
বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রঙ্গানি করে	যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক (RMG)
বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে	চীন থেকে
মোট তফসিলভুক্ত ব্যাংক	৬১টি (রাষ্ট্রযান্ত্রিক ব্যাংক- ৬টি, বিশেষায়িত- ৩টি, বেসরকারি- ৪৩টি ও বৈদেশিক- ৯টি)

বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪

বাজেট	৫২তম (অন্তর্বর্তীকালীনসহ ৫৩তম)
বাজেট ঘোষণা	১ জুন, ২০২৩
সংসদে বাজেট পাশ	২৬ জুন, ২০২৩
বাজেট কার্যকর হয়	১ জুলাই, ২০২৩
বাজেট উত্থাপন করেন	অর্থমন্ত্রী আহ ম মুস্তফা কামাল (৫ম বাজেট)
মোট বাজেটের আকার	৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা
সামগ্রিক আয় (রাজস্ব ও অনুদানসহ)	৫ লক্ষ কোটি টাকা
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮৮৫ কোটি টাকা
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)	২ লক্ষ ৬৩ হাজার কোটি টাকা
ভর্তুক ও প্রনোদনা	৮২ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা
বাজেটের স্লাগান	উন্নয়নের অভিযানের দেড় দশক পেরিয়ে আর্ট বাংলাদেশের অভ্যান্ত্রণ
GDP'র প্রবৃদ্ধির হারের	৭.৫ শতাংশ
লক্ষ্যমাত্রা	
মুদ্রাস্ফীতির হারের লক্ষ্যমাত্রা	৬.০ শতাংশ

বাজেটে বরাদ্দকৃত খাত

সর্বোচ্চ বরাদ্দকৃত খাত	জনপ্রশাসন (১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৮০ কোটি টাকা)
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ	শিক্ষা ও প্রযুক্তি (১ লক্ষ ৪ হাজার ১৩৭ কোটি টাকা)
বরাদ্দকৃত খাত	
তৃতীয় বরাদ্দকৃত খাত	পরিবহন ও যোগাযোগ (৮৭ হাজার ৬২৯ কোটি টাকা)

করমুক আয়সীমা

সাধারণ ব্যক্তির করমুক আয়সীমা	৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
মহিলা ও ৬৫ বছরের উর্ধ্ব ব্যক্তি	৪ লক্ষ টাকা
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তৃতীয় লিঙ্গ	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
যুদ্ধাত্মক মুক্তিযোদ্ধা (গেজেটভুক্ত)	৫ লক্ষ টাকা

বাজেট নিয়ে বিশেষ তথ্য

- বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশকেই বলা হয় - বাজেট।
- বাজেট শব্দটির উৎপত্তি ফরাসি শব্দ-Boudgette থেকে, যার অর্থ- ব্যাগ বা থলে।
- এ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট ছিল -১টি (১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে)।
- ১৯৭২ সালের ৩০ জুন প্রথম বাজেট উত্থাপনকারী- তাজউদ্দিন আহমদ

- বাংলাদেশে সর্বাধিকবার (১২ বার) বাজেট পেশ করেন- এম সাইফুর রহমান ও আবুল মাল আবদুল মুহিত।
- প্রথম বাজেটের আকার ছিল- ৭৮৬ কোটি টাকা।
- প্রথম জেলা বাজেট পায় - টাঙ্গাইল।
- সংবিধানে বাজেটকে বলা হয়- Annual Financial Statement.
- বাংলাদেশের বাজেটের ধরন- ঘাটতি বাজেট (Deficit Finance)
- বাজেটের আকারে শীর্ষ দেশ - যুক্তরাষ্ট্র (২য় দেশ - চীন)।
- বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ আয় করে যে খাত থেকে - মূল্য সংযোজন কর (মূসক/VAT)

কর দিবস- ৩০ অক্টোবর	আয়কর দিবস- ৩০ নভেম্বর
e-TINচালু- ২০১৩	e-Payment চালু- ২০১২
ভ্যাট/ মূসক দিবস- ১০ ডিসেম্বর	আয়কর মেলা শুরু হয়- ২০১০

জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২

যত তম	ষষ্ঠ
গণনার সময়	১৫ থেকে ২১ জুন, ২০২২
প্রোগান	জনশুমারি আয়োজন, সমন্বয় ও উন্নয়ন
প্রতিপাদ্য	জনশুমারিতে তথ্য দিন, পরিকল্পিত উন্নয়নে অংশ নিন
পরিচালনা করে	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো (বিবিএস)
কারিগরি সহায়তা দিয়েছে	মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা (NASA)
জনশুমারিতে ব্যবহার করা হয়	GIS MAP (Geographical Information System MAP)
বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা	১৬ কোটি ৯৮ লাখ (চূড়ান্ত প্রতিবেদন- ৯ এপ্রিল, ২০২৩)
পুরুষ	৮ কোটি ৪০ লাখ ৭৭ হাজার ২০৩ জন (৫০.৫০%)
নারী	৮ কোটি ৫৬ লাখ ৫৩ হাজার ১২০ জন (৫০.৫০%)
পুরুষ ও নারীর অনুপাত	৯৮:১০০
মোট ক্ষুদ্র-ন্যূন-গোষ্ঠী	১৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫৯ জন
প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করে	১১১৯ জন (প্রতি বর্গ মাইলে- ২৫২৮ জন)
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.২২%
সাক্ষরতার হার	৭৪.৬৬%
খানা প্রতি গড় সদস্যসংখ্যা	৮.০ জন
তথ্য সংগ্রহ করা হয়	৩৫ ধরনের
পরিবর্তী/ ৭ম জনশুমারি হবে	২০৩১ সালে
এ পর্যন্ত জনশুমারি হয়	৬ বার (প্রথম- ১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ ও ২০২২)

- ৩৫ ধরনের তথ্যের মধ্যে এসডিজির সূচক-৯টি।
- জাতিসংঘের গাইডলাইন অনুযায়ী জনশুমারিতে গণনা অনুসরণ করা হয়- ৩টি পদ্ধতি।

- তৃতী পদ্ধতি হলো-১. De Facto Method ২. De Jure Method ৩. Modified De Facto Method
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ পরিচালনা করে-Modified De Facto Method এ।
- একটি দেশ বা সীমানাবেষ্টিত অঞ্চলের সকল ব্যক্তির অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং প্রকাশের সার্বিক প্রক্রিয়াই-জনশুমারি (জাতিসংঘের সংজ্ঞা)
- পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ অনুযায়ী “আদমশুমারি ও গৃহগণনাকে” নামকরণ করা হয়- জনশুমারি ও গৃহগণনা।
- মোট জনসংখ্যার গ্রামে বাস করে- ৬৮.৩৪% এবং শহরে- ৩১.৬৬%।

ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ (চূড়ান্ত প্রতিবেদন)

সমন্বয়কৃত মোট জনসংখ্যা	১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৯১১ জন
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)	১,১১৯ জন
জনসংখ্যার শহর ও প্রদ্বৰ্তী বসবাসের অনুপাত	৩১.৬৬ : ৬৮.৩৪
সবচেয়ে বেশি সংখ্যক জনসংখ্যা	১৫-১৯ বছর বয়সী
সাক্ষরতার হার (৭ বছর বা তদুর্ধি)	৭৪.৮০% (পুরুষ- ৭৬.৭১% এবং নারী ৭২.৯৪%)
ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যায় শীর্ষ	মুসলিম (৯১.০৫%), দ্বিতীয় শীর্ষ - হিন্দু।
পরিবারে (খানা) গড় সদস্য	৩.৯৮ জন
মোট জনসংখ্যার হিজড়া	০.০০৫% (৮,১২৪ জন); প্রতিবৰ্ষী - ১.৩৭%
প্রথমবারের মতো গণনায় যুক্ত করা হয়	প্রবাসীদের
পরিবারে (খানা) গড় সদস্য	৩.৯৮ জন
সর্বাধিক প্রবাসী আয় গ্রহণকারী থানার অবস্থান	চট্টগ্রামে

জনসংখ্যার বিভাগ ও জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান: শীর্ষ ও নিম্ন

পরিসংখ্যান	শীর্ষ বিভাগ	সর্বনিম্ন বিভাগ
জনসংখ্যায়	ঢাকা	বরিশাল
জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার	ঢাকা	বরিশাল
জনসংখ্যার ঘনত্ব	ঢাকা	বরিশাল
সাক্ষরতার হার (৭+ বছর)	ঢাকা	ময়মনসিংহ

পরিসংখ্যান	শীর্ষ জেলা	সর্বনিম্ন জেলা
জনসংখ্যায়	ঢাকা	বান্দরবান
জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার	গাজীপুর	ঝালকাটি
জনসংখ্যার ঘনত্ব	ঢাকা	রাঙামাটি
সাক্ষরতার হার (৭+ বছর)	পিরোজপুর	জামালপুর

পরিসংখ্যান	শীর্ষ উপজেলা	সর্বনিম্ন উপজেলা
জনসংখ্যায়	সাভার (ঢাকা)	জুরাছড়ি (রাঙামাটি)
সাক্ষরতায়	নেছারাবাদ (পিরোজপুর)	কুমা (বান্দরবান)

- ক্ষুদ্র ন্যূন-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা - ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৮৭৮ জন।
- বর্তমানে দেশের ইউনিয়ন সংখ্যা - ৪,৫৯৬টি।

খানা আয় ও ব্যয় জরিপ - ২০২৩ (চূড়ান্ত প্রতিবেদন)

- > জনপ্রতি দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ - ২৩৯.৩ কিলোক্যালোরি।
- > দারিদ্র্যতার হার - ১৮.৭%
- > অতি দারিদ্র্যতার হার - ৫.৬%
- > একজন মানুষের মাসিক গড় আয় - ৭,৬১৪ টাকা।
- > সাক্ষরতার হার (৭ বছর এবং তদুর্ধি) - ৭৮% (পুরুষ - ৭৫.৮% এবং নারী - ৭২.৩%)
- > বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগী খানার হার - ৯৯.৩৪%।
- > উন্নত ট্যালেট সুবিধার আওতাধীন - ৯২.২১%
- > সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সুবিধা ভোগী - ৫০%
- > নিরাপদ খাবার পানির প্রাপ্ত্যাঃ - ৯৬.১%।
- > উচ্চ দারিদ্র্যের হারে শীর্ষ বিভাগ - বরিশাল।
- > উচ্চ দারিদ্র্যের হার কম যে বিভাগে - খুলনা।

GDP'র সাময়িক হিসাব ২০২২-২৩

মোট জনসংখ্যা	১৭ কোটি ৭ লক্ষ ৯০ হাজার
GDP'র পরিমাণ	৪৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৭৩ কোটি টাকা
মাথাপিছু জাতীয় আয় (GNI)	২৭৬৫ মার্কিন ডলার
মাথাপিছু GDP	২৬৫৭ মার্কিন ডলার
GDP'র প্রবৃদ্ধির হার	৬.০৩%
মুদ্রাক্ষেত্র (Inflation)	৯.২৮%

২০২১-২২ ভিত্তি বছর অনুযায়ী GDPতে খাত রয়েছে - ১৯টি।

GDPতে খাত সমূহের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার

খাত সমূহ	অবদানের হার		প্রবৃদ্ধির হার	
	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২১-২২	২০২২-২৩
১. কৃষি	১১.৬১%	১১.২০%**	৩.০৫%	২.৬১%
২. শিল্প	৩৬.৯২%	৩৭.৫৬%**	৯.৮৬%	৮.১৮%**
৩. সেবা	৫১.৪৮%	৫১.২৪%**	৬.২৬%	৫.৮৪%

- > GDPতে অবদান সবচেয়ে বেশি যে খাতের - সেবা খাত (Service)।
- > GDPতে প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি যে খাতের - শিল্প খাত এ।
- > GDP'র যে খাতে ক্রমচাসমান প্রবৃদ্ধির হার কমছে - কৃষি।

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২১-২২

প্রকাশক - ইউএনডিপি (UNDP)। প্রকাশ - ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২।
সূচকে শীর্ষদেশ***
সূচকে সর্বনিম্ন দেশ
মাথাপিছু আয়ে শীর্ষ দেশ (ক্রয় ক্ষমতায়)
মাথাপিছু আয়ে সর্বনিম্ন দেশ
গড় আয়তে শীর্ষ দেশ
গড় আয়তে সর্বনিম্ন দেশ
সার্কুলু দেশে প্রতিবেদনে শীর্ষ দেশ
সার্কুলু দেশে মাথাপিছু আয় ও গড়
আয়তে শীর্ষ দেশ
সার্কুলু দেশে মাথাপিছু ও গড় আয়তে
সর্বনিম্ন দেশ

সূচকে বাংলাদেশ	
বাংলাদেশের অবস্থান***	১২৯তম
বাংলাদেশের গড় আয়	৭২.৪ বছর
বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়	৫,৮৭২ মার্কিন ডলার

বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট - ২০২৩

প্রকাশ করে	জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)
বিশ্বে মোট জনসংখ্যা	৮০৪ কোটি ৫০ লাখ
বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১%
বিশ্বে জনসংখ্যায় শীর্ষ দেশ	ভারত (প্রথম), দ্বিতীয়- চীন
বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা	১৭ কোটি ৩০ লাখ
জনসংখ্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান	অষ্টম
জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি	সিরিয়ায়
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম	লেবাননে
জনসংখ্যার ঘনত্বে শীর্ষ দেশ	মোনাকো (প্রতিবর্গ কি.মি. তে- ২৪,৪৭৬)
সর্বাধিক নারী প্রতি প্রজননের হার	নাইজের

- > জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ - ভারত (১৪২ কোটি ৮৬ লাখ)।
- > চীনের জনসংখ্যা - ১৪২ কোটি ৫৭ লাখ।
- > সার্কুলু দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বাধিক - আফগানিস্তান, সর্বনিম্ন - মালদ্বীপ।

তেল-গ্যাস প্রতিবেদন - ২০২৩

তেল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ**	যুক্তরাষ্ট্র
তেল রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ	সৌদি আরব
তেল আমদানীতে শীর্ষ দেশ	চীন
উৎপন্নযোগ্য তেল মজুদে শীর্ষ দেশ	ভেনেজুয়েলা
গ্যাস উৎপাদন, রপ্তানি ও রিজার্ভে শীর্ষ দেশ	রাশিয়া
গ্যাস আমদানীতে শীর্ষ দেশ	জার্মানি
তেল রপ্তানীর অর্থকে বলে	পেট্রো ডলার

অন্ত্র আমদানি-রপ্তানি প্রতিবেদন - ২০২৪

অন্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানিতে শীর্ষদেশ**	যুক্তরাষ্ট্র
অন্ত্র আমদানিতে শীর্ষদেশ	ভারত
অন্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান	২৪তম
বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি অন্ত্র আমদানি করে	চীন থেকে
সামরিক ব্যয়ে বিশ্বের শীর্ষদেশ	যুক্তরাষ্ট্র
সামরিক ব্যয়ে বাংলাদেশের অবস্থান	৫০তম
সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশ***	৩৭তম
সামরিক ব্যয়ে সর্বনিম্ন দেশ	আইসল্যান্ড

বিশ্ব বাণিজ্য পরিসংখ্যান পর্যালোচনা - ২০২৩ [তথ্যসূত্র: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা]

বিশ্বে রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ	চীন
বিশ্বে আমদানিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ	চীন
একক দেশ হিসেবে তৈরি পোশাক আমদানিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
একক দেশ হিসেবে তৈরি পোশাক রপ্তানীতে বাংলাদেশ	২য়
একক দেশ হিসেবে অন্ত্র রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ	চীন
একক দেশ হিসেবে অন্ত্র আমদানিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র

বৃক্ষ আমদানিতে বাংলাদেশ	তৃতীয়
বিশ্বে আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান	৪৬তম
বিনিয়োগ প্রাণ্তিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ	চীন
বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগে (FDI) শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র

- লিঙ্গ সমতা সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান- প্রথম।
- বিদেশি বিনিয়োগ আর্কষণে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান- দ্বিতীয়।

রেমিটেল প্রাণ্তিতে শীর্ষ দেশ / [তথ্যসূত্র: বিশ্ববাংক- ডিসেম্বর, ২০২৩]

- রেমিটেল প্রাণ্তিতে শীর্ষ দেশ - ভারত (১২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)
- রেমিটেল প্রাণ্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান - সপ্তম (২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি লোক পাঠায় ও রেমিটেল পায়- সৌন্দর্য আরব থেকে
- ১ জানুয়ারি, ২০২২ সালে প্রবাসী আয়ে প্রগোদনা ২% থেকে বেড়ে হয়- ৫% (সরকার ২.৫% এবং ব্যাংক ২.৫%)

তৈরি পোশাক (RMG) রঞ্জনি

ক্রম	রাষ্ট্র	রাষ্ট্রান্তরী দেশ
প্রথম	চীন	
দ্বিতীয়	বাংলাদেশ	
তৃতীয়	ভিয়েতনাম	

তৈরি পোশাক রঞ্জনিতে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী- ভিয়েতনাম

ইইউর বাজারে তৈরি পোশাক রঞ্জনির পরিমাণে শীর্ষ দেশ- বাংলাদেশ (১৩৩ কোটি কেজি) চীন (১৩১ কোটি কেজি) [তথ্যসূত্র- ইউরোস্ট্যাট, প্রথম আলো (৭ আগস্ট, ২০২৩)]

রিপোর্ট ও সমীক্ষা- ২০২৩

রিপোর্টের নাম	শীর্ষ দেশ	সর্বনিম্ন দেশ	বাংলাদেশ
শান্তিরক্ষী প্রেরণে	বাংলাদেশ	-	প্রথম
প্রবাসী আয় সূচক-২০২৩	ভারত	-	৭ম***
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক ২০২৩	সিঙ্গাপুর	উত্তর কোরিয়া	১২৩তম
ছিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ সূচক ২০২৩	চীন (২৭%), যুক্তরাষ্ট্র (১১%)	-	-
টেকসই উন্নয়ন (SDG) রিপোর্ট ২০২৩	ফিনল্যান্ড	দক্ষিণ সুন্দান	১০১তম
ধনী দেশ সূচক ২০২২**	লুক্ঝেমবোর্গ	বুরুন্ডি	১৪৩তম
বিশ্বের বাসযোগ্য শহর সূচক ২০২৩	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া	দামেক, সিরিয়া	১৬৬তম
মানব উন্নয়ন সূচক ২০২২	সুইজারল্যান্ড	দক্ষিণ সুন্দান	১২৯তম*
বৈশ্বিক উভাবনী সূচক ২০২৩	সুইজারল্যান্ড	অ্যাসেলা	১০৫তম
Global Fire Power- 2023	যুক্তরাষ্ট্র	ভুটান	৩৭তম
বৈশ্বিক শক্তি সূচক ২০২৩	আইসল্যান্ড	আফগানিস্তান	৮৮তম **
E-Government Development – ২০২২	ডেনমার্ক **	দক্ষিণ সুন্দান	১১১তম ***
বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচক ২০২৩	নরওয়ে *	উত্তর কোরিয়া	১৬৩তম **

আইনের শাসন সূচক ২০২৩	ডেনমার্ক ***	কঙ্গো	১২৪তম **
বিশ্ব সুখ সূচক ২০২৩***	ফিনল্যান্ড	আফগানিস্তান	১১৮তম
গণজন্ম সূচক ২০২২	নরওয়ে	আফগানিস্তান	৭৩তম
জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সূচক- ২০২২	ফিস	দক্ষিণ সুন্দান	৩২তম*
হেনলি পাসপোর্ট সূচক- ২০২৩	৬টি দেশ	আফগানিস্তান	৯৭তম
বৈশ্বিক স্ক্রাম সূচক- ২০২৩	ভুটান	ভুটান	৪৩তম
সামরিক সূচক ২০২৩***	১ম-যুক্তরাষ্ট্র, ২য়-চীন,	ভুটান	৩৭তম**
দূর্বীলি ধারণা সূচক- ২০২২	সোমালিয়া	ডেনমার্ক	১২তম
বায়ু দূষণ সমীক্ষা-২০২৩	শাদ/চাঁদ	-	৫ম
ডিজিটাল জীবনমান সূচক - ২০২৩	ফ্রান্স	ইয়েমেন	৮২তম
বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক- ২০২৩	-	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	৮১তম
বৈশ্বিক লিঙ্গ বৈষম্য সূচক***	আইসল্যান্ড	আফগানিস্তান	৫৯তম
EIU-এর ব্যববহুল সূচক- ২০২৩	জুরিখ সিঙ্গাপুর	দামেক, সিরিয়া	

- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান- তৃতীয়।
- বায়ু দূষণে রাজধানী ঢাকার অবস্থান - পঞ্চম।
- শীর্ষ পারমাণবিক উৎপাদনকারী দেশ - যুক্তরাষ্ট্র।
- ২০২২ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি শ্রমিক গমন করে- সৌন্দর্য আরব (৫৩.৯২%)

আন্তর্জাতিক সংঘার সম্মেলন ***

নাম	তারিখ	সময়কাল	ছান
ব্রিক্স (BRICS)	১৫তম	২২-২৪ আগস্ট, ২০২৩*	জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা
	১৬তম	২০২৪**	রাশিয়া
জি-৭ (G-7)*	৪৯তম	১৯-২১ মে, ২০২৩**	হিরোশিমা, জাপান
	৫০তম	২০২৪***	ইতালি
জি-২০ (G-20)	৫১তম	২০২৫	কানাডা
	১৮তম*	৯-১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	প্রগতি ময়দান, নয়াদিল্লি, ভারত
ডি-৮ (D-8)	১৯তম	২০২৪**	রিও ডি জেনেরিও, ব্রাজিল
	২০তম	২০২৫	দক্ষিণ আফ্রিকা
কমনওয়েলথ	১০ম	২০২১	ঢাকা, বাংলাদেশ
	১১তম	২০২৪	মিশুর
NATO	২৭তম	২০২৪**	সামোয়া
	৩০তম	১১-১২ জুলাই, ২০২৩	ভিলিনিয়াস, লিথুনিয়া
অ্যাপেক (APEC)	৩৪তম	৯-১১ জুলাই, ২০২৪	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র
	৩০তম	১১-১৭ নভেম্বর, ২০২৩	সানফ্রান্সিসকো, যুক্তরাষ্ট্র
আরবলীগ	৩১তম	২০২৪	পেরু
OIC	১৫তম	২০২৩	জেদা, সৌন্দর্য আরব
সার্ক (SAARC)	২০তম	-	কলম্বো, শ্রীলঙ্কা

LDC-5 সম্মেলন	৫ম	৫-৯ মার্চ, ২০২৩	দোহা, কাতার***
ন্যাম* (NAM)	১৯তম	১৫-২০ জানুয়ারি, ২০২৪	কামপালা, উগান্ডা
ASEAN	৪৪তম	২০২৪	লাওস
SDG সম্মেলন	-	১৮-১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

UNGA-এর ৭৮তম অধিবেশন

UNGA	UN General Assembly
আয়োজন	৭৮তম
স্থান	সেপ্টেম্বর, ২০২৩
সভাপতি	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
সভাপতির দেশ	ডেনিস ফ্রান্সিস
সভাপতির দেশ	বিনিদাদ এন্ড টেবাগো

জাতিসংঘের বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন: কপ-২৮

- > সময়কাল - ৩০ নভেম্বর - ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩।
- > অনুষ্ঠিত হয় - এক্সপো সিটি, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- > সভাপতি - আহমেদ আল জাবের (সংযুক্ত আরব আমিরাত)
- > অংশগ্রহণ করে - UNFCCC এর সদস্য দেশগুলো।
- > COP এর পূর্ণরূপ - Conference of the Parties.
- > 'কপ-২৮' এ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বে প্রধান - তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং পরিবেশবিদ হাছান মাহমুদ।
- > ১৯৮টি দেশ ও অঞ্চলের প্রায় ৭০ হাজার লোক কপ-২৮ সম্মেলনে যোগদান করায় সর্বকালের বৃহত্তম জলবায়ুবিষয়ক সম্মেলন হয় এটি।

COP-28 এ গৃহীত সিদ্ধান্ত ও ঘটনাসমূহ নিম্নরূপ

- > ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করার বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিকারী দেশ অন্তর্ভুক্তিকালীন জ্বালানি হিসেবে গ্যাস ও কার্বন দূষণ করানো এবং কষ্টসাধ্য এমন খাতে কার্বন নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ (CCS) প্রযুক্তি ব্যবহার করবে।
- > গ্লোবাল স্টকটেক নামে মূল দলিল গৃহীত হয় ফলে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি প্রধানত দায়ী সেটি মেনে নেয়-জাতিসংঘ।
- > নবায়নযোগ্য জ্বালানির সক্ষমতা তিন গুণ বৃদ্ধি করতে সম্মত হন বিশ্ব নেতারা। ২-৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ গ্লোবাল এক্সিলারেশন ফর ডিকার্বনাইজেশন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ১১৮টি দেশ। বিশ্বব্যাপী নবায়নযোগ্য শক্তির সক্ষমতা বর্তমানে ৩.৪ টেরাওয়াট থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ১১ টেরাওয়াটে উন্নীত করা। ৫০টি জ্বালানি উৎপাদক কোম্পানি ডিকার্বনাইজেশন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যারা বিশ্বব্যাপী ৪০ শতাংশের বেশি তেল ও গ্যাস উৎপাদন করে।
- > ১ ডিসেম্বর, ২০২৩ জলবায়ুভিত্তিক প্রকল্পগুলোই অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি করতে সংযুক্ত আরব আমিরাত ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি 'আলতের' নামে বেসরকারি বিনিয়োগ তহবিল গঠন করে। ২০৩০ সালে ২৫০০০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে।
- > সংযুক্ত আরব আমিরাত ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রীষ্মপন্থীয় রোগের (NTD) সঙ্গে লড়াই করার জন্য ৭৭৭ বিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠনের ভিত্তি তৈরি করে।
- > জলবায়ু ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলা সংক্রান্ত তহবিল 'লস এন্ড ড্যামেজ ফান্ড' পুনর্গঠন করে।
- > ক্লাইমেট ভালনারেভল ফোরামের (CVF) নতুন সভাপতি হয়-ক্যারিবীয় দেশ বার্বাডোস।
- > কপ-২৮ সম্মেলনে 'কনসার্ট ফর ক্লাইমেট' এ ১৪০টি ভাষায় গান গেয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন - সুচেথা সতীশ।

জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন: COP-27

- > সময় - ৬ নভেম্বর - ১৮ নভেম্বর, ২০২২।
- > অনুষ্ঠিত হয়- শার্ম আল শেখ, মিশর।
- > স্লোগান- Together for Implementation.
- > অংশগ্রহণকারী দেশ- ১৯৮টি।

COP-27 এ গৃহীত সিদ্ধান্ত ও ঘটনাসমূহ নিম্নরূপ

- 'Loss and Damage Fund' গঠনের অঙ্গীকার করেন - ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
- G-7 ও V-20 মিলে একটি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করে যা - Global Shield
- বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ রাখা - ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।
- বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও কেনিয়া অর্জন করে - 'অভিযোজন চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড' (CGA)
- বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞগণ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোতে তাদের তহবিল দ্বিগুণ করার প্রস্তাব দেন - ২০২৫ সাল থেকে।

পরবর্তী COP সম্মেলন

সম্মেলনের নাম	সময়কাল	সম্মেলন স্থল
COP-29	২০২৪	বাকু, আজারবাইজান
COP-30	২০২৫	বেলেম, ব্রাজিল
COP-33	২০২৮	আয়োজনে আঞ্চলীয় ভারত

IMEC (আইমেক)

- ভারত, পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপে আর্থিক কর্মকাণ্ডে গতি আনতে 'জি-২০' সম্মেলনে বিশ্ব নেতারা এক নতুন রেল ও জাহাজ চলাচলের করিডর আইমেক ঘোষণা করে।
- > চীনকে ঠেকাতে ভারত-পশ্চিমাদের নতুন অর্থনৈতিক করিডর - আইমেক।
 - > IMEC এর পূর্ণরূপ- India-Middle East-Europe Economic Corridor.
 - > গঠিত হয় - ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ভারতের নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'জি-২০' সম্মেলনে।
 - > অর্থনৈতিকভাবে যুক্ত করবে - দুটি পথকে (রেল যোগাযোগ ও জাহাজ চলাচল)
 - > সমরোতা স্বাক্ষর করেছে- ভারত, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
 - > আইমেক এর বিকল্প- চীনের BRI ও ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড (OBOR)

বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ***

সংস্থা	প্রধান
জাতিসংঘ (UN)***	অ্যাঞ্জেলিনও গুতেরেস, পর্তুগাল (৯ম মহাসচিব)
বিশ্বব্যাংক (WB)**	অজয় বাঙ্গা, ১৪ তম (ভারতীয় বংশোদ্ধৃত মার্কিন নাগরিক)
OIC	হুসেইন ইব্রাহীম তাহা, ১২তম (শাদ/চাদ)
কমনওয়েলথ **	প্যাট্রিসিয়া ক্ষটল্যান্ড (যুক্তরাজ্য)
বিমস্টেক (BIMSTEC)	ইন্দ্র মনি পাতে (ভারত)
IMF	ত্রিস্ট্রালিনা জর্জিয়েভা (বুলগেরিয়া)
ইউনেস্কো (UNESCO)*	আন্দ্রে আজুলে (ফ্রান্স)
ন্যাটো (NATO)**	জেনেস স্টেলনবার্গ (নরওয়ে)
আসিয়ান (ASEAN)	কাউ কিম হাওরেন ১৫তম (কম্বোডিয়া)
সার্ক (SAARC)*	গোলাম সারওয়ার, ১৫তম (বাংলাদেশ)*
আরব স্লীগ	আহমেদ আবুল ঘেইত (মিশর)

ফিফা (FIFA)	জিয়ান্না ইনফাস্টিনো (সুইজারল্যান্ড)
FAO (খাদ্য ও কৃষি সংস্থা)	কিউ দানগিট (চীন)
D-8	ইসিয়াকা আব্দুল কদির ইমাম (নাইজেরিয়া)
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল	অ্যাগনেস কাল্যামার্ড (ফ্রান্স)
WHO - মহাপরিচালক	তেদেরোস আধানোম গেব্ৰেয়াসুস, ৯ম (ইথিওপিয়া)
WTO (ড্রিউটিও)*	গোজী ওকোনজো উইয়ালা (নাইজেরিয়া)
ইউরোপীয় কমিশন (EEC)	উরসুলা ভন ডার লিয়েন (জার্মানি)
OPEC	হাইতাম আল ঘাইস (কুয়েত)

আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য ও সর্বশেষ দেশ

নাম	সদস্য	সর্বশেষ সদস্য
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা WTO)	১৬৪	আফগানিস্তান (২০১৬)
ওপেক (OPEC)	১২	কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (২০১৮)
ন্যাটো (NATO)	৩১	ফিনল্যান্ড (৪ এপ্রিল, ২০২৩)
ফিফা (FIFA)	২১১	জিভ্রাত্তার (২০১৬)
আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)	৫৫	দক্ষিণ সুদান (২০১৭)
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)	২৭	ক্রোয়েশিয়া (২০১৩)
শেনেজেনভূক্ত দেশ ***	২৭	ক্রোয়েশিয়া (২০২৩)
সিরিডাপ (CIRDAP)	১৫	ফিজি (২০১০)
ইউরো জোনের সদস্য ***	২০	ক্রোয়েশিয়া (১ জানুয়ারি, ২০২৩)
ইউনেস্কো (UNESCO)	১৯৪	ফিলিপ্পিন (২০১৮)
বিশ্বব্যাংক ***	১৮৯	নাউরু
IMF ***	১৯০	এণ্ডোরা (২০২০)
বিমস্টেক (BIMSTEC)	৭	নেপাল ও ভুটান (২০০৮)
সার্ক (SAARC)	৮	আফগানিস্তান (২০০৭)
আই এল ও (ILO)	১৮৭	টোঙ্গা
IAEA (আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা)	১৭৮	-
LDC (Least Developed Countries)**	৪৫	সর্বশেষ বের হয় - ভুটান (১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩)
FAO	১৯৭	ক্রনাই, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ সুদান
WHO	১৯৮	দক্ষিণ সুদান
ইন্টারপোল (Interpol)	১৯৬	পালাউ (২৮ নভেম্বর, ২০২৩)
BRICS***	১০	সর্বশেষ ৫টি দেশ (মিশ্র, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব অমিরাত)
New Development Bank (NDB)**	৮	মিশ্র (২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)
সাংহাই সহযোগীতা সংস্থা (SCO)***	৯টি	ইরান (৪ জুলাই, ২০২৩)
G-20	২১টি	আফ্রিকান ইউনিয়ন (৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)
ICC (আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত)	১২৪	আর্মেনিয়া (১৪ নভেম্বর, ২০২৩)

বিশ্বের শুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত কিছু প্রেসিডেন্ট

দেশ	প্রেসিডেন্ট	দেশ	প্রেসিডেন্ট
ইসরায়েল	আইজ্যাক হেরজগ	দক্ষিণ কোরিয়া	ইউন-সক ইয়ল
জিম্বাবুয়ে	এমারসন মানানগাণ্ড্যা	সিঙ্গাপুর	থারমান
মালদ্বীপ	মোহাম্মদ মুইজেজা	ইরান	ইত্রাহিম রাইসি

ভারত	দ্বিপদী মুর্ম (১৫তম)	ফিলিপ্পিন	মাহমুদ আব্বাস
নেপাল	রামচন্দ্র পাওডেল	ব্রাজিল	লুলা দা সিলভা
শ্রীলঙ্কা	রনিল বিক্রমসিংহে	দক্ষিণ আফ্রিকা	সিরিল রামাফোসা
তুরস্ক	রিসেপ তাইপে এরদেগান	আর্জেন্টিনা	জাভিয়ের মিলেই
কিউবা	মিশেল দিয়াজ কানেলের**	ফ্রান্স	ইমানুয়েল ম্যাক্রো
যুক্তরাষ্ট্র	জো বাইডেন (৪৬তম)	উত্তর কোরিয়া	কিম জং উন
রাশিয়া	ড্রাদিমির পুতিন	ইন্দোনেশিয়া	জোকো উইদোদো
চীন	শি জিন পিং	ইউক্রেন	তোলোদিমির জেলেনকি
মিয়ানমার	লে. জে. মিন্ট সুয়ে	নাইজেরিয়া	বোলা আহমেদ তিনুরু

বিশ্বের শুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত কিছু প্রধানমন্ত্রী

দেশ	প্রধানমন্ত্রী	দেশ	প্রধানমন্ত্রী
ভারত	নরেন্দ্র মোদী (১৬তম)	জাপান	যুমিও কিশিদা (১০০তম)
নেপাল	পুল্প কমল দাহাল	ইসরাইল	বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু **
ভুটান	শেরিং তোবগে	ফিলিপ্পিন	মোহাম্মদ শাতায়াহ
সৌদি আরব	মোহাম্মদ বিন সালমান	অস্ট্রেলিয়া	অ্যান্তনি আলবানিজ
কানাডা	জাস্টিন ট্রিডে*	নিউজিল্যান্ড	ক্রিস্টোফার লুক্সন
চীন	লি কিয়াং	জার্মানি	ওলাফ শলৎস (চ্যাপেলর)
দক্ষিণ কোরিয়া	হ্যান ডাক সু	ফ্রান্স	গ্যাব্রিয়েল আতাল
ইতালি	জর্জিয় মেলোনি	শ্রীলঙ্কা	দিনেশ গুণবর্ধনে
মালয়েশিয়া	আনোয়ার ইব্রাহিম	রাশিয়া	মিখাইল মিশিন
যুক্তরাজ্য	ঝঘি সুনাক (৫৭তম)	তাঁর রাজনৈতিক দল-কনজারভেটিভ পার্টি (২০ অক্টোবর, ২০২২)	

বিভিন্ন দেশের বর্তমান রাজা-বাদশা

রাজা ত্রুটীয় চার্লস (যুক্তরাজ্য)	মুকুট পরে সিংহাসনে বসেন- ৬ মে, ২০২৩
সালমান বিন আব্দুল আজিজ	সৌদি আরব
নারহিতো	জাপানের ১২৬তম সম্রাট
ইত্রাহিম সুলতান ইক্সান্দার	মালয়েশিয়ার নতুন রাজা
দশম ফ্রেডেরিক	ডেনমার্কের বর্তমান রাজা

সম্প্রতি কয়েকটি দ্বাদশীনতাকামী প্রদেশ

দ্বাদশীনতাকামী	অংশ	দ্বাদশীনতাকামী প্রদেশ	অংশ
ক্যালিফোর্নিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	বাংসামারো	ফিলিপাইন
কাতালোনিয়া	স্পেন	আবখাজিয়া, দক্ষিণ ওশেটিয়া	রাশিয়া
কুর্দিস্তান ***	ইরাক	তাতারিস্তান	
নিউ ক্যালিডোনিয়া	ফ্রান্স	ইরিয়ান জায়া, বান্দা আচেহ	
কারেন	রাজ্য	মিয়ানমার	ইন্দোনেশিয়া
***		পশ্চিম পাপুয়া, পশ্চিম তিমুর	

অর্থনীতি

- > বিশ্ব ব্যাংক থেকে সবচেয়ে বেশি খণ্ড গ্রহণ করী দেশ- ভারত।
 - > বর্তমান বিশ্বে বৃহত্তম সাহায্যদাতা দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
 - > বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণকারী শীর্ষ দেশ - আফগানিস্তান।
- বিশ্ব খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক (FAO) পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি-২০২৩ [রিপোর্ট প্রকাশ- ২৯ নভেম্বর, ২০২৩]**

বিষয়	শীর্ষ দেশ	বাংলাদেশ
খাদ্য আমদানি	চীন	৩য়
খাদ্য রপ্তানি	যুক্তরাষ্ট্র	-
ধান উৎপাদন	চীন	৩য়
চাল আমদানি	চীন	৩য়
চাল রপ্তানি	ভারত	৫২তম
গম উৎপাদন	চীন	৫০তম
গম আমদানি	ইন্দোনেশিয়া	৭ম
গম রপ্তানি	রাশিয়া	-
ভুট্টা উৎপাদন	যুক্তরাষ্ট্র	৩০তম
ভুট্টা আমদানি	চীন	২৬তম
ভুট্টা রপ্তানি	যুক্তরাষ্ট্র	৫৫তম
চিনি উৎপাদন	ব্রাজিল	৩৬তম
আলু উৎপাদন	চীন	৭ম
সয়াবিন তেল উৎপাদন	চীন	১৮তম
সবজি উৎপাদন	চীন	২০তম
ফল উৎপাদন	চীন	৩৭তম
পাম-অয়েল উৎপাদন	ইন্দোনেশিয়া	-
মৎস উৎপাদন	চীন	৮ম
সামুদ্রিক মাছ আহরণ	চীন	৩০তম
মিঠা পানির মাছ উৎপাদন	চীন	৫ম

কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি-২০২২ (রিপোর্ট প্রকাশ- মে, ২০২৩)

কৃষি ফসল	জেলা	কৃষি ফসল	জেলা
ধান, মাছ ***	ময়মনসিংহ	তামাক	কুষ্টিয়া
পাট, মসুর, পেঁয়াজ	ফরিদপুর	তুলা, কলা	বিনাইদহ
গম ***	ঠাকুরগাঁও	চা	মৌলভীবাজার
ভুট্টা, লিচু *	দিনাজপুর	আলু ***	বগুড়া
আখ/ ইক্সু	নাটোর	সয়াবিন তেল	লক্ষ্মীপুর
আম	রাজশাহী	পেয়ারা	চট্টগ্রাম
কঠাল	গাজীপুর	আলারস	টাঙ্গাইল
আদা ও কমলা	রাঙামাটি	চিংড়ি মাছ	সাতক্ষীরা

বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান-২০২৩ [FAO তথ্য বাতায়ন- অক্টোবর, ২০২৩]

অবদান	অবস্থান
ইলিশ উৎপাদনে	প্রথম
পাট উৎপাদন, কঠাল উৎপাদন, তৈরি পোষাক রপ্তানিতে	দ্বিতীয়
ধান, চাল উৎপাদন	তৃতীয়
জামের মতো ফল ও সুগন্ধী মসলা উৎপাদনে	চতুর্থ
আলু, আদা, বেগুন, পেঁয়াজ উৎপাদনে	সপ্তম
চা, কুমড়া উৎপাদনে	অষ্টম
আম, পেয়ারা, ফুলকপি উৎপাদনে	নবম

দ্রুত বৰ্ধনশীল অর্থনীতির দেশ

MEI এর মতে ২০২৪ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী হবে

- > ৪৬টি দেশের মধ্যে শীর্ষ দেশ হবে- ভারত (জিডিপির হার- ৬.৮%)
 - > দ্বিতীয় দ্রুত বৰ্ধনশীল দেশ হবে- বাংলাদেশ (জিডিপির হার- ৬.৩%)
 - > ৪৮টি দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতির দেশ হবে- আর্জেন্টিনা (১৫৬.৯%)
 - > মুদ্রাস্ফীতির হারে বাংলাদেশের অবস্থান হবে- ৪৬ (৭.৩%)
- আমার গ্রাম আমার শহর (পল্লী উন্নয়নের মেগা প্রকল্প)**
- > একনেকে পাস হয় - ১৮ জুলাই, ২০২৩।
 - > প্রকল্পটির মেয়াদ - জুলাই, ২০২৩-জুন, ২০২৬।
 - > বাস্তবায়ন করবে - ছানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
 - > উদ্দেশ্য - শহরের চাপ কমিয়ে দেশজুড়ে সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামে নাগরিক সুবিধা নিশ্চিতকরণ।
 - > বর্তমানে পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র- ৪টি (কুমিল্লা, বগুড়া, রংপুর ও জামালপুর)

খেলাধুলা

ক্রিকেট

জাতীয় ক্রিকেট দলের কোচ	চন্দ্রিকা হাথুরসিংহে (শ্রীলঙ্কা)
জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের কোচ	হাসান তিলকরত্ন (শ্রীলঙ্কা)

জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক	টেস্ট	সাকিব আল হাসান (পরিবর্তনশীল তথ্য)
	ওয়ানডে	টি-টোয়েন্টি
জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক	ওয়ানডে	নিগার সুলতানা জ্যোতি
	টি-টোয়েন্টি	

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের স্ট্যাটাস লাভ

ফরম্যাট	স্ট্যাটাস লাভ
ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ	২০১১ সালে
টি-২০ স্ট্যাটাস লাভ	২০১১ সালে
টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ	১ এপ্রিল, ২০২১ সালে

ফুটবল

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এর সভাপতি	কাজী সালাউদ্দিন
জাতীয় ফুটবল দলের কোচ	হাবিয়ের কাবরেরা (স্পেন)
জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক	জামাল ভঁইয়া
প্রীমিয়া ফুটবল দলের অধিনায়ক	সাবিনা খাতুন

সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ- ২০২৩

চ্যাম্পিয়ন	ভারত, রানসার্পাপ- কুয়েত
সময়কাল	২১ জুন - ৪ জুলাই, ২০২৩
আয়োজক	ভারত
সেরা খেলোয়াড়	সুনীল ছেত্রী (ভারত)
সর্বোচ্চ গোলদাতা	সুনীল ছেত্রী (৫টি গোল)
সেরা গোল রক্ষক	আনিসুর রহমান জিকো (বাংলাদেশ)

ফিফা দ্য বেস্ট অ্যাওয়ার্ড-২০২৩ (ষষ্ঠা-২০২৪)**

বর্ষসেরা ফুটবলার	পুরুষ	লিওনেল মেসি, আর্জেন্টিনা
	মহিলা	আইতানা বোনমাতি, স্পেন
বর্ষসেরা কোচ	পুরুষ	পেপ গার্দিওলা (ক্লাব- ম্যানচেস্টার সিটি)

- > মেসি 'ফিফা দ্য বেস্ট' হন - ৩ বার (২০১৯, ২০২২ এবং ২০২৩)
 > বর্ণবাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানের জন্য 'ফেয়ার প্লে' অ্যাওয়ার্ড লাভ করে - ব্রাজিল।

উয়েফা বর্ষসেরা খেলোয়াড়

২০২৩ বর্ষসেরা খেলোয়াড়	পুরুষ	আর্লিং হালান্ড; নরওয়ে (ক্লাব- ম্যানচেস্টার সিটি)
	মহিলা	বনমাতি (ক্লাব- বার্সেলোনা)

ফিফা ব্যালন ডি'অর ২০২৩

১৯৫৬ সাল থেকে ফ্রান্সের ফুটবল ম্যাগাজিন প্রতিবছর 'ব্যালন ডি'অর' মর্যাদাপূর্ণ অ্যাওয়ার্ড এর আসর বসে- ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের হিয়েটার দ্য শ্যালেতে।

সেরা	পুরুষ****	লিওনেল মেসি, আর্জেন্টিনা
খেলোয়াড়	নারী	আইতানা বোনমাতি, স্পেন
লেভে ইয়াসিন ট্রফি (সেরা গোল রক্ষক)		এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, আর্জেন্টিনা
গার্ড মুলার ট্রফি (সেরা স্ট্রাইকার)		আর্লি হালান্ড, নরওয়ে
সক্রেটিস পুরস্কার (দাতব্য কাজে সম্পৃক্ততা)		ভিনিসিয়াস জুনিয়র, ব্রাজিল
বর্ষ সেরা ক্লাব (পুরুষ)		ম্যানচেস্টার সিটি, ইংল্যান্ড
প্রথম ফুটবলার হিসেবে ৮ বার ব্যালন ডি'অর বিজয়ী***		লিওনেল মেসি, আর্জেন্টিনা

২০২৩ ফিফা মহিলা বিশ্বকাপ

আসর	নবম, মোট দল- ৩২টি, মোট ম্যাচ- ৬৪টি
সময়	২০ জুলাই থেকে ২০ আগস্ট, ২০২৩
স্বাগতিক দেশ	অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড
চ্যাম্পিয়ন	স্পেন, রানার্স আপ- ইংল্যান্ড
সেরা খেলোয়াড়	আইতানা বোনমাতি, স্পেন (গোল্ডেন বল বিজয়ী)
সর্বোচ্চ গোলদাতা	হিনাতা মিয়াজাওয়া, জাপান (গোল্ডেন বুট বিজয়ী)

অনুর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৩

আয়োজক দেশ	সংযুক্ত আরব আমিরাত
অংশগ্রহণকারী দল	৮টি
চ্যাম্পিয়ন	বাংলাদেশ (প্রথম শিরোপা)***
রানার্স আপ	সংযুক্ত আরব আমিরাত
প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট	আশিকুর রহমান শিবলী, বাংলাদেশ
সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী	আশিকুর রহমান শিবলী (৩৭৮ রান)
সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহকারী	রাজ লিম্বানি, ভারত (১২ উইকেট)

১৬তম এশিয়া কাপ-২০২৩

আয়োজক দেশ	পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা
অংশগ্রহণকারী দল	৬টি (মোট ম্যাচ- ১৩টি)
চ্যাম্পিয়ন	ভারত (৮ম শিরোপা)
রানার্স আপ	শ্রীলঙ্কা
সর্বাধিক রান	শুভমান গিল (৩০২)
সর্বাধিক উইকেট	মতীশ পতিরণ
টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়ার	কুলদীপ যাদব
ফাইনালে ম্যাচ সেরা খেলোয়ার	মো. সিরাজ

১৩তম আইসিসি পুরুষ ক্রিকেট বিশ্বকাপ

আয়োজক	ভারত (৫ অক্টোবর-১৯ নভেম্বর, ২০২৩)
চ্যাম্পিয়ন	অস্ট্রেলিয়া (ষষ্ঠ শিরোপা) রানার-আপ- ভারত
ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়	নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম, আহমেদাবাদ, ভারত
অংশগ্রহণকারী দল	১০টি (খেলার সংখ্যা- ৪৮টি)
ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট ও সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী	বিরাট কোহলি (ভারত) রান- ৭৬৫, সেঞ্চুরি- ৩টি
ম্যান অব দ্যা ফাইনাল, ফাইনালে সেঞ্চুরিয়ান	ট্রাভিস হেড (অস্ট্রেলিয়া)
সর্বাধিক উইকেটধারী	মোহাম্মদ শামি (ভারত) উইকেট- ২৪টি।
সর্বোচ্চ দলীয় রান	দক্ষিণ আফ্রিকা (৪২৮ রান)
সর্বনিম্ন দলীয় রান	শ্রীলঙ্কা (৫৫ রান)
বাংলাদেশ জয়লাভ করে	২টি ম্যাচ (আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কা)
বাংলাদেশের	একমাত্র মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ
সেঞ্চুরিয়ান	একমাত্র ডাবল সেঞ্চুরিয়ান
ইতিহাসে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ	মোহাম্মদ শামি, ভারত (৭ উইকেট)
উইকেট পান	

কাতার ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল

যততম আসর	২২ তম (সময়- ২০ নভেম্বর - ১৮ ডিসেম্বর, ২০২২)
অফিসিয়াল ফুটবলের নাম	আল রিহলা (Asidas Al Rihla) অর্থ ভ্রমণ
মাস্কট	লায়েব (La'eeb) অর্থ দক্ষ খেলোয়াড়
মোট ম্যাচ	৬৪টি (মোট গোল- ১৭২টি)
উদ্বোধনী ম্যাচ	২০ নভেম্বর, ২০২২ (আল-বাইত স্টেডিয়াম)
ফাইনাল ম্যাচ	১৮ ডিসেম্বর, ২০২২ (লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়াম)
চ্যাম্পিয়ন দেশ	আর্জেন্টিনা (৩৬ বছর পর ৩য় বার); রানার্স আপ- ফ্রান্স
সেরা খেলোয়াড়/গোল্ডেন বল বিজয়ী	লিওনেল মেসি, আর্জেন্টিনা (৭ গোল)
সর্বোচ্চ গোল দাতা/ গোল্ডেন বুট বিজয়ী	কিলিয়ান এমবাপ্লে, ফ্রান্স (৮ গোল)
সেরা গোল রক্ষক/ গোল্ডেন গ্লাভস বিজয়ী	এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, আর্জেন্টিনা
প্রথম গোল করেন	ভ্যালেসিয়া, ইরুয়েডের
প্রথম ছাটট্রিক করেন	গনসালো রামোস, পর্তুগাল

- > বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম আয়োজক মুসলিম দেশ - কাতার।
- > কাতারের সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম - লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়াম।
- > বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে তুলে দেওয়ার আগে মেসিকে পরিয়ে দেওয়া হয়- বিশ্রেৎ।
- > ২০১৮ সালে ২১তম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়- রাশিয়ায় (চ্যাম্পিয়ন হয়- ফ্রান্স)
- > ফিফা আয়োজিত 'দ্য প্রেটেস্ট শো' অন আর্থ' নামে খ্যাত- বিশ্বকাপ ফুটবল।

১৯তম এশিয়ান গেমস ২০২৩

সময়	২৩ সেপ্টেম্বর-৮ অক্টোবর, ২০২৩
আয়োজক	চীন (জেয়িয়াং প্রদেশের হাংচু শহরে)
সবচেয়ে বেশি পদক পায়	চীন (৩৮৩টি পদক), দ্বিতীয়- জাপান
বাংলাদেশ পদক পায়	২টি (ব্রোঞ্জ) ছেলে ও মেয়েদের ক্রিকেট ইভেন্টে
ফুটবলে স্বর্ণ পদক পায়	দক্ষিণ কোরিয়া
ক্রিকেটে স্বর্ণ পদক পায়	ভারত
২০তম এশিয়ান গেমস- ২০২৬ হবে	নাগোয়া, জাপান ***

টেনিস (গ্রাউন্ড টুর্নামেন্ট)

টুর্নামেন্ট	ছান	পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন	মহিলা এককে চ্যাম্পিয়ন
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ২০২৩	মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া	নোভাক জকেভিচ (সার্বিয়া)	আরিনা সাবালেঙ্কা (বেলারুশ)
ফ্রেঞ্চ ওপেন ২০২৩	প্যারিস, ফ্রান্স	নোভাক জকেভিচ (সার্বিয়া)	ইগা সিওনতেক (পোল্যান্ড)
উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩	লন্ডন, যুক্তরাজ্য	কার্লোস আলকারাজ (স্পেন)	মার্কেতা ভদ্রোসোভা (চেক প্রজাতন্ত্র)
ইউএস ওপেন ২০২৩	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র	নোভাক জকেভিচ (সার্বিয়া)	কোকো গফ (যুক্তরাষ্ট্র)

আগাম আসরগুলো (থ্রিতি বছর ১/২ টি প্রশ্ন থাকে)***

তম	টুর্নামেন্ট	সাল	আয়োজক
১৭তম	ইউরো ফুটবল	২০২৪	জার্মানি
৪৮ তম	কোপা আমেরিকা	২০২৪	যুক্তরাষ্ট্র
২৩তম	বিশ্বকাপ ফুটবল	২০২৬	৩টি দেশ (কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো)
২৪তম	বিশ্বকাপ ফুটবল	২০৩০	৩টি মহাদেশের ৬টি দেশে (আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে, স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কো)
২৫তম	বিশ্বকাপ ফুটবল	২০৩৪	সৌদি আরব

তম	ক্রিকেট টুর্নামেন্ট	সাল	আয়োজক
১৩তম	আইসিসি নারী বিশ্বকাপ	২০২৫	ভারত
১৪তম	বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২০২৭	দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়ে
১৫তম	বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২০৩১	বাংলাদেশ(সহ আয়োজক ভারত)

তম	টি-২০ বিশ্বকাপ	সাল	আয়োজক
৯ম	টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২৪	ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্র
১০তম	টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২৬	ভারত
১১তম	টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২৮	অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড
১২তম	টি-২০ বিশ্বকাপ	২০৩০	ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড

৯ম	নারী টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২৪	বাংলাদেশ
১০ম	নারী টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২৬	ইংল্যান্ড ও ওয়েলস

তম	অলিম্পিক গেমস	সাল	আয়োজক
৩৩তম	গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক	২০২৪	প্যারিস, ফ্রান্স
৩৪তম	গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক	২০২৮	লস এঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্র
৩৫তম	গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক	২০৩২	বিজিবেন, অস্ট্রেলিয়া
২৫তম	শীতকালীন অলিম্পিক	২০২৬	মিলান এবং কর্টিনা, ইতালি
১৭তম	প্যারাঅলিম্পিক	২০২৪	প্যারিস, ফ্রান্স

তম	এশিয়ান গেমস	সাল	আয়োজক
২০তম	এশিয়ান গেমস	২০২৬	নাগোয়া, জাপান
২১তম	এশিয়ান গেমস	২০৩০	দোহা, কাতার
২২তম	এশিয়ান গেমস	২০৩৪	রিয়াদ, সৌদি আরব
১৪তম	সাউথ এশিয়ান গেমস	২০২৪	পাকিস্তান (সাফ গেমস)

তম	শিরোপার নাম	সাল	আয়োজক
৯ম	আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি	২০২৫	পাকিস্তান
১০ম	আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি	২০২৭	ভারত

তম	আসরের নাম	সাল	আয়োজক
২৩তম	ক্রমানুরোধী আসর	২০২৬	ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল

যততম আসর	২৩তম আসর
আয়োজক দেশ	তিটি (যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো)
অংশগ্রহণ করবে	৪৮ টি দেশ (৬টি কনফেডারেশন থেকে)
ভেন্যু	১৬টি
ফাইনাল ম্যাচ	মেটালাইফ স্টেডিয়াম, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

> ২০২৬ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের আয়োজন করবে -
কানাডা।

আগাম বার্তা

২০২৪	• রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লি-১ থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ যুক্ত হবে ১২০০ মেগাওয়াট
২০২৫	• রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লি-২ থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ যুক্ত হবে ১২৩ মেগাওয়াট
২০২৬	• ৩০ বছরের গঙ্গার পানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। (১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর চুক্তি হয়)
২০৩০	• বাংলাদেশ LDC থেকে ২০২৬ সালে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করবে।
২০৩১	• টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা (SDG) অর্জনের মেয়াদ শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর • পৃথিবীতে নারী-পুরুষ সমান হবে (Planet 50:50)

২০৮১	বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিগত হবে।
২০৮৭	চীনে দৈত নীতির মেয়াদ শেষ হবে।
২০৬২	হ্যালির ধূমকেতু আবার দেখা যাবে (৭৬ বছর পর পর দেখা যায়)
২০৭১	বাংলাদেশের স্বাধীনতার শতবর্ষ পালিত হবে।

পদক ও পুরস্কার

নোবেল পুরস্কার- ২০২৩

বিষয়	নোবেল বিজয়ী	দেশ	অবদান
চিকিৎসা	ক্যাটালিন কারিকো	হাঙ্গেরি	করোনা টিকা
	ড্রিউ উইসম্যান	যুক্তরাষ্ট্র	আবিক্ষারে অবদানের জন্য
পদার্থবিদ্যা	পিয়ের অ্যাগোস্টিনি	যুক্তরাষ্ট্র	পরমাণু এবং অণুর ভিতরে ইলেকট্রনের জগৎ নিয়ে পরিক্ষার
	ফেরেন্স ক্রাউজ	হাঙ্গেরি	ফ্রাঙ্ক
রসায়ন	অ্যান লিয়ের	ফ্রাঙ্ক	জন্য
	মুঙ্গ জি বাওয়েস্তি	ফ্রাঙ্ক	কোয়ান্টাম ডট
সাহিত্য	আলেক্সি একিমভ	রাশিয়া	আবিক্ষার ও
	লুইস ক্রস	যুক্তরাষ্ট্র	সংশ্লেষণের জন্য।
শান্তি***	ইয়োন জন ফসে	নরওয়ে	নাটক এবং গদ্য সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের ভাষা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যারা কথা বলতে অক্ষম
অর্থনীতি ***	নার্গিস মোহাম্মদি (মানবাধিকারকর্মী)	ইরান	ইরানে নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং সবার জন্য মানবাধিকার ও স্বাধীনতার লড়াইয়ে অবদান রাখায়।
অর্থনীতি ***	ক্লডিয়া গোল্ডিন	যুক্তরাষ্ট্র	মহিলাদের শ্রম উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য

- প্রতিটি নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য- ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা
- ২০২৩ সালে মোট নোবেল পেয়েছেন - ১১ জন। তার মধ্যে নারী- ৩ জন।
- নার্গিস মোহাম্মদিকে ইরানের শাসকরা ১৩ বার ছেফতার করেছে, পাঁচ বার দোষী সাব্যস্ত করেছে, সর্বমিলিয়ে ৩১ বছরের কারাদণ্ড ও ১৫৪টি বেতাঘাত করেছে। তিনি এখনো ইরানের এভিন কারাগারে বন্দী। কারাগারে থাকা অবস্থায় নোবেল প্রাপ্ত ৫ম ব্যক্তি।

নোবেল পুরস্কার- ২০২২

বিষয়	নোবেল বিজয়ী	দেশ	অবদান
সাহিত্য *	অ্যানি এর্নো	ফ্রাঙ্ক	জেন্ডার, ভাষা ও শ্রেণিগত কারণে বিপুল বৈম্যের শিকার হওয়া জীবনকে তিনি তুলে ধরার জন্য।
শান্তি***	অ্যালেস বিয়ালিয়াৎস্কি	বেলারুশ	বেলারুশ, রাশিয়া ও ইউক্রেনে মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও শান্তিপূর্ণ
	'মেমোরিয়াল'	রাশিয়া	সহবাস্থানে ভূমিকা রাখার জন্য ১ জন ব্যক্তি এবং ২টি প্রতিষ্ঠান লাভ করে
(০২.০২.১৫)	সেন্টার ফর সিভিল লিবার্টিস'	ইউক্রেন	

৯৫তম অঙ্কার (একাডেমি অ্যাওয়ার্ড)- ২০২৩***

- অঙ্কার পুরস্কার চালু হয়- ১৯২৮ সালে।
- প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয়- ১৯২৯ সালে।
- পরিচিতি- চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অঙ্কার।
- প্রদান করা হয়- যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার হলিউড থেকে।

৯৫তম অঙ্কার জয়ী

Everything Every Where All at once

সেরা পরিচালক	ড্যানিয়েল কোয়ান ও ড্যানিয়েল শেইনার্ট
সেরা অভিনেতা	ব্রেন্ডন ফ্রেজার
সেরা অভিনেত্রী	মিশেল ইয়ো

পুরস্কার প্রাপ্ত চলচ্চিত্র

সাল	তার	পুরস্কার প্রাপ্ত চলচ্চিত্র
২০২২	৯৪তম	কোড়া **
২০২১	৯৩তম	নোম্যাডল্যান্ড
২০২০	৯২তম	প্যারাসাইট

- ৯৫তম অঙ্কার প্রাপ্ত পরিচালক- ড্যানিয়েল কোয়ান ও ড্যানিয়েল শেইনার্ট
- সেরা অভিনেতা- ব্রেন্ডন ফ্রেজার। সেরা অভিনেত্রী- মিশেল ইয়ো।
- অঙ্কারের ইতিহাসে ১ম এশিয়ান নারী অভিনেত্রীর পুরস্কার পান- চীন বংশোদ্ধূত মালয়েশিয়ার মিশেল ইয়ো। **
- ৯৫তম অঙ্কার পুরস্কার আসরে বাংলাদেশ থেকে 'বেস্ট ফরেন ল্যান্সুয়েজ ফিল্ম' বিভাগে মনোনীত চলচ্চিত্র- হাওয়া (পরিচালক- মেজবাউর রহমান সুমন)

গোল্ডেন গ্লোবস অ্যাওয়ার্ড- ২০২৪

- আসর- ৮১তম। অনুষ্ঠিত হয়- ৭ জানুয়ারি, ২০২৪
- সেরা মোশন পিকচার- ওপেনহেইমার **
- সেরা চলচ্চিত্র নির্মাতা- ট্রিস্টেফার নেলান (ওপেনহেইমার চলচ্চিত্রের জন্য)
- অ্যানিমেটেড সিনেমা বিভাগে সেরা চলচ্চিত্র- দ্য বয় অ্যান্ড দ্য হেরেন (জাপান)
- সেরা অভিনেতা- সিলিয়ান মরফি

৭৬তম কান চলচ্চিত্র উৎসব- ২০২৩

- ৭৬তম আসরে সেরা চলচ্চিত্র (ৰ্বৰ্গ পাম)- অ্যানাটনি অব আ ফল।
- ৭৬তম আসরের র্বৰ্গ পাম নির্মাতা- ফ্রাঙ্কের জাস্টিন ত্রিয়েত।

পুলিংজার পুরস্কার- ২০২৩

- পুলিংজার পুরস্কার ২০২৩ লাভ করে- অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) এবং নিউইয়র্ক টাইমস।
- অবদান- রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সংবাদের জন্য।

বুকার পুরস্কার- ২০২৩

পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি	পল লিংও (আয়ারল্যান্ড)***
যে উপন্যাসের জন্য	প্রফেট সং ***
পুরস্কারের অর্থমূল্য	৫০ হাজার পাউন্ড
পুরস্কার চালু	১৯৬৯ সালে যুক্তরাজ্য থেকে

আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার- ২০২৩

পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি	জর্জ গসপদিনভ (বুলগেরিয়া)
যে উপন্যাসের জন্য	টাইম শেল্টার
পুরস্কারের অর্থমূল্য	৫০ হাজার পাউন্ড
পুরস্কার চালু	২০০৫ সালে যুক্তরাজ্য থেকে

ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক পুরস্কার- ২০২৩

- পুরস্কার লাভ করে- মিউজিক ক্রসরোডস (জিষ্বাবয়ে)
- পুরস্কারের ক্ষেত্র- সৃষ্টিশীল অর্থনীতিতে তরংণদের উদ্যোগের জন্য প্রতি ২ বছর পরপর পুরস্কার দেওয়া হয়।
- পুরস্কার প্রবর্তন- ২০২১ সালে। অর্থমূল্য- ৫০ হাজার \$
- ২০২১ সালে প্রথম পুরস্কার পায়- উগান্ডা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'মোটিভ ক্রিয়েশন লি.'

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুর্রেসা পদক-২০২৩

- > পুরস্কার লাভ - জাতীয় নারী ফুটবল দল ও ৪ জন বিশিষ্ট নারী
- ✓ পুরস্কার প্রাপ্ত নারী - গবেষণায় - ডা. সেঁজুতি সাহা
- ✓ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলায় - নাসিমা জামান ববি ও অনিমা মুক্তি গোমেজ
- ✓ রাজনীতিতে - শাহারা খাতুন (মরগোতৰ)
- > ৮টি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫ জন নারীকে দেওয়া হয় - ৮ আগস্ট।

Foundaton of SAARC Writers and Literature (FOSWAL)- 2023

- > FOSWAL পুরস্কারের অপর নাম - সার্ক সাহিত্য পুরস্কার।
- > প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয় - ২০০১ সালে।
- > ২০২৩ সালে ফসওয়াল পুরস্কার লাভ করে - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- > অবদান - বঙ্গবন্ধুর ৩টি গ্রন্থের জন্য (অসমাঞ্ছ আতাজীবনী, কারাগারে রোজনামাচা ও আমার দেখা নয়া চীন) পুরস্কার দেওয়া হয় - নয়া দিল্লি, ভারত
- > পুরস্কার এছেন করেন - রামেন্দ মজুমদার ও মফিদুল হক।

জাতীয় চলচিত্র পুরস্কার- ২০২২ (ঘোষণা-২০২৩)

শ্রেষ্ঠ চলচিত্র	কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া (পরিচালক- মুহাম্মদ কাইয়াম), পরান (পরিচালক- রায়হান রাফি)***
শ্রেষ্ঠ দৈর্ঘ্য চলচিত্র	ঘরে ফেরা (নির্মাতা - এস এম কামরুল আহসান)
শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচিত্র	বঙ্গবন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (নির্মাতা - শফিউল আলম ভুইয়া)
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা	চতুর্ভুবী
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী	জয়া আহসান (বিড়িট সার্কিস) ও রিকিতা নদিনী (শিমু)
শ্রেষ্ঠ চলচিত্র পরিচালক	সৈয়দা রবাইয়াত হোসেন (শিমু)
আজীবন সম্মাননা	কামরুল আলম খান খসরু ও রোজিনা

- > ২০২১ সালে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত সেরা চলচিত্র - নোনা জলের কাব্য (পরিচালক- রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত), লাল মোরগের ঝুঁটি (পরিচালক- মুরল আলম আতিক)

মুজিব: একটি জাতির রূপকার

- > চলচিত্রের ইংরেজি নাম - MUJIB: THE MAKING OF A NATION
- > চলচিত্রের পরিচালক - শ্যাম বেনেগাল (ভারতীয় চলচিত্রকার)
- > নির্মিত হয় - বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনায়।
- > চলচিত্রটির পরিবেশক - জাজ মাল্টিমিডিয়া।
- > চিত্রনাট্য রচয়িতা - অতুল তিওয়ারি ও শামা জায়েদি।
- > প্রযোজন কোম্পানি - বাংলাদেশ চলচিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFDC) ও ভারতের জাতীয় চলচিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (NFDC)
- > বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেন - আরেফিন শুভ (প্রাপ্ত বয়স্ক), তরণ চরিত্রে অভিনয় করেন - দিব্য জ্যোতি।
- > শেখ ফজিলাতুর্রেসার চরিত্রে অভিনয় করেছেন - নুসরাত ইমরোজ তিশা (প্রাপ্ত বয়স্ক), তরণী চরিত্রে - প্রার্থনা দীঘি।
- > প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চরিত্রে অভিনয় করেন - নুসরাত ফারিয়া।
- > চলচিত্রে 'অচিন পাথি' গানটির গীতিকার - জাহিদ আকবর।
- > ফ্রান্সের ৭৫তম কান চলচিত্র উৎসবে চলচিত্রটির ট্রেইলার প্রকাশ করা হয় - ১৯ মে, ২০২২ সালে।
- > চলচিত্রটি বাংলাদেশে মুক্তি পায় - ১৩ অক্টোবর, ২০২৩।
- > চলচিত্রটি ভারত সহ বিশ্বব্যাপী মুক্তি পায় - ২৭ অক্টোবর, ২০২৩।

ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার পুরস্কার

- > বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় নেতৃত্ব এবং সোচার কষ্টব্যের স্বীকৃতি হিসেবে প্রদান করা হয় - ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার পুরস্কার।
- > ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার পুরস্কার-২০২৩ লাভ করেন - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (১ ডিসেম্বর, ২০২৩)
- > পুরস্কার প্রদান করেন - জাতিসংঘ এবং IMO সমর্থিত জোট 'Global Centre for Climate Mobility' (GCCM)

ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাননা

- > কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল তৈরির জন্য ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় সম্মাননা লাভ করেন - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- > প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মাননা পান - ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।
- > **রামন ম্যাগসেসে পুরস্কার-২০২৩ লাভকারী করভি রাখসান্দ**
- > করভি রাখসান্দ রামন ম্যাগসেসে পুরস্কার প্রাপ্তি - ১৩তম বাংলাদেশি।*
- > যে ক্যাটাগরিতে পুরস্কার লাভ করেন - ইমারজেন্ট লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে
- > করভি রাখসান্দ 'জাগো ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন - ২০০৭ সালে।
- > এশিয়ার নেকেল খ্যাত রামন ম্যাগসেসে আয়ওয়ার্ড ফিলিপাইন থেকে প্রদত্ত হয় - ১৯৭৫ সাল থেকে।
- > প্রথম ম্যাগসেসে আয়ওয়ার্ড বিজয়ী বাংলাদেশি - তাহেরেন্সা আব্দুল্লাহ।

সাম্প্রতিক সময়ে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচিত্র

- > সঞ্জীবৈর্য চলচিত্র 'জনকের মুখ' পরিচালক- মাহান হীরা।
- > মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচিত্র 'একজন মহান পিতা' পরিচালক- মির্জা সাখাওয়াত হোসেন।
- > বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্য চলচিত্র 'মধুমতি পাড়ের মানুষ: শেখ মুজিবুর রহমান' এর পরিচালক- তানভীর মোকাম্বেল।***
- > মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচিত্র '১৯৭১ সেইসব দিন' পরিচালক- হাদি হক।
- > জেমস বড় সিরিজের ২৫তম চলচিত্রের নাম- No Time to Die
- > সম্প্রতি আলোচিত চলচিত্র- হাওয়া (পরিচালক- মেজবাউর রহমান সুমন)
- > বহুল আলোচিত চলচিত্র- অপারেশন সুন্দরবন (পরিচালক- দীপক্ষ দীপন)

ঘায়ীনতা পুরস্কার-২০২৩

- > ঘায়ীনতা পুরস্কার-২০২৩ পেয়েছে- ৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ১টি প্রতিষ্ঠান
- > পুরস্কার প্রদানের বিষয়- ঘায়ীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ, চিকিৎসাবিদ্যা, স্থাপত্য এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
- > রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদান করা সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক- ঘায়ীনতা পুরস্কার।

বিশিষ্ট ব্যক্তি	অবদানের বিষয়
১. কর্মেল (অব) সামসুল আলম	ঘায়ীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২. এ জি মোহাম্মদ খুরশীদ	
৩. খাজা নিজাম উদ্দীন ভুইয়া	
৪. মোফাজেল হোসেন চৌধুরী	
৫. সেলিম আল দীন (মরগোতৰ)	সাহিত্য
৬. পৰিত্ব মোহন দে	সংস্কৃতি
৭. এ এস এম রকিবুল হাসান	ক্রীড়া
৮. বেগম নাদিরা জাহান (সুরমা জাহিদ)	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
৯. ড. ফেরদৌসী কাদারী***	
১০. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সমাজসেবা

একুশে পদক- ২০২৩

- > রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বেসামরিক পুরস্কার- একুশে পদক। ২০২৩ সালে ১৯ জন ব্যক্তি ও ২টি প্রতিষ্ঠান একুশে পদক লাভ করেন।
- > ২টি প্রতিষ্ঠান- ১. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২. বিদ্যালয় ফাউন্ডেশন

বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান	অবদানের বিষয়
খালেদা মন্যুর ই-খুদা, হাজী মো. মজিবুর রহমান	ভাষা আন্দোলন
বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হক (মরগোতৰ)	
নওয়াজীশ আলী	শিল্পকলা
শিমুল ইউসুফ মাসুদ আলী খান	অভিনয়
জয়স্ত চট্টোপাধ্যায়	আবৃত্তি
ড. মায়ারুল ইসলাম (মরগোতৰ)	শিক্ষা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (প্রতিষ্ঠান)*	মুক্তিযুদ্ধ
মমতাজ উদ্দিন (মরগোতৰ)	সংবাদিকতা
মো. শাহ আলমগীর (মরগোতৰ)	
মনোরঞ্জন ঘোষাল, গাজী আব্দুল হাকিম	সংগীত
ফজল-এ-খোদা (মরগোতৰ)**	
ড. মো. আবদুল মজিদ	গবেষণা

কনক চাঁপা চাকমা	চিত্রকলা
ড. মনিবজ্জামান	ভাষা ও সাহিত্য
মো. সাইদুল হক (ব্যক্তি)	সমাজসেবা
বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন (প্রতিষ্ঠান)**	
মঙ্গুরুল ইসলাম (মরণোত্তর)	রাজনীতি
আকতার উদিন (মরণোত্তর)	

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার- ২০২৩ (ঘোষণা-২০২৪)

১১টি বিভাগে পুরস্কার লাভ করে মোট- ১৬ জন।

ক্যাটাগরি	ব্যক্তি
কথাসাহিত্য	নূরুন্দিন জাহাঙ্গীর ও সালমা বাণী
কবিতা	শামীম আজাদ
প্রবন্ধ ও গবেষণা	জুলফিকার মতিন
নাটক ও নাট্যসাহিত্য	মৃত্তিকা চাকমা ও মাসুদ পথিক
শিশু সাহিত্য	তপংকর চক্ৰবৰ্তী
অনুবাদ	সালেহা চৌধুরী
বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গবেষণা	সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল ও মো. মুজিবুর রহমান
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা	আফরোজা পারভীন ও আসাদুজ্জামান আসাদ
আত্মজীবনী/ভ্রমণকাহিনী	ইসহাক খান
ফোকলোর	তপন বাগচী ও সুমনকুমার দাশ
বিজ্ঞান/কল্প/পরিবেশ বিজ্ঞান	ইনাম আল হক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক- ২০২৩

৩ জন ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠান ২০২৩ সালের পদক লাভ করেন

ক্যাটাগরি	ব্যক্তি	অবদান
জাতীয়	মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান**	বেদে জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা 'ঠার' সংগ্রহের জন্য
পদক	রনজিত সিংহ**	মণিপুরি বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য
আন্তর্জাতিক পদক	মাহেন্দ্র কুমার মিশ্র	বহু ভাষার শিক্ষা নিয়ে কাজ করার জন্য
	ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুেজেজ লাভারস অ্যাসোসিয়েশন	২১ ফেব্রুয়ারি কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

ডেম গ্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ন উপাধি দেওয়া হয়- নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জেসিভা আরডার্ন।

বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্প

- সরকার মেগা প্রজেক্ট প্রকল্প গ্রহণ করেন- ২০০৯ সালে
- মেগা প্রজেক্টগুলোকে "Fast Track Project" ঘোষণা করে- ২০১৪ সালে
- "Fast Track Monitoring Authority - অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে
- বাংলাদেশের মেগা প্রজেক্ট- ১০টি (পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, পদ্মা রেল সেতু, দেহাজারী-রামু-সুমধুর রেলপথ, রূপপুর পারমাবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ি কঘলা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মহেশখালীতে এলএনজি-টার্মিনাল, পায়রা সমুদ্র বন্দর ও মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর)

বিশে বিভিন্ন ঘটনা চালুকারী হিসেবে বাংলাদেশ

5G সেবা চালুকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ	৯ম
পরমাণু ক্লাবের এলিট সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ	৩৩ তম
এশিয়ায় মেট্রোরেল চালুকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ	২২তম
দক্ষিণ এশিয়ায় মেট্রোরেল চালুকারী হিসেবে বাংলাদেশ	৩য়
এশিয়ায় সার্বমেরিন যুগে বাংলাদেশ	৪১তম
স্যাটেলাইট উন্নোলনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ	৫৭তম
ই-পাসপোর্ট চালুকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ	১১৯তম

বিভিন্ন প্রকল্পের ডিজাইনার

প্রকল্পের নাম	ডিজাইনার
মেট্রোরেলের লোগোর ডিজাইনার	আলী আহসান নিশান
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক	রোহানি বাহারিন
বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনালের ডিজাইনার	মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ
কঞ্চবাজার আইকনিক রেল স্টেশনের ছপ্তি	

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল *

- পরিচিতি - বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল।
- অফিসিয়াল নাম - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল।
- অপর নাম- One city & Two towns. (চীনের সাংহাই নগরের আদলে)
- ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন - ১৪ অক্টোবর, ২০১৬ সালে।
- নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়- ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ সালে
- টানেলের উদ্বোধন - ২৮ অক্টোবর, ২০২৩।
- যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয় - ২৯ অক্টোবর, ২০২৩।
- যুক্ত করেছে - আন্দোলার থেকে পতেঙ্গা পর্যন্ত, চট্টগ্রাম।
- যে নদীতে নির্মিত হয় - কর্ণফুলী নদীতে।
- দৈর্ঘ্য - ৩.৩২ কি.মি./৩০১৫ মিটার (কর্ণফুলি নদীর ১৫০ ফুট নিচ দিয়ে ২ টিউব বিশিষ্ট টানেল) প্রস্থ - ১০ মিটার।
- নির্মাণকারী, রক্ষণাবেক্ষণ ও টেল আদায়কারী প্রতিষ্ঠান - চায়না কমিউনিকেশন এ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিঃ (CCCC), চীন।
- সহায়তাকারী দেশ - চীন।
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা - বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
- অর্থায়নে - চীনের এক্সিম ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকার।

বঙ্গবন্ধু টানেল নিয়ে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

টানেলের মোট অ্যাপ্রোজ সড়কের দৈর্ঘ্য	৫.৩৫ কি.মি.
টানেল GDP'র প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে	০.১৭%
টানেল ভূমিকম্প সহনক্ষীল	৯ মাত্রার
টানেলটি যুক্ত সংযোগ স্থাপন করবে	এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে
দক্ষিণ এশিয়ার নদীর তলদেশের প্রথম ও দীর্ঘতম সড়ক টানেল	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল

দোহাজারি-কঞ্চবাজার রেলপথ

- প্রকল্পের নাম - দোহাজারি-কঞ্চবাজার রেললাইন প্রকল্প। নির্মাণ কাজ শুরু - ১৩ মার্চ, ২০১৮ সালে।
- আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন - ১১ নভেম্বর, ২০২৩। সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত - ১ ডিসেম্বর, ২০২৩।
- রেলপথের দৈর্ঘ্য - ১০১ কি.মি. (সংযুক্ত জেলা - চট্টগ্রাম ও কঞ্চবাজার)
- অর্থায়নে - বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)।
- মোট স্টেশন - ৯টি। রেলপথের ধরন - সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলেজেজ।
- চাকা-কঞ্চবাজার রেলপথে চলাচলকারী প্রথম আন্তর্নগর ট্রেনের নাম- কঞ্চবাজার এক্সপ্রেস
- চাকা-কঞ্চবাজার রেলপথের দৈর্ঘ্য- ৪৮০ কি.মি.

প্রকল্পটি সম্পর্কে বিশেষ তথ্য

দেশের প্রথম আইকনিক রেল স্টেশন	কঞ্চবাজার আইকনিক রেল স্টেশন
আইকনিক রেল স্টেশনের অবস্থান	চান্দের পাড়া, বিলংজা, কঞ্চবাজার
আইকনিক রেল স্টেশনের ছপ্তি	মো. ফয়েজ উল্লাহ
দেশের একমাত্র এলিফ্যাট	লোহাগড়ায়

পদ্মা সেতু (Padma Bridge)

অফিসিয়াল নাম	পদ্মা বহুমুখী সেতু, (ডিজাইন- Truss Bridge)
অবস্থান	মুঙ্গিঙ্গের মাওয়া থেকে শরীয়তপুরের জাজিরা পর্যন্ত
পদ্মা সেতুর সাথে প্রত্যক্ষ জড়িত জেলা	তৃটি (মঙ্গিঙ্গ, শরীয়তপুর ও মাদারীপুর)
দৈর্ঘ্য***	৬.১৫ কিলোমিটার (২০,১৮০ ফুট), প্রস্থ - ১৮.১০ মিটার
সংযোগ সেতুসহ মোট দৈর্ঘ্য	৯.৮৩ কি.মি। লেন- ৪টি, পিলার - ৪২টি, স্প্যান- ৪১টি
পদ্মা সেতুতে পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে	১২২ মিটার। আয়ুক্তি হবে- ১০০ বছর
নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	চায়না মেজের বিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড
সংযুক্ত করেছে দেশের	২১টি জেলা। ভূমিকম্পের সহনশীল মাত্রা রিখ্টার স্কেল- ৯
নির্মাণে অর্থায়ন করেছে	বাংলাদেশ সরকার
নকশা করে	AECOM (American Multinational Engineering Firm)
একমাত্র নারী বাংলাদেশী প্রকৌশলী	ইশরাত জাহান
আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়**	২৫ জুন, ২০২২ (সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়- ২৬ জুন, ২০২২)

- > সেতুর নিরাপত্তার জন্য 'শেখ রাসেল সেনানিবাস' নির্মাণ করা হয়- জাজিরা, শরীয়তপুর।
- > পদ্মা সেতুতে পরীক্ষামূলকভাবে Electronic Toll Collection (ETC) কার্যক্রম চালু হয়- ৫ জুলাই, ২০২৩।

পদ্মা সেতুর ফলে অর্থনৈতিক প্রভাব	
পদ্মা সেতুর ফলে দেশের জিডিপি বৃদ্ধি পাবে	১.২০%
দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জিডিপি বৃদ্ধি পাবে	২.৩%
পদ্মা সেতুর ফলে দারিদ্র্য বিমোচন হবে	০.৮৪%

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প

- > প্রকল্পের নাম- Padma Bridge Rail Link Project (PBRP)
- > রেলপথের দৈর্ঘ্য- ১৬৯ কি.মি। স্টেশন- ২০টি
- > অন্তর্ভুক্ত জেলা- ৯টি (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুঙ্গিঙ্গ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, গোপাগঞ্জ, নড়াইল ও যশোর)
- > ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান- China Railway Engineering Corporation (CREC)
- > প্রকল্পের মেয়াদ- ১ জানুয়ারি, ২০১৬ থেকে ৩০ জুন, ২০২৪।
- > প্রকল্পে অর্থায়ন করছে- বাংলাদেশ সরকার (১৮ হাজার ২১০ কোটি) এবং চীনের এক্সিম ব্যাংক (২১ হাজার ৩ কোটি)
- > জিডিপি'র প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে- ১% (আনুমানিক)

প্রস্তাবিত ২য় পদ্মা সেতু

- > অফিসিয়াল নাম- দ্বিতীয় পদ্মা বহুমুখী সেতু।
- > সরকার উদ্যোগের কথা জানান- ১৪ জুন, ২০২৩।
- > নির্মাণ হবে- মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া থেকে রাজবাড়ির গোয়ালন্দ পর্যন্ত
- > দৈর্ঘ্য- ৫.৫ কিলোমিটার, প্রস্থ- ১৮.১০ মিটার।
- > সেতুতে বিনিয়োগ করবে- বাংলাদেশ সরকার ও এভিবি (এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক)

মেট্রোরেলের লাইন

২০৩০ সালের মধ্যে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (DMTCL) ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (JICA) বিভিন্ন মেট্রোরেল লাইন নির্মাণ করবে।

লাইনের নাম	রুট	দৈর্ঘ্য
MRT Line-1	বিমানবন্দও ও পূর্বাচল রুট	৩১.২৪ কিমি
MRT Line-2	গাবতলী-চট্টগ্রাম রোড	২৪ কিমি
MRT Line-4	কমলাপুর-মাদানপুর, নারায়ণগঞ্জ	১৬ কিমি
MRT Line-5	হেমায়তপুর-ভাটোরা	২০ কিমি
MRT Line-6	দিয়াবাড়ি-কমলাপুর	২১.২৬ কিমি

- > বিশ্বের প্রথম পাতাল রেল চালু হয়- লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
- > বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল লাইন - MRT Line-6
- > মেট্রোরেল চালুকারী দেশ হিসেবে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান- ৬০তম
- > মেট্রোরেল চালুকারী দেশ হিসেবে এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান- ২২তম
- > মেট্রোরেল চালুকারী দেশ হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান- তৃতীয় (প্রথম-ভারত ও দ্বিতীয়-পাকিস্তান)

মেট্রোরেল (MRT-6) ***

- > উত্তরা থেকে আগরগাঁও পর্যন্ত উদ্বোধন- ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২
- > যাত্রী পরিবহণ শুরু করে- ২৯ ডিসেম্বর, ২০২২
- > আগরগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত উদ্বোধন- ৪ নভেম্বর, ২০২৩।
- > রুট- উত্তরা থেকে কমলাপুর, স্টেশন থাকবে- ১৭টি, ট্রেন ছাড়ে- প্রতি ৪ মিনিট পর পর।
- > উত্তরা থেকে মতিঝিলের দৈর্ঘ্য- ২১.২৬ কি.মি।
- > মোট দৈর্ঘ্য- ২১.২৬ কি.মি। সময় লাগবে- ৩৭ মিনিট।
- > কাজ করছে- ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি (DMTCL)
- > নকশা প্রণয়ন ও তৈরি করে- কাওয়াশাকি-মিতসুবিশি কনসোর্টিয়াম, জাপান।
- > উদ্বোধন উপলক্ষে বের করা হয়- ৫০ টাকার স্মারক নোট।
- > মেট্রোরেল প্রকল্পের শোগান- বাঁচবে সময় বাঁচবে পরিবেশ, জ্যাম কমাবে মেট্রোরেলে।
- > প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে- বাংলাদেশ সরকার ও জাপানের জাইকা।
- > প্রতি ঘণ্টায় যাত্রী পরিবহন করবে- ৬০ হাজার এবং দিনে- ৫ লক্ষ
- > দেশের মেট্রোরেলের প্রথম নারী চালক- মরিয়ম আফিজা (নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী)
- > মেট্রোরেলের জন্য গঠিত পুলিশের বিশেষ ইউনিটের নাম- এমআরটি পুলিশ (এমআরটি পুলিশের প্রধান- ডিআইজি)
- > প্রথম মেট্রোরেল চালু হয়- লন্ডনে (১৮৬৩ সালে)

দেশের প্রথম পাতাল রেল

- > প্রকল্পের নাম- Mass Rapid Transit (MRT) Line-1.
- > নির্মাণ ও পরিচালনায়- ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড
- > সহযোগীতায়- জাপানের JICA প্রকল্প সহায়তা (Project Assistance- PA)
- > পরামর্শক ও নির্মাণের তত্ত্বাবধান- জাপানের নিশ্চিন কোম্পানি লি.
- > নির্মাণ কাজ উদ্বোধন- ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।***
- > নির্মাণ কাজ সমাপ্ত- ২০২৬ সালে।
- > মোট দৈর্ঘ্য- ৩১.২৪ কি.মি.***। মোট স্টেশন- ২১টি।
- > রুট- ২টি (বিমানবন্দর রুট ও পূর্বাচল)

রুট-১	রুট-২
রুট- বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর	রুট- নতুনবাজার থেকে পিটলগঞ্জ ডিপো
দৈর্ঘ্য- ১৯.৮৭২ কিলোমিটার	দৈর্ঘ্য- ১১.৩৬৯ কিলোমিটার
স্টেশন- ১২টি	স্টেশন- ৯টি
ধরন- পাতাল	ধরন- উড়াল

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

- অবস্থান- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত (বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী)
- সংযোগ সড়কসহ মোট দৈর্ঘ্য- ৪৬.৭৩ কি.মি.
- মূল সড়কের দৈর্ঘ্য- ১৯.৭৩ কি.মি.
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠান- ইতালিয়ান-থাই ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লি.
- ভিত্তি প্রস্তর- ৩০ নভেম্বর, ২০১১
- কাওলা থেকে ফার্মস্টেট পর্যন্ত চালু হয়- ২ সেপ্টেম্বর, ২০২০।
- সমাপ্তি- ৩০ জুন, ২০২৪

দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে

- অফিসিয়াল নাম- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক
- চালু হয়- ১২ মার্চ, ২০২০ (উদ্বোধন - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা)
- রুট- ঢাকা - মাওয়া - ভাঙা এক্সপ্রেসওয়ে।
- এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য- ৫৫ কিলোমিটার
- ঢাকার সাথে যুক্ত হয়- ২২টি জেলা।
- বিশ্বের দীর্ঘতম এক্সপ্রেসওয়ে- দিল্লী-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে, ভারত (দৈর্ঘ্য- ১৩৫০ কিমি)
- পৃথিবীর দীর্ঘতম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে- ব্যাং না এক্সপ্রেসওয়ে, থাইল্যান্ড।

বিতীয় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

- বর্তমান নাম- মেয়ার মহিউদ্দিন চৌধুরী এক্সপ্রেসওয়ে।
- সংযুক্ত অবস্থান- লালখান বাজার থেকে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত।
- নির্মাণ কাজের উদ্বোধন- ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ সালে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন- ১৪ নভেম্বর, ২০২৩।
- অর্থায়নে- বাংলাদেশ সরকার। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান- ম্যাঝ-র্যাংকন
- মূল এলিভেটেড অংশের দৈর্ঘ্য- ১৬ কি.মি।
- মোট দৈর্ঘ্য- ২৮.৫ কি.মি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেল সেতু

- যে নদীতে তৈরি হচ্ছে- যমুনা।
- অবস্থান- বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সড়ক সেতুর ৩০০ মিটার উজানে
- সংযুক্ত করবে- টাঙ্গাইল-সিরাজগঞ্জ
- দৈর্ঘ্য- ৮.৮ কি.মি. (ডুয়েলগেজ ডাবল-ট্র্যাক)
- নির্মাণে আর্থিক সহায়তা করছে- বাংলাদেশ সরকার ও জাপান

পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে (শেখ হাসিনা সরণি)

- প্রকল্পের রুট- কুড়িল বিশ্বরোড থেকে পূর্বাচল পর্যন্ত।
- দৈর্ঘ্য- ১২.৫ কিলোমিটার।
- মোট লেন- ১৪টি (৮টি লেন এক্সপ্রেসওয়ে এবং ৬টি লেন সার্ভিস রোড)
- একনেকে অনুমোদন- ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ

- নির্মাণ কাজ শুরু- ২৯ জুলাই, ২০১৮ সালে।
- আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন- ১ নভেম্বর, ২০২৩।
- রেলপথের দৈর্ঘ্য- ১২.২৪ কি.মি.
- রুট- আখাউড়া, ব্রাক্ষণবাড়িয়া থেকে আগরতলা, ত্রিপুরা।

খুলনা-মংলা রেলপথ

- নির্মাণ কাজ শুরু- ২০১৬। উদ্বোধন- ১ নভেম্বর, ২০২৩।
- মোট দৈর্ঘ্য- ৯০ কি.মি।
- ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান- ভারতের।
- সংযোগ জেলা- খুলনা ও বাগেরহাট।

মাতারবাড়িতে প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর ***

- অবস্থিত- কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়িতে
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাচী কমিটি (ECNEC) অনুমোদন করে- ১০ মার্চ, ২০২০
- গভীর সমুদ্রবন্দর চ্যানেল ও প্রথম টার্মিনাল নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন- ১১ নভেম্বর, ২০২৩।
- টার্মিনাল থাকবে- ২টি (৩০০ ও ৪৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের)।
- পরামর্শক ও নির্মাতা প্রতিষ্ঠান- নিশ্চিন সিনো কোম্পানি লি., জাপান
- চ্যানেলের গভীরতা- ১৬ মিটার (৫২ ফুট)
- চ্যানেলের দৈর্ঘ্য- ১৪.৩ কি.মি। প্রস্থ- ৩৫০ মিটার।
- GDPCTে অবদান- ২-৩%।
- যে বন্দরের আদলে হবে- জাপানের কাশিমা ও নিগাতা নামের দুটি বন্দরের আদলে।
- বাস্তবায়নের সময়- (২০২০-২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত)
- অর্থায়নে- জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগি সংস্থা (JICA), বাংলাদেশ সরকার এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
- সুবিধা- ২৮ কি.মি. দৈর্ঘ্যের চার লেনবিশিষ্ট সড়ক এবং ১৭টি সেতু ১৬মিটার গভীরতায় ৮,০০০ TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) কনটেইনারবাহী জাহাজ ভিত্তে পারবে।
- এটি দেশের ৪ৰ্থ বন্দর কিন্তু গভীর সমুদ্রবন্দর হিসেবে- প্রথম।
- অন্য তিনটি বন্দর- ১. চট্টগ্রাম(১৮৮৭), ২. মংলা(১৯৫০), ৩. পায়ারা (২০১৬)।
- ২৫ এপ্রিল, ২০২৩ প্রথম বার মাতারবাড়ি সমুদ্রবন্দরের জেটিতে নোঙ্গর করে দেশের সবচেয়ে বড় পণ্যবাহী জাহাজ- এমভি অসু মারো।
- মঙ্গিসভার বৈঠকে দেশের প্রথম সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প বাতিল করে- ৩১ আগস্ট, ২০২০।
- মাতারবাড়ি সমুদ্রবন্দর টার্মিনাল চালু হবে- ২০২৬ সালে।

পায়ারা সমুদ্র বন্দর

- অবস্থান- পুটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার রামনাবাদ চ্যানেলে
- এটি বাংলাদেশের- তৃতীয় সমুদ্র বন্দর।
- আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে- ১৩ আগস্ট, ২০১৬।
- দৈর্ঘ্য- ৩০ কি.মি।
- দ্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সমুদ্র বন্দর- পায়ারা সমুদ্র বন্দর।
- ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান- সিএসআইসি ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড, চীন।

সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা

খাত	সহায়তাকারী
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, তিঙ্গা মহাপরিকল্পনা, সাবমেরিন তৈরিতে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, পায়ারা সমুদ্র বন্দর, পক্ষা রেল সেতু	চীন
মেট্রোরেল, বিগ-বি প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু রেল সেতু, মহেশখালী বিদ্যুৎকেন্দ্র	জাপান
আর্ট পরিচয়পত্র (NID)	ফ্রান্স
ডেল্টা প্ল্যান-২১০০/ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০	নেদারল্যান্ডস
ই-পাসপোর্ট, ৫০০ টাকার নেট ছাপানো হয়	জার্মানি

উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর উদ্বোধনের তারিখ

উদ্বোধন	প্রকল্প
২৫ জুন, ২০২২	পদ্মা সেতু উদ্বোধন
২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	চাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে
৭ অক্টোবর, ২০২৩	শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল
১০ অক্টোবর, ২০২৩	পদ্মা রেল সেতু
২৮ অক্টোবর, ২০২৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল
	আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ
১ নভেম্বর, ২০২৩	খুলনা-মোংলা রেলপথ
	রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র
৪ নভেম্বর, ২০২৩	দেশের তৃতীয় মেট্রোরেল
	মেট্রোরেলের আগারগাঁও-মতিঝিল অংশ
	দোহাজারি-কক্ষবাজার রেলপথ
১১ নভেম্বর, ২০২৩	কক্ষবাজার আইকনিক রেলস্টেশন
	মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর
	মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র
	শেখ হাসিনা সরণি
১৪ নভেম্বর, ২০২৩	মেয়ের মহিউদ্দিন চৌধুরী এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে
১ ডিসেম্বর, ২০২৩	দোহাজারি-কক্ষবাজার রেলপথ সর্বসাধারণের জন্য চালু

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ প্রকল্প

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ প্রকল্প

বিদ্যুৎ কেন্দ্র	উৎপাদন ক্ষমতা	উপাদান	অবস্থান
মাতারবাড়ী	১২০০ মে.ও	কয়লা	মাতারবাড়ী, কক্ষবাজার
রামপাল	১৩২০ মে.ও	কয়লা	রামপাল, বাগেরহাট
পায়রা	১৩২০ মে.ও	কয়লা	কলাপাড়া, পটুয়াখালী
রূপপুর	২৪০০ মে.ও	ইউরেনিয়াম	রূপপুর, পাবনা

পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- অবস্থান - কলাপাড়া, পটুয়াখালী। উৎপাদন ক্ষমতা - ১৩২০ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির প্রধান উপাদান - কয়লা।
- সহায়তাকারী দেশ - চীন (বাংলাদেশ-চায়ন পাওয়ার কোম্পানি লি.)
- দেশে উৎপাদনে আসা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র - পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন - ২১ মার্চ, ২০২২।
- দেশের দ্বিতীয় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র - পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র
- দেশের প্রথম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র - বড়পুরুরিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র, দিনাজপুর।
- পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কয়লা আমদানী হয় - ইন্দোনেশিয়া থেকে

আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহারে বিশ্বে বাংলাদেশ	১৩তম
আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহারে এশিয়ায় বাংলাদেশ	সপ্তম
পরিবেশ রক্ষায় যে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কয়লাভিত্তিক প্রকল্প বা প্লান্টের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা হয় তাকে আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি বলে।	

মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যাট রামপাল *

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয় ইউনিটের উদ্বোধন করেন - ১ নভেম্বর, ২০২৩।
- বাণিজ্যিকভাবে প্রথম ইউনিট (৬৬০ মেগাওয়াট) উৎপাদন হয় - ২৩ ডিসেম্বর, ২০২২।
- অবস্থান - বাগেরহাটের রামপালের সাপমারী।
- উৎপাদন ক্ষমতা - ১৩২০ মেগাওয়াট। (** ২×৬৬০ মেগাওয়াট)
- কেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছে - কয়লা দ্বারা। সহায়তাকারী দেশ - ভারত
- রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ভারতের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ১২ জুলাই, ২০১৬।
- রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত - পশ্চ নদীর তীরে।
- সুন্দরবন হতে দূরত্ব - ১৪ কি.মি.
- মালিক - ভারতের ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কোম্পানি ও বাংলাদেশের পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র **

- অবস্থিত - পাবনার দীশ্বরদী উপজেলার রূপপুরে।
- রাশিয়ার সাথে চূড়ান্ত ঝণ চুক্তি হয় - ২০১৫ সালে।
- প্রথম পর্যায়ের নির্মাণ শুরু হয় - ২ অক্টোবর, ২০১৩ সালে।
- উৎপাদন ক্ষমতা - ২৪০০ মেগাওয়াট। দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্প।
- প্রথম বার - ১২০০ মেগাওয়াট, দ্বিতীয় বার - ১২০০ মেগাওয়াট।
- সহায়তা করছে - রাশিয়া (৯০%)
- নির্মিত হচ্ছে - রাশিয়ার রোসাটোম স্টেট অ্যাটমিক এনার্জি কর্পোরেশনের দায়িত্বে।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আয়ুক্তাল - ৫০ বছর।
- রোসাটোম - রাশিয়ার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র - বরিশালের হিজলাতে।
- বাংলাদেশ পরমাণু ক্লাবের সদস্য - ৩৩তম দেশ।

প্রথম নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর ভেসেল বা চুল্লি	১০ অক্টোবর, ২০২১
উদ্বোধন করা হয়	
দ্বিতীয় নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর ভেসেল বা চুল্লি	১৯ অক্টোবর, ২০২২
উদ্বোধন করা হয়	
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য রাশিয়া জ্বালানি হিসেবে	৫ অক্টোবর, ২০২৩
ইউরেনিয়াম হস্তান্তর করে	

মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

- অবস্থিত - কক্ষবাজারের মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী ও ধলঘাটা ইউনিয়নে ১ হাজার ৪১৪ একর জমিতে।
- প্রকল্পের নাম - মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল্ড ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট।
- উৎপাদন ক্ষমতা - ১২০০ মেগাওয়াট।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান উপাদান - কয়লা।
- বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে প্রথম ইউনিট - ৬০০ এবং দ্বিতীয় ইউনিটে - ৬০০ মেগাওয়াট।
- সহযোগিতা - জাপান ও বাংলাদেশ সরকার।
- প্রকল্প বাস্তবায়ন - জাপানের সুমিতমো টেকনোলজি
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট (৬০০ মেগাওয়াট) এবং সিলেল পয়েন্ট মুরিং (SPM) উদ্বোধন করে - ১১ নভেম্বর, ২০২৩

মহেশখালী বিদ্যুৎ প্রকল্প

- অবস্থিত - কক্ষবাজারের মহেশখালীতে।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে - ৩,৬০০ মেগাওয়াট।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে - এলএনজি ভিত্তিক।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করবে - কোম্পানী জেনারেল ইলেক্ট্রনিক (জিই)
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ও জেনারেল ইলেক্ট্রনিকের সঙ্গে সমরোতা স্বাক্ষর সই করে - ১১ জুলাই, ২০১৮

শতভাগ বিদ্যুতায়ন

- > বাংলাদেশ শতভাগ বিদ্যুতায়িত হয়- ২১ মার্চ, ২০২২। ***
- > বাংলাদেশ শতভাগ বিদ্যুতায়নের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- > সর্বশেষ বাংলাদেশের যে উপজেলায় বিদ্যুতায়ন ঘটে- রাঙাবালী উপজেলা*, পটুয়াখালী (সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুতায়ন ঘটে)
- > প্রথম সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুতায়ন ঘটে যে দ্বীপে- সন্দীপ, চট্টগ্রাম**।
- > ২০০৯ সালে দেশের জনগোষ্ঠী বিদ্যুতের আওতায় ছিল- ৪৭ শতাংশ।
- > ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্যোগ গ্রহণ করেন- শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ।
- > দেশে বর্তমান বিদ্যুৎের গ্রাহক রয়েছে- ৪ কোটি ৬৩ লক্ষ।
- > বর্তমানে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা - ১৫২টি /পরিবর্তনশীল তথ্য।
- > বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা- ২৯,৭২৭ মেগাওয়াট।
- > সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন- ১৫৬৪৮ মে.ও (১৯ এপ্রিল, ২০২৩)
- > মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন - ৬০২ মেগাওয়াট।
- > বিদ্যুৎ বিতরণ লস - ৭.৬৫%
- > বিদ্যুৎ বিভাগের জরুরী সেবা মন্ত্র- ১৬৯৯৯

/তথ্য সূত্র- বিদ্যুৎ বিভাগ, ৯ জানুয়ারি, ২০২৪।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

- > সপ্তম পঞ্চবার্ষিকীর মেয়াদ - ২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত(মেয়াদ - ৫ বছর)
- > প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয় - ১৯৭৩ - ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত।
- > পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তক দেশ- সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)
- > পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তক - রাশিয়ার জোসেফ স্ট্যালিন (১৯২৮ সালে)
- > বাংলাদেশের একমাত্র দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনা ছিল - ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত।

৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

- > মেয়াদ - জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত। ***
- > স্লোগান- সকলের সাথে সমৃদ্ধির পথে।
- > গুরুত্ব দিচ্ছে- ২ টি বিষয় (ত্বরান্বিত সমৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি)
- > বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে - আমীণ রূপান্তর
- > বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল- “আমার আম, আমার শহর”
- > অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ছির লক্ষ্য - রূপকল্প ২০৪১।
- > রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য ছিরকৃত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সিরিজ- ৪টি।
- > রূপকল্প ২০৪১ সিরিজের প্রথম পরিকল্পনা- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
- > মেয়াদ কাল - ৫ বছর, সূচক- ১০৪টি

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য

বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা	৪৭ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা
কর্মসংস্থান হবে	১ কোটি ১৩ লাখ
মোট জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে	৮.৫১ শতাংশ (২০২৪-২৫ অর্থবছরে)
গড় প্রবৃদ্ধি	৮ শতাংশ
দারিদ্র্যের হার	১৫.৬ শতাংশ
মাথাপিছু আয়	৩১০৬ \$
বিদ্যুৎ উৎপাদন	৩০,০০০ মেগাওয়াট

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা

মেয়াদ	২০২১-২০৪১ (২০ বছর)
রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপান্তর	দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা
যোষিত আর্থিক স্তর	৪টি
জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) এ অনুমোদন	২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০
চ্যালেঞ্জ	১৫টি
ভিত্তি বছর	২০২০

পরিকল্পনাগুলো....

মাথাপিছু আয় হবে	১২,৫০০ \$	জিডিপির প্রবৃদ্ধি	৯.৯ শতাংশ
মুদ্রাক্ষীতি হবে	৪.৫ শতাংশ	গড় আয়ুকাল	৮০ বছর
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	১.০৩ শতাংশ	শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে ৪ জন
দারিদ্র্যের হার	৩%	চরম দারিদ্র্যের	০.৬৮%
রূপকল্প-২০৪১ এর উদ্দেশ্য- বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা			

রূপকল্প- ২০৪১/ বাংলাদেশ ভিশন-২০৪১

- প্রধান লক্ষ্য- বঙ্গবন্ধুর ঘনের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা 'রূপকল্প-২০৪১'
- ২০৪১ সালে রূপকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে যে কয়টি খাতকে চিহ্নিত করেছে জাপান- ৬টি।

রূপকল্প-২০৪১ এর প্রধান প্রধান লক্ষ্যগুলো

মাথাপিছু আয় হবে	১২,৫০০ মার্কিন ডলার
জিডিপির প্রবৃদ্ধি বজায় থাকবে	৯%
রপ্তানি আয় হবে	৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
গড় আয়ুষ্কাল হবে	৮০ বছর
মোট জনসংখ্যার বাস্তু সেবা প্রদান করা হবে	৭৫% কে
প্রাণ্ডব্যবস্থার সাক্ষরতার হার হবে	১০০%
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হবে	১% এর নিচে

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (SDG)***

- SDG এর পূর্ণরূপ- Sustainable Development Goals.
- মেয়াদ - ১৫ বছর (১ জানুয়ারি, ২০১৬ - ৩১ ডিসেম্বর, ২০৩০)
- লক্ষ্যমাত্রা (Goals) - ১৭টি। ইনডিকেটর- ২৩২টি।
- সহযোগী লক্ষ্যমাত্রা (Targets)- ১৬৯টি।
- গৃহিত হয় - ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে।
- SDG- ধারণা প্রতিষ্ঠা - ২০১২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরিও তে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনে
- শিরোনাম- Transforming our world; the 2030 Agenda for Sustainable Development
- মূল উদ্দেশ্য/ ক্ষেত্র- ৫টি (People, Planet, Peace, Prosperity and Partnership)
- SDG শুরুত্ব দেয়- সামাজিক উন্নয়নকে
- SDG এর পূর্বসূরি হলো- MDG (Millennium Development Goals)
- MDG এর মেয়াদ ছিল - ২০০১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত।*
- MDG এর লক্ষ্য ছিল - ৮টি।
- বাংলাদেশ অর্জন করে - শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস (২০১০ সাল)।

SDG বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (Goals) ১৭ টি

- দারিদ্র্য **
- স্কুলায়ুক্তি**
- সুবাস্থ **
- মানসম্মত শিক্ষা **
- লিঙ্গ সমতা **
- সুপেয় পানি ও পয়ঃনিকাশন ব্যবস্থা
- নবায়নযোগ্য ও ব্যয়সাধ্য জ্বালানী
- কর্মসংজ্ঞান ও অর্থনীতি
- উজ্জ্বল ও উন্নত অবকাঠামো
- বৈশ্বিক প্রযোগ
- সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার
- জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ ***
- টেকসই মহাসাগর
- ভূমির টেকসই ব্যবহার
- শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান*
- টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব।

ই-পাসপোর্ট (E-Passport) ***

- অপর নাম- বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট। প্রথম চালু করে ১৯৯১ সালে মিশনের ও ১৯৯৭ সালে মালয়েশিয়া।
- বাংলাদেশ চালু করে- ২২ জানুয়ারি, ২০২০।
- বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট চালু করতে চুক্তি করে- জার্মানির সাথে।
- বাংলাদেশের ই-পাসপোর্ট নিরাপত্তা দিবে- ৩৮ ধরনের।
- Bangladesh Machine Readable (MRP) ই-পাসপোর্ট চালু করে- ২০১০ সালে।
- একুশ-ই-বুক চালু করে- ২০১৬ সালে।
- ২২ ধরনের সেবা নিয়ে স্মার্ট ভোটার আইডি কার্ড চালু হয়- ২০১৬ সালে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বর্তমান নাম সাইবার সিকিউরিটি আইন

- সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্ত, প্রতিরোধ ও দমন করতে সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩ পাশ করা হয়।
- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংসদে পাশ হয়- ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮।
- মন্ত্রিসভা সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রস্তুত করে- ৭ আগস্ট, ২০২৩।
- জাতীয় সংসদে 'সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩' পাশ হয়- ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।***
- রাষ্ট্রপতি সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩ এ স্বাক্ষর করলে আইনে পরিণত হয়- ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।
- সাইবার নিরাপত্তা আইনের মোট ধারা রয়েছে- ৬০টি।
- প্রত্নাবিত সাইবার নিরাপত্তা আইনে অজামিনযোগ্য ধারা- ৪টি (১৭, ১৯, ২৭, ৩০)।
 - ধারা-১৭ - গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরিকাঠামোতে বেআইনি প্রবেশ ইত্যাদি দণ্ড।
 - ধারা-১৯ - কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম ইত্যাদির ক্ষতিসাধন ও দণ্ড।
 - ধারা-২৭ - সাইবার সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের অপরাধ ও দণ্ড।
 - ধারা-৩০ - অপরাধ সংঘটনে সহায়তা ও ইহার দণ্ড।

নির্মিতব্য/প্রত্নাবিত কিছু তথ্য

- গার্মেন্টস পল্লী হচ্ছে- মুসিগঞ্জের বাউশিয়া।
- ওষধ পার্ক হচ্ছে - মুসিগঞ্জের গজারিয়া।
- মুদ্রনশিল্প নগরী হচ্ছে - মুসিগঞ্জের সিরাজিদিখান।
- বে-অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে - গাজীপুর।
- ট্যানারী শিল্প পার্ক - সাভার, ঢাকা।
- হাইটেক পার্ক অঞ্চল হচ্ছে - গাজীপুর।
- সফটওয়্যার পার্ক নির্মিত - কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
- দেশের তৃতীয় শেয়ার বাজার হবে - খুলনা।
- বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি - গাজীপুর।
- জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প - সীতাকূন্ড, চট্টগ্রাম
- প্রথম বেসরকারি সম্মুদ্র বন্দর হবে- মীরসরাই, চট্টগ্রাম।
- কেমিক্যাল পল্লী হবে- সোনাকান্দা, কেরানীগঞ্জ।
- প্লাস্টিক শিল্পনগরী হবে- কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
- দেশের নতুন দুটি বিভাগ হবে- পদ্মা ও মেঘনা

বিবিধ প্রসজ্জ

- টেলিটেক প্রথমবারের মতো 5G সেবা চালু করে- ১২ ডিসেম্বর, ২০২১।
- মোবাইল নিবন্ধন NEIR (National Equipment Identity Register) শুরু হয় - ১ জুলাই, ২০২১
- স্মার্ট কার্ড পরিচয় পত্র বাংলাদেশ তৈরি করে - ফ্রাস থেকে।
- বাংলাদেশ ইলেক্ট্রিক ট্রেন (ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ) এর দৈর্ঘ্য - ২৩ কিমি।
- 'জয়বাংলা' কে জাতীয় প্রোগ্রাম করে প্রজ্ঞাপন জারি - ২ মার্চ, ২০২২।
- বঙ্গবন্ধুর সর্বোচ্চ ভাস্কার্য 'বজ্রকর্ষ' অবস্থিত - হালিশহর, চট্টগ্রাম।

চন্দ্রভিয়ানে সফল- ৫টি দেশ

রাশিয়া (প্রথম দেশ)	যুক্তরাষ্ট্র (বিত্তীয় দেশ)
মিশনের নাম- লুন-২।	মিশনের নাম- সার্ভেয়র-১।
যাত্রা শুরু- ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯	যাত্রা শুরু- ৩০ মে, ১৯৬৬
সফল অবতরণ- ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯	সফল অবতরণ- ১ জুন, ১৯৬৬
চীন (তৃতীয় দেশ)	ভারত (চতুর্থ দেশ)
মিশনের নাম- চ্যাঙ্গই-৩।	মিশনের নাম- চন্দ্রান-৩।
যাত্রা শুরু- ৬ ডিসেম্বর, ২০১৩	যাত্রা শুরু- ১৪ জুলাই, ২০২৩
চাঁদে অবতরণ- ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৩	চাঁদে অবতরণ- ২৩ আগস্ট, ২০২৩।

- জাপান পঞ্চম দেশ হিসেবে চাঁদে মহাকাশ্যান 'স্ট্রিম' প্রেরণ করে - ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।****
- চাঁদে প্রথম মনুষ্যান পাঠান- যুক্তরাষ্ট্র।
- ২১ জুলাই, ১৯৬৯ অ্যাপোলো-১১ এর আরোহী হয়ে প্রথম চাঁদের মাটিতে হাঁটেন- নীল আর্মস্ট্রং।
- ভারতের মহাকাশ সংস্থার নাম- ISRO (Indian Space Research Organization)
- জাপানের মহাকাশ সংস্থা জাঙ্গা যে চন্দ্র্যান প্রস্তুত করছে- মুন স্লাইপার।

পরিবর্তিত নাম

পুরাতন রাজধানী	নতুন রাজধানী
জাকার্তা (ইন্দোনেশিয়া)	নুসানতারা (বোনিও দ্বীপের কালিমাত্তানে) ২০২৪ সালে হবে।
পুরাতন মুদ্রা	নতুন মুদ্রা
রিয়াল (ইরান)	তুমান
দেশের পুরাতন নাম	দেশের নতুন নাম
তুরস্ক	তুর্কিয়ে (Turkey)
মেসিডোনিয়া	রিপাবলিক অব নর্থ মেসিডোনিয়া
সোয়াজিল্যান্ড	দ্য কিংডম অব ইসওয়াতিনি
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	উইন্ডিজ
পূর্ব তিমুর	তিমুর লিসতে

সংখ্যা তথ্য

সংখ্যা	বিশেষ তথ্য
২টি	বাংলাদেশের সাবমেরিন(২০১৭ সালে চীনের থেকে ক্রয় করা ০৩৫জি ক্লাসের- বানৌজা নব্যাত্রা, বানৌজা জয়ব্যাত্রা)
৫টি	বর্তমানে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সর্বশেষ- শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা)
৩টি	বর্তমানে দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট)
৬টি	বাংলাদেশের ড্রিমলাইনারের সংখ্যা (সর্বশেষ- অচিন পাখি, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯)
১০টি	বাংলাদেশ ব্যাংকের হেড অফিস সহ শাখা (সর্বশেষ- ময়মনসিংহ)
১১টি	বর্তমানে শিক্ষা বোর্ড (সর্বশেষ- ময়মনসিংহ)
১২টি	বর্তমান দেশের সিটি কর্পোরেশন (সর্বশেষ- ২ এপ্রিল, ২০১৮ ময়মনসিংহ ১২তম সিটি কর্পোরেশন হিসেবে ঘোষণা করা হয়)
২৫টি	বর্তমান ছলবন্দর (সর্বশেষ- মুজিবনগর ছলবন্দর, মেহেরপুর)
২৬টি	বর্তমানে সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার
২৯টি	বর্তমান দেশের গ্যাসক্ষেত্র (সর্বশেষ- ইলিশা-১, ভোলা সদর)
৩০তম	বাংলাদেশ পরমাণু ক্লাবের সদস্য
৩৩টি	সেনানিবাস (সর্বশেষ- আদুল হামিদ সেনানিবাস, ইঠনা, মিঠামই, কিশোরগঞ্জ)
৩৯টি	বর্তমানে দেশে সরকারি এমবিবিএস মেডিকেল কলেজ (সর্বশেষ- বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ)
৪১তম	বাংলাদেশ সাবমেরিন যুগে প্রবেশকারী দেশ
৪৩টি	বর্তমান দেশে মন্ত্রণালয় ও বিভাগ (সর্বশেষ- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়)
৪৩টি	বর্তমানে দেশের নদীবন্দর (সর্বশেষ- নাজিরগঞ্জ নদীবন্দর, পাবনা)
৪৪টি	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল [সর্বশেষ- ২টি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন- বিএনএম এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি- বিএসপি)]
৫৫টি	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেহেরপুর)
৫৭তম	বাংলাদেশ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপককারী দেশ
৬১টি	বর্তমানে তফসিলভুক্ত ব্যাংক (সর্বশেষ- সিটিজেন ব্যাংক)
৩৩০টি	বর্তমানে বাংলাদেশের পৌরসভা (সর্বশেষ- শ্যামনগর, সাতক্ষীরা)

৪৯টি	বর্তমানে বাংলাদেশের উপজেলা [সর্বশেষ- সৈদগাঁও (করুবাজার), ডাসার (মাদারীপুর), মধ্যনগর (সুনামগঞ্জ)]
৫০০ জন	বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা (নভেম্বর, ২০২৩)

স্বল্পন্নত দেশ (LDC)

LDC-এর পূর্ণরূপ Least Developed Countries	
জাতিসংঘ সর্বপ্রথম LDC এর তালিকা প্রকাশ করে	১৯৭১ সালে
বাংলাদেশ এলডিসি ভুক্ত হয়	১৯৭৫ সালে
Ecosoc এর সুপারিশে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে	১৯৭৬ সালে
LDC'র তালিকায় নাম গৃহীত হয়	
বাংলাদেশ স্বল্পন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করে	১৬ মার্চ, ২০১৮
LDC থেকে উত্তরণের জন্য CDP চূড়ান্ত সুপারিশ করে বাংলাদেশকে	২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২
বাংলাদেশ LDC থেকে আনন্দানিকভাবে বের হবে	২৪ নভেম্বর, ২০২৬
বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নে শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধা পাবে	২০২৯ সাল পর্যন্ত
Trade Related Aspects Intellectual Property Rights (TRIPS) চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে	১ জুলাই, ২০৩৪ পর্যন্ত
১৯৭১ সালে প্রথমে এলডিসিভুক্ত দেশ ছিল	২৫টি
মোট এলডিসিভুক্ত দেশ ছিল	৫২টি (সর্বশেষ- দক্ষিণ সুদান, ২০১২)
বর্তমানে LDC ভুক্ত দেশ	৪৫টি
LDC থেকে মুক্ত দেশ- ৭টি	
১. বতসোয়ানা (১৯৯৪)	৫. নিরক্ষীয় গিনি (২০১৭)
২. কেপভার্ডে (২০০৭)	৬. ভানুয়াতু (২০২০)
৩. মালদ্বীপ (২০১১)	৭. ভুটান (১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ সর্বশেষ বের হয়)***
৪. সামোয়া (২০১৪)	

শর্ত সমূহ	মানদণ্ড	বাংলাদেশের অর্জন (২০১৮)	বাংলাদেশের অর্জন (২০২১)
মাথাপিছু আয়	১২৩০ \$	১২৭৪ \$	১৮২৭ \$
মানব সম্পদ সূচক	৬৬.৮৮ বেশি	৭৩.২	৭৫.৩
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক	৩২ এর নিচে	২৫.২	২৭.৩

- তিনি বছরের গড় মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (GNI) বিবেচনা করা হয় - এলডিসি থেকে উত্তরণের জন্য।
- পুষ্টি, স্বাস্থ্য, স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার হারের সমগ্রয়ে তৈরি হয় - মানব সম্পদ সূচক (HAI)
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আঘাত, জনসংখ্যার পরিমাণ এবং বিশ্ব বাজার থেকে দেশের দূরত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় - অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (EVI)
- বাংলাদেশ LDC থেকে মুক্ত হলে হারাবে যে সুবিধাগুলো - জিএসপি সুবিধা, কপিরাইট সুবিধা, TRIPS এর সুবিধা ও সহজ শর্তে খণ্ড সুবিধা

LDC থেকে উত্তরণের পথে যত দেশ	
সাওতোমে অ্যান্ড প্রিসিপে	১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪
বাংলাদেশ, লাওস, নেপাল	২৪ নভেম্বর, ২০২৬
সলোমন দ্বীপপুঁজি	১৩ ডিসেম্বর, ২০২৭

বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে এলডিসিতে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করে পরবর্তী ১৯৭৫ সালে বিশিষ্ট অর্থনৈতিক অধ্যাপক নুরুল ইসলামের একান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ স্বল্পন্নত দেশের (LDC) তালিকায় যুক্ত হয়।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বা ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০

- > বাংলাদেশের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ হচ্ছে-বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের অধীনে General Economic Division (GED)এবং নেদারল্যান্ডস সরকারের অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তায় একটি দীর্ঘমেয়াদি সময়িত ও সামষিক পরিকল্পনা।
- > অফিসিয়াল নাম- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ন প্রকল্প
- > অর্থনৈতিক সহায়তায়- নেদারল্যান্ডস সরকার।
- > কারিগরি সহায়তায়- Dutch Bagladeshi BanDuDeltas Consortium and Bangladesh Policy Research Institute.
- > সময়োত্তা স্বাক্ষর- ১৬ জুন, ২০১৫।
- > বিষয়- পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনা করে বাংলাদেশের উন্নয়নকে সহায়তার জন্যে প্রণয়ন করা একটি পরিকল্পনা।
- > জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের(NEC) সভায় অনুমোদিত হয়- ২০১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর
- > 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছে- নেদারল্যান্ডসের ডেল্টা প্ল্যানের আদলে
- > যার ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে- প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা

ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় হটেল্পট রয়েছে- ৬টি স্থান

উপকূলীয় অঞ্চল	বরেন্দ্র ও খৰাপ্রবণ অঞ্চল
হাওড় ও আকস্মিক বন্যা অঞ্চল	নগর অঞ্চল
পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল	নদী অঞ্চল ও মোহনা

- > ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এ উচ্চপর্যায়ের জাতীয় অভীষ্ঠ- ৩টি নির্দিষ্ট সংশ্লিষ্ট অভীষ্ঠ রয়েছে- ৬টি
- > রূপকল্পনার লক্ষ্য- নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযাতসহিষ্ণু সম্মুখশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলা
- > প্রধান লক্ষ্য- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো। হটেল্পট - ৬টি
- > মোট প্রকল্প- ৮০টি (অবকাঠামোগত- ৬৫টি এবং সক্ষমতা, দক্ষতা ও গবেষণা- ১৫টি)। মেয়াদ- ৩ টি

স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা	২০৩০ পর্যন্ত
মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা	২০৫০ পর্যন্ত
দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা	২১০০ পর্যন্ত

বাংলাদেশের জরুরী সেবার হটলাইন নম্বর

১০৫**	জাতীয় পরিচয়পত্র তথ্য সেবা
১০৬**	দুর্নীতি দমন কমিশন(দুদক)
১০৯***	নারী ও শিশু নির্যাতন এবং বাল্যবিবাহ
১৩১	বাংলাদেশ রেলওয়ে
৩৩৩ ***	সরকারি তথ্য ও সেবা জানতে কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ সেবা।
৯৯৯**	জাতীয় জরুরী সেবা (পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও এ্যাম্বুলেন্স)
১০৯০	দুর্ঘাগ্রে আগামবার্তা
১০৯৮**	শিশুর সহায়তা
১০৯২২	মহিলা সংস্থা বা তথ্য আপা
১৬১০৮	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
১৬১২১	ভোক্তা বাতায়ন
১৬১২২**	ভূমি সেবা হটলাইন
১৬১২৩	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদের সহায়তা
১৬১৬২	ঢাকা ওয়াসা
১৬২৩৬	বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রাহক অভিযোগ
১৬২৬৩ *	বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যসেবা
১৬৭৬৭	সুস্থী পরিবার কল সেন্টার

ডেঙ্গু (Dengue Fever)

- > ডেঙ্গু হলো- ভাইরাস জনিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ।
- > ডেঙ্গু জ্বরের বাহক- এডিস মশা (Aedes Aegypti)
- > ডেঙ্গু জ্বরের ভাইরাসের নাম- ফ্ল্যাভিভাইরাস।
- > ডেঙ্গু শব্দটি এসেছে- স্পেনীয় ভাষা থেকে।
- > বিশ্ব মশা দিবস- ২০ আগস্ট।
- > ডেঙ্গুর লক্ষণ- জ্বর, শরীর ব্যথা, মাথা ব্যথা, চোখের পেছনে ব্যথা, চামড়ায় লালচে দাগ।
- > বিশ্বে ডেঙ্গু প্রতিরোধে টিকা ব্যবহৃত হয়- দুটি (ডেঙ্গুভ্যাক্সিয়া এবং কিউ ডেঙ্গু)
- > ঢাকায় প্রথম ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব শুরু হয়- ১৯৬৫ সালে।
- > মশার লার্ভা নির্মূলে যে ব্যাকটেরিয়া কার্যকর- বাসিলাস থুরিংয়েনসিস ইসরায়েলিসিস (বিটিআই)
- > বিশ্বের প্রথম বাজারজাতকৃত ডেঙ্গু টিকার নাম- ডেঙ্গুভ্যাক্সিয়া (ফ্রান্সি প্রতিষ্ঠান- সানোফির)
- > icddr'b বাংলাদেশের প্রথমবারের মতো ডেঙ্গুর টিকার সফল পরীক্ষা করেছে- টিভি-০০৫ (টেট্রাভেলেন্ট)
- > ডেঙ্গু রোগীদের জন্য দেশীয় মোবাইল অ্যাপ- ডেঙ্গু ড্রপস।

৩টি রোগ নির্মূলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল বাংলাদেশ

পোলিও-২০১৪ কালাজুর-২০২৩ ফাইলেরিয়া-২০২৩

মুজিব চিরস্তন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে 'মুজিব চিরস্তন' শীর্ষক মূল প্রতিপাদ্যের ১০ দিনের অনুষ্ঠান হয়।

- > সময়কাল- ১৭ মার্চ, ২০২১ থেকে ২৬ মার্চ, ২০২১ **
- > স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লোগোর নকশা করেন- রামেন্দু চক্ৰবৰ্তী
- > লোগো ব্যবহার করা হয়- ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত **

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী	বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী
সময়- ২৬ মার্চ, ২০২১- ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১	১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর, ২০২১ শীর্ষ অনুষ্ঠান- মহাবিজয়ের মহানায়ক
২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন- ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি	অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি- রামনাথ কোবিন্দ বাংলাদেশ- ভারত সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তিতে মৈত্রী দিবস উত্থাপন করে ১৮টি দেশ- ৬ ডিসেম্বর, ২০২১

মুজিব শতবর্ষ: ২০২০-২২

- > মুজিব শতবর্ষের ক্ষণ গণনা শুরু হয়- ১০ জানুয়ারি, ২০২০ থেকে।
- > মুজিববর্ষের থিম সং- তুমি বাংলার ধ্রুব তারা, তুমি বাংলার
বাতিঘর, (গৌত্তিকার- কামাল আব্দুল নাহের চৌধুরী, সুরকার-
নকিব খান, শিল্পী- শেখ রেহানাসহ ২০ জন)।
- > মুজিববর্ষের প্রোগ্রাম- মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি, আর্থিক খাতের অগ্রগতি
পুরস্কার প্রবর্তন- গ্রিন ফ্যাস্টের অ্যাওয়ার্ড।
- > মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নোট চালু হয়- ২০০ টাকা (১৭ মার্চ, ২০২০)
- > মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে পত্রিকা চালু- কালি ও কলম।
- > মুজিববর্ষের সময়- ১৭ মার্চ, ২০২০ - ৩১ মার্চ, ২০২২ সাল পর্যন্ত*
- > ইউনেস্কো তার সদর দপ্তরে ৪০তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের
সাথে মুজিববর্ষ পালনের সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয় - ২৫ নভেম্বর
২০১৯ সালে।
- > যৌথ বা দ্বিপক্ষীয়ভাবে মুজিববর্ষ পালন করেছে - ১৯৫ টি দেশ
- > মুজিববর্ষের লোগোর ডিজাইনার- সব্যসাচী হাজরা।**

ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରହମାନେର ୩ୟ ଏତ୍ତୁ **

অসমাণ্ড আত্মজীবনী (The Unfinished memoirs)

বঙ্গবন্ধুর প্রথম আজাজীবনী	অসমাঞ্চ আজাজীবনী
দি ইউনিভার্সিটি প্রেস' থেকে প্রকাশিত হয়	২০১২ সালের জুনে
লেখার জন্য অনুপ্রেরণা দেন ইংরেজি অনুবাদ করেন	শেখ ফজিলাতুম্মেসা মুজিব ঢাবির ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ফখরুল আলম
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্থান পেয়েছে গুরুত্ব লেখা হয়	১৯২০-১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ১৯৬৭-১৯৬৯ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে
লেখা শুরু করেন	১৯৬৭ সালে
বইটির ভূমিকা লিখেন	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
গুরুত্ব সম্পাদনা করেছেন	সামসৃজ্জমান খান
প্রচন্দ শিল্পী ছিলেন	সমর মজুমদার
প্রকাশক	দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. (ইউপিএল)
গুরুত্ব	বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট
বইটি প্রকাশিত হয়েছে	মোট ২১টি ভাষায়
অসমাঞ্চ আজাজীবনী নিয়ে নির্মিত চলচিত্র	চিরঙ্গীব মুজিব [পরিচালক- নজরুল ইসলাম]
চলচিত্রে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করবেন	আহমেদ রুবেল

- > বইটি অনুদিত হয়েছে— ২০টি ভাষায় (ইংরেজি, চীনা, জাপানিজ, আরবি, ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি, উর্দু, স্প্যানিশ, অসমীয়া, মালয়, ইতালীয়, রুশ, নেপালী, কোরিয়ান, মারাঠি, ত্রিক, মেঞ্চিকোর স্প্যানিশ, থাই এবং সর্বশেষ অনুদিত- কক্ষবরক ভাষা)
 - > ত্রিক ভাষায় অনুবাদ করেন— দিমিত্রিয়স ভ্যাসিলিয়াডিস
 - > ২০২১ সালের ১২ অক্টোবর মারাঠি ভাষায় প্রকাশ করেন— অপর্ণা ডেলনকার (অনুবাদ গ্রন্থের নাম- অপূর্ণ আত্মকথা)
 - > কোরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন— লি ডং হিউন।
 - > জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেন— কাজুহিরো ওয়াতানাবে।
 - > কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী যুবরাজ দেববর্মা ত্রিপুরার কক্ষবরক ভাষায় অনুবাদ করে অসমাঙ্গ আত্মজীবনীর নাম দেন— ‘পাইথাকয়া লাংমা’।
 - > সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপলক্ষে অসমাঙ্গ আত্মজীবনী ব্রেইল সংক্ষরণ প্রকাশিত হয়— ৭ অক্টোবর, ২০২০।
 - > অসমাঙ্গ আত্মজীবনী যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (ইংরেজি বিভাগ)।

কারাগারের রোজনামচা (Prison Diaries)

বঙ্গবন্ধুর ২য় আতাজীবনী গ্রন্থ	কারাগারের রোজনামচা (স্মৃতিকথা)
বইটির ভূমিকা লেখেন	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
প্রকাশিত হয়	২০১৭ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ৯৭তম জন্ম বার্ষিকীতে
গ্রন্থটি প্রকাশ করে	বাংলা একাডেমি
ইংরেজি অনুবাদ করেছেন	ফখরুর আলম (চাবির ইংরেজি)
নামকরণ করেন	বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা
এছে ছান পেয়েছে	১৯৬৬-৬৮ জেল জীবনের চিত্র
বইটির প্রচ্ছদ শিল্পী	তারিক সুজাত

ଏହିହାତ୍ତ	ବଞ୍ଚବନ୍ଧୁ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରୌସ୍ଟ୍
ବହିଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଯେଛେ	ମୋଟ ୫୮ ଭାଷାଯ
ଅନୁଦିତ ହେଯେଛେ	୪୮ ଭାଷାଯ (ଇଂରେଜି, ଅସମୀୟା, ନେପାଲୀ ଓ ଫରାସି)
ଫରାସି ଭାଷାଯ ଅନୁଦିତ ଗ୍ରହ	Journal De Prison
ବଞ୍ଚବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞଳଖାନାର ଜୀବନେର ଉପର ଲେଖା ବହି	୩୦୫୩ ଦିନ

- ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন - ফিলিপে বেনোয়া়।
 - 'কারাগারে রোজনামচ' এছাটিতে 'বন্দুক দফা' বলতে যে ধরনের কয়েদীদের বোকানো হয়েছে- মেঘের
 - বঙবঙ্গু এই এছের খাতার নাম দিয়েছিলেন - 'থালাবাটি' কম্পল/জেলখানার সম্পর্ক'

আমার দেখা নয়চীন (New China 1952)

চীন প্রমগের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা প্রমণ কাহিনী নির্ভর বই	আমার দেখা নয়াচীন
বঙ্গবন্ধুর ত্যও আতাজীবনী গ্রন্থ	আমার দেখা নয়াচীন
বঙ্গবন্ধু চীন প্রমগের অভিজ্ঞতা নিয়ে বইটি লেখা শুরু করেন	১৯৫৪ সালে
প্রকাশিত হয় অগ্র একুশে গ্রন্থমেলায়	২০২০ সালে ২রা ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি কর্তৃক
বইটির ভূমিকা লিখেছেন	বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা
বইটি ইংরেজি অনুবাদ করেছেন	ফখরুল আলম (১৮ মার্চ, ২০২১)
বইটি সম্পাদনা করেন	শামসুজ্জামান খান
গ্রন্থস্বত্ত্ব	বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

- ১৯৫২ সালের ২-১২ অক্টোবর গণচীনের পিকিং এ এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) বঙ্গবন্ধু, আতাউর রহমান, মানিক মিয়া, ইউসুফ হাসান ও খোন্দকার মো. ইলিয়াসসহ ৫ জন যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধুর এটিই ছিল প্রথম চীন ভ্রমণ। ১৯৫৭ সালে বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বার চীন ভ্রমণ করেন।
 - আমার দেখা নয়াচীন গ্রন্থের প্রচেছে ব্যবহৃত সম্মেলনের লোগো 'শান্তির কপোত' এর চিত্রকর - পাবলো পিকাসো।

ବଞ୍ଚବନ୍ଧୁ ନିଯେ ନିର୍ମିତ ଉତ୍ସେଖଯୋଗ୍ୟ ଚଳଚିତ୍ର

চলচ্চিত্রের নাম	বিশেষ তথ্য	পরিচালক
তজনী	৭ মার্চের ভাষণকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র	সোহেল বয়াতি
মুজিব আমার পিতা	অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র	সোহেল মোহাম্মদ রাণা
পলাশী থেকে ধানমন্ডি	ডকুড্রামামূলক চলচ্চিত্র	আব্দুল গফ্ফার চৌধুরী
গ্রাফিক নডেল	বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র	রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক বৰি
৫৭০	১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড নির্ভর চলচ্চিত্র	আশরাফ শিশির
জয় বাংলা	মুনতাসির মামুনের উপন্যাস অবলম্বনে	কাজী হায়াত
বঙ্গমাতা	শেখ ফজিলাতুর্রেসাকে নিয়ে	গৌতম কৈরী
রাসেলের জন্য অপেক্ষা	শিশুতোষ চলচ্চিত্র	নূর-ই-আলম

- বঙ্গবন্ধুর কিশোর বয়সের কাহিনী নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র- দুঃসাহসী খোকা (পরিচালক- মুশফিকুর রহমান গুলজার)
 - ‘চিরজীব মুজিব’ চলচ্চিত্রের পরিচালক - নুরুল ইসলাম।
 - ‘শেখ রাসেলের আর্টনাদ’ চলচ্চিত্রের পরিচালক - সালমান হায়দার।

মুজিবপিডিয়া (Mujib Pedia)

- বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তৈরি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানকোষ (Encyclopedia)-
মুজিবপিডিয়া।
- প্রধান সম্পাদক- কামাল চৌধুরী। সম্পাদক- ফরিদ কবির।
- নির্বাহী সম্পাদক- আবু মো. দেলোয়ার হোসেন।
- প্রথম প্রকাশিত হয়- ৭ ডিসেম্বর, ২০২২ সালে।
- প্রকাশক- হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার সাকেল বাংলাদেশ লিমিটেড।

বঙ্গবন্ধুর অরণ্যে পালিত দিবস

তারিখ	পালিত দিবস	দিবস পালনের প্রেক্ষাপট
১ মার্চ	জাতীয় বীমা দিবস	<ul style="list-style-type: none"> • ১৯৬০ সালের ১ মার্চ বঙ্গবন্ধু আলফা ইনসুরেন্স কোম্পানিতে যোগাদান। • ২০২০ সালে প্রথম দিবসটি পালিত হয়।
৭ মার্চ	জাতীয় ঐতিহাসিক দিবস	<ul style="list-style-type: none"> • ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। • ২০২১ সালে প্রথম দিবসটি পালিত হয়।
১৭ মার্চ	জাতীয় শিশু দিবস	<ul style="list-style-type: none"> • বঙ্গবন্ধু ১৭ মার্চ, ১৯২০ জন্মগ্রহণ করেন। • ১৯৯৭ সাল থেকে এই দিবসটি পালিত হচ্ছে।
৩ এপ্রিল	জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস	<ul style="list-style-type: none"> • ৩ এপ্রিল, ১৯৭৫ বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক পরিষদে এফডিসি গঠনের প্রত্বাব উত্থাপন করেন।
৮ জুন	জাতীয় চা দিবস	<ul style="list-style-type: none"> • ১৯৫৭ সালের ৪ জুন বঙ্গবন্ধু প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান হিসেবে চা বোর্ডে যোগ দেন। • ২০২১ সালে এই দিবসটি প্রথম পালিত হয়।
৯ আগস্ট	জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস	<ul style="list-style-type: none"> • ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেল অয়েল কোম্পানির কাছ থেকে ৪৫ লাখ পাউডে পাঁচটি গ্যাসকেক্স (তিতাস, বাখরাবাদ, হরিগঞ্জ, রশিদপুর ও কৈলাশটিলা) কিনে জাতীয়করণ করেন।
১৫ আগস্ট	জাতীয় শোক দিবস	<ul style="list-style-type: none"> • ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুসহ সপরিবারে হত্যা করা হয়। • ১৯৯৬ সাল থেকে দিবসটি পালিত হচ্ছে।

- বঙ্গবন্ধুর জুলিওকুরি শাস্তিপদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে পুরক্ষার প্রবর্তনের ঘোষণা দেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাস্তি পুরক্ষার।
- বঙ্গবন্ধুর ২০০টি ভাষণসম্মত নিয়ে 'ভায়েরা আমার' বইটির ভাষণ সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন- প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার নজরুল ইসলাম।
- কূটনীতিবিদদের জন্য বঙ্গবন্ধুর নামে প্রবর্তিত পুরক্ষার - বঙ্গবন্ধু ডিপ্রোম্যাটিক এক্সিলেস অ্যাওয়ার্ড।

শেখ হাসিনা (Sheikh Hasina)

- জন্ম - ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়।
- পড়াশোনা - ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতক ডিপ্রোগ্রামে লাভ করেন।
- ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার সময় তিনি অবস্থান করেন - বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে। (অপশনে না থাকলে দিবেন- বার্লিন, জার্মানি)
- বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর দীর্ঘ ছয় বছর নির্বাসিত জীবন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন - ১৭ মে, ১৯৮১ সালে। (শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস - ১৭ মে)
- শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের ব্যক্তি হিসেবে ষষ্ঠ সভাপতি হন - ১৯৮১ সালে।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হন	৫ বার
সংসদ সদস্য হন	৮ বার
আওয়ামী লীগের সভাপতি হন	৯ বার
সশ্রম হত্যা চেষ্টার শিকার হন	২১ বার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে তথ্যচিত্র

নাম	তথ্যপ্রবাহ
১. লেটস টক উইথ শেখ হাসিনা	১৫০ জন তরঙ্গ-তরঙ্গী নিয়ে শীর্ষক অনুষ্ঠান
২. শেখ হাসিনা দ্যা লিডার	১১ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড রাজনৈতিক তথ্যচিত্র
৩. শেখ হাসিনা, আ ডটার্স টেল	৭০ মিনিটের প্রামাণ্যচিত্রের নির্মাতা - পিপলু খান
৪. হাসিনা হাকাইক	মিসরীয় সাংবাদিক ও গবেষক মুহসেন আলী আরসি
৫. Sheikh Hasina: A True Legend	প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে তৈরি ৪০ মিনিটের প্রামাণ্যচিত্র পরিচালনা করেন- আয়শা এরিন

শেখ হাসিনার গ্রন্থ ও অন্যান্য তথ্য

শেখ মুজিব আমার পিতা (১৯৯৯)	আমাদের ছোট রাসেল সোনা	ওরা টোকাই কেন?
দারিদ্র্য দূরীকরণ কিছু চিন্তা ভাবনা	বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য বঙ্গবন্ধুর ভাষণ	Living is Tears
Democracy Poverty Elimination and Peace		
Democracy is Distressed Humanity		

- 'শেখ হাসিনা ধরলা সেতু' সেতুবন্ধন করেছে- কুড়িহাম ও লালমনিরহাট জেলাকে।
- 'শেখ হাসিনা সেনানিবাস' অবস্থিত- পটুয়াখালী জেলার লেবুখালীতে (৩১তম সেনানিবাস)
- 'শেখ হাসিনা নকশী পল্লী' অবস্থিত- জামালপুরে। শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত- খুলনাতে
- 'Peace and Harmony'- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে নিখিত কবিতার সংকলিত গ্রন্থ।
- ২০২৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এশিয়ার আয়রন লেডি হিসেবে আখ্যায়িত করেন- ব্রিটিশ সাময়িকি দ্য ইকোনমিস্ট।

অ্যাওয়ার্ডের নাম	সাল	প্রদানকারী	অবদান
এসডিজি অঞ্চলিক পুরক্ষার	২০২১	জাতিসংঘ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সল্যুশনস নেটওর্ক (SDSN)	দারিদ্র্য দূরীকরণ, পৃথিবীর সুরক্ষা ও সবার জন্য শাস্তি সম্মতি নিশ্চিতকরণ
WITSA Eminent Persons Award- 2021	২০২১	World Information Technology and Services Alliance (WITSA)	তথ্য প্রযুক্তিতে অবদান রাখায়

২০২৪ সালে বর্ষপূর্তি উৎ্যাপন (প্রতিবছর ১টি প্রক্রিয়াসে)

২৫ বছর	রজত/সিলভার জুবিলী	৭৫ বছর	প্লাটিনাম জয়ষ্ঠী
৫০ বছর	সুবর্ণ/গোল্ডেন জুবিলী	১০০ বছর	শতবর্ষ
৬০ বছর	হীরাক/ডায়ামন্ড জুবিলী	১৫০ বছর	সার্বৰ্ধত বর্ষ
৬৫ বছর	নীলা জয়ষ্ঠী	২০০ বছর	দ্বি-শত বর্ষ

২৫ বছর পৃতি/রজত জয়ষ্ঠী (১৯৯৯ সালের ঘটনা)

- > ১ জানুয়ারি, ১৯৯৯ সালে ১৪টি দেশ ইউরো মুদ্রা ব্যবহার শুরু করে
- > ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারি কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি দেয়।
- > ১৯৯৯ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ প্রথম অংশগ্রহণ করে।

৫০ বছর পৃতি/সুবর্ণ জয়ষ্ঠী (১৯৭৪ সালের ঘটনা)

- > ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে
- > ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেয়
- > ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ বঙ্গবন্ধু OIC এর দ্বিতীয় সম্মেলনে যোগদান করেন।
- > ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি সাক্ষরিত হয়।
- > ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয়।
- > ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ফিফার সদস্যপদ লাভ করে।
- > ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে প্রাইজবন্ড চালু হয়।

৬০ বছর পৃতি/ইরাক জয়ষ্ঠী (১৯৬৪ সালের ঘটনা)

- > ১৯৬৪ সালে বিটিভি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- > ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্ম
- > ১৯৬৪ সালে PLO প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭৫ বছর পৃতি/প্রাচীন জুবিলী (১৯৪৯ সালের ঘটনা)

- > ২৩ জুন, ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা হয়।
- > ১৯৪৯ সালে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্থিত হন।
- > ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ সালে ন্যাটো (NATO) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- > ১৯৪৯ সালে কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- > ১ অক্টোবর, ১৯৪৯ সালে গণচীন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০০ বছর পৃতি/শতবর্ষ (১৯২৪ সালের ঘটনা)

- > ১৯২৪ সালে তুরস্কের খিলাফতের পতন ঘটে।
- > ১৯২৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম প্রেসিডেন্ট লেনিনের মৃত্যু হয়।
- > ১৯২৪ সালে ডাকসু প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন***

- > উদ্বোধন করা হয়- ১৮ মার্চ, ২০২৩।***
- > উদ্বোধন করেন- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- > প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করে- ভারতের পক্ষে 'নুমালিগড় রিফাইনারি লি.' ও বাংলাদেশের পক্ষে 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন'
- > পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য- ১৩১.৫৭ কি.মি।***
- > পাইপলাইনটি বিস্তৃত- ভারতের নুমালিগড় রিফাইনারি শিলিঙ্গড়িস্থিত মার্কেটিং হতে পঞ্চগড় জেলার বাংলাবান্ধা হয়ে দিনাজপুরের পার্বতীপুর পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি ব্যাসের।
- > পাইপলাইনটি দিয়ে ডিজেল সরবরাহ করা সহজ হবে- উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলাসহ সৈয়দপুরে নির্মিতব্য ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে।
- > পাইপলাইনটি অবস্থিত- ভারতের মধ্যে ৫ কি.মি. এবং বাংলাদেশের অংশে- ১২৬.৫৭ কি.মি.
- > দেশে আদানি গ্রুপের ২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়- ৯ মার্চ ২০২৩ সালে ভারতের ঝাড়খন্দ প্রদেশের গোড়া জেলা থেকে।

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া: TIFA চুক্তি স্বাক্ষর

- > TIFA'র পূর্ণরূপ – Trade and Investment Framework Arrangement.
- > চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১।

ভূটান-বাংলাদেশের PTA চুক্তি	ভারত-বাংলাদেশের CEPA চুক্তি
PTA- Preferential Trade Agreement	CEPA- Comprehensive Economic Partnership Agreement
ধরন- শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা চুক্তি (১ম শুল্ক চুক্তি)	ধরন- সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি
চুক্তি স্বাক্ষর- ৬ ডিসেম্বর, ২০২০	চুক্তি স্বাক্ষর-সেপ্টেম্বর, ২০২২

ভূটান-বাংলাদেশ ট্রানজিট চুক্তি***

- > চুক্তি স্বাক্ষর করে- ২২ মার্চ, ২০২৩ (বাংলাদেশের প্রথম ট্রানজিট চুক্তি)
- > চুক্তি স্বাক্ষরের ছান- থিস্পু, ভূটান।
- > চুক্তির লক্ষ্য- পরম্পরারের ভূমি ব্যবহার করে বাণিজ্য জোরদার করা।

বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু-১

- > উৎক্ষেপণ করা হয়- ১১ মে, ২০১৮ আমেরিকার সময়। ১২ মে, ২০১৮ প্রথম প্রহরে ২:১৪ মিনিটে (বাংলাদেশ সময়)
- > ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মাধ্যমে সেবা চালু করে- ১৯ মে, ২০১৯।
- > বাংলাদেশে ক্যাবল সংযোগ ছাড়াই স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখার মাধ্যমে DTH(ডি঱েক্ট টু হোম) চালু করে - বেক্সিমকো কমিউনিকেশনসের "আকাশ"
- > ছায়িত্ব - ১৫ বছরের জন্য রাশিয়ার কাছ থেকে অরবিটাল স্লট কেনা হয়েছে (২০১৪ সাল)।
- > মহাকাশে নির্ধারিত কক্ষপথের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়- যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লারিডার কেপ ক্যানাডেরোল কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে।
- > উৎক্ষেপণকারী প্রতিষ্ঠান- যুক্তরাষ্ট্রের স্পেস এক্সের লক্ষণ প্যাড
- > স্যাটেলাইটটির মূল কাঠামো তৈরি ও ডিজাইন করে- থ্যালেস অ্যালেনিয়া কোম্পানি (ফ্রান্স)।
- > স্যাটেলাইটটি মহাকাশে পাঠানো হয় যে রকেটে- ফ্যালকন-৯
- > মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের অবস্থা- ১১৯°০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে
- > ১৯৫৭ সালে প্রথম স্যাটেলাইট প্রেরণ করেন স্পুটনিক-১ করে- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)
- > স্যাটেলাইটের ধরন - জিওস্টেশনারী কমিউনিকেশন এন্ড ব্রডকাস্টিং

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২

- > দেশের ২য় স্যাটেলাইটের নাম- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২।
- > স্যাটেলাইটের ধরন- আর্থ অবজারভেশন।
- > স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হবে- ২০২৪ সালে।
- > ২য় স্যাটেলাইট প্রকল্পে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পায়- Price water house coopers (PwC), ফ্রান্স।
- > নিয়োগ পায়- ১৯ জানুয়ারি, ২০২০।
- > সহায়তা করছে - গ্লাভকসমস (রাশিয়া) ও এয়ার বাস (ফ্রান্স)
- > সমরোত্ত আরক স্বাক্ষর করে- রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ব মহাকাশ সংস্থা রসকানমাস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান গ্লাভকসমস ও বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি (BSCL)
- > আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে- ৩৭০৭ কোটি টাকা।

দেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটি ****

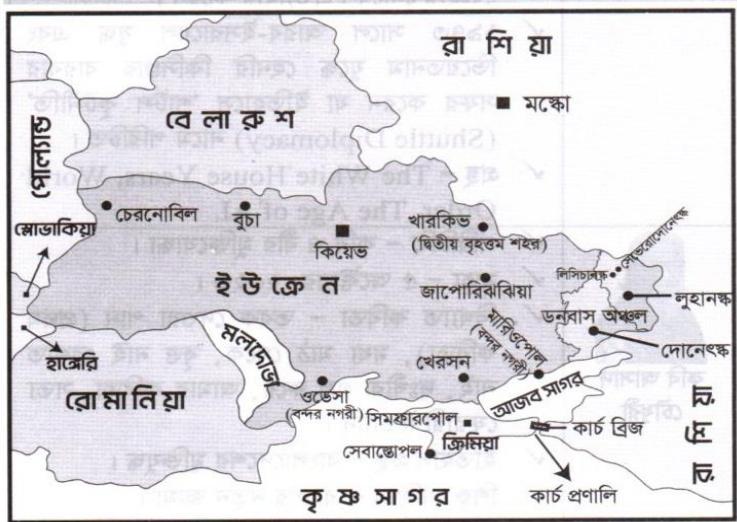
- > বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটির উদ্বোধন করেন- ২০মার্চ, ২০২৩ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- > ঘাঁটির নাম- বিএনএস শেখ হাসিনা। অবস্থিত- পেকুয়া, করুবাজার।

- > বাংলাদেশের ২টি সাবমেরিন বাণোজা নবব্যাটা ও জয়ব্যাটা অ্যার করে- ১২ মার্চ, ২০১৭ সালে (চীন থেকে)।
- > সাবমেরিন যুগে বাংলাদেশ প্রবেশ করে- ৪১তম দেশ হিসেবে।
- > বাংলাদেশের সাবমেরিনগুলো যে শ্রেণির- মিং ক্লাস।

চীনকে ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে তৈরি জোটসমূহ

কোষাড়ের নাম	বিশেষ তথ্য
IPS Quad**	<ul style="list-style-type: none"> ▪ পরিচয়- ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীন বিরোধী ৪টি দেশের Indo pacific Strategy; Quadrilateral Security Dialogue. ▪ দেশ- জাপান, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত ▪ ধারণার প্রবর্তক- জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে (২০০৭)***
I2U2**	<ul style="list-style-type: none"> ▪ সদস্য দেশ- ৪টি (India, Israel, USA, UAE)*** ▪ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মধ্যপ্রাচ্য সফরের মধ্যেই এ জোটের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় - ১৪ জুলাই, ২০২২।
PBP (চীন বিরোধী অর্থনৈতিক জোট)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ গঠিত হয়- ২৪ জুন, ২০২২ সালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ঠেকাতে। ▪ PBP- Partners in the Blue Pacific. ▪ সদস্য দেশ- ৫টি (অস্ট্রেলিয়া, জাপান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও নিউজিল্যান্ড)
চীনের বিরুদ্ধে মার্কিন জোট	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ১৯৮১ সালে ভারতীয় ঐতিহাসিক কালিদাসনাগ তার যে গ্রহে সর্বপ্রথম ইন্দো প্যাসিফিক শব্দটি ব্যবহার করেন - India and The Pacific World. ▪ ২০১৮ সালের ৩০ মে প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চল হাওয়াইতিভিক সামরিক কমান্ড 'United States Pacific Command' এর নাম পরিবর্তন করে - United States Indo Pacific Command রাখা হয়
IPEF	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IPEF- Indo Pacific Economic Framework for Prosperity ▪ IPEF যাত্রা করে- ২৩ মে, ২০২২ জাপানের টেকিওতে। অসাধিকার ক্ষেত্র- ৪টি ▪ বর্তমান সদস্য - ১৪টি (সর্বশেষ- ফিজি, ২০২২)

ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ



তারিখ	গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাওবাহ
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২	রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্রাদিমির পুতিন একটি ডিক্রিতে স্বাক্ষর করে দোনেৎস্ক ও লুহানস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেন।
২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২	রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্রাদিমির পুতিনের নির্দেশে রুশ সৈন্য ইউরোপের সর্ববৃহৎ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ নেয়, যা ইউক্রেনের এনারদোহার শহরের জাপোরিবিয়ায় অবস্থিত।
৪ মার্চ, ২০২২	বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে রাশিয়া হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র Kinzhal" হামলা করে ইউক্রেনে।
১৮ মার্চ, ২০২২	বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে রাশিয়া হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র Kinzhal" হামলা করে ইউক্রেনে।
৫ অক্টোবর, ২০২২	দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, জাপোরিবিয়া এবং খেরসন এই চারটি অঞ্চল আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়।
৮ অক্টোবর, ২০২২	কার্চ ব্রিজ বিস্ফোরণ ঘটে [রাশিয়া ও ক্রিমিয়া দ্বাপে চলাচলের জন্য কার্চ সেতু/ প্রগালিতে সেতু নির্মাণ করে- ১৫ মে, ২০১৮]

ইউক্রেনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট	ভলোদিমির জেলেনকি
রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট	ভ্রাদিমির পুতিন
লুহানস্ক ও দোনেৎস্ক	ইউক্রেনের পূর্বে অবস্থিত
জাপোরিবিয়া ও খেরসন	ইউক্রেনের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত
কার্চ প্রণালি (Kerch Strait)	<p>যুক্ত করেছে- আজব সাগর+ক্রসও সাগর</p> <p>পৃথক করেছে- ক্রিমিয়া থেকে রাশিয়াকে</p>

- > সম্প্রতি রাশিয়া ইউক্রেনের যে শহরগুলোতে হামলা চালাচ্ছে খ্যেলনিতকি, দিনিপ্রোপেত্রোভস্ক, লিভ, খারকিভ, সুমি, তেরনোপিল।
- > ভাগনার যে দেশভিত্তিক ভাড়াতে যোদ্ধা- রাশিয়া।
- > ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের রুশভাষী দুটি অঞ্চল দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক স্বাধীনতা ঘোষণা করে- ২০১৪ সালের ১২ মে।
- > নিষিদ্ধ ঘোষিত বোমা ভাকুয়াম বা থার্মোব্যারিক বোমা রাশিয়া ব্যবহার করে- ইউক্রেনে।
- > রাশিয়ার সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ মক্ষোতা ধ্বংস হয়ে ঢুবে যায়- ক্রসওসাগরে (নেপসুন ত্রুজ মিসাইলের হামলার মাধ্যমে)
- > আগ্রাসন বক্সে রাশিয়ার শর্ত- ৩টি।
 - 1) ইউক্রেনকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে, ক্রিমিয়া রাশিয়ার অংশ।
 - 2) দোনেৎস্ক ও লুহানস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিতে হবে।
 - 3) ইউক্রেনের সংবিধান সংশোধন করতে হবে এবং ন্যাটো জোট বা এমন কোন জোটে অন্তর্ভুক্তির অভিলাষ ত্যাগ করতে হবে।
- > দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সবচেয়ে বড় হামলা হলো- ইউক্রেনে।
- > রাশিয়া ও ইউক্রেনের দ্বন্দ্বের প্রধান দুটি কারণ- ইউক্রেন ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে চায়।
- > মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্রাদিমির পুতিন বৈঠক করেন- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড (১০ জানুয়ারি, ২০২২)
- > তুরস্কের ইস্তাম্বুলে এই চুক্তি স্বাক্ষরে মধ্যস্থৃতা করে- তুরস্ক ও জাতিসংঘ।
- > রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে আটকে পড়া বাংলাদেশি জাহাজ- 'এমভি বাংলার সম্মুক্তি' (এমভি = মোটর ভেসেল)
- > জাহাজে রকেট হামলা হয়- ২ মার্চ, ২০২২।

ইউক্রেন ও রাশিয়া যুদ্ধের সূত্রপাত

- > রাশিয়ার কারণে ইউক্রেন ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার চেষ্টা থেকে সরে আসে- ২০১৩ সালে।
- > ২০১৪ সালে রুশপক্ষী ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ইয়ানু কোভিচ পদত্যাগ করে আশ্রয় নেন- রাশিয়ায়।
- > রাশিয়া সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি অটুট রাখতে ইউক্রেনের ক্রিমিয়া দখল করে- ২০১৪ সালে।
- > ইউক্রেন ও বিদ্রোহীদের সাথে ফ্রাঙ্ক ও জার্মানির মধ্যস্থতায় বেলারুশে “মিনস্ক চুক্তি” হয়- ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

বেসিক তথ্যে ইউক্রেন

- > ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ- ইউক্রেন।
- > খারকিত অঞ্চলটি অবস্থিত- ইউক্রেন
- > ইউরোপের কৃটির ঝুড়ি বলা হয়- ইউক্রেনকে (প্রচুর গম উৎপাদন হয়)।
- > ১৯৯৪ সালেও বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম পরমাণু শক্তিধর দেশ ছিল- ইউক্রেন।
- > ইউরোপের একমাত্র রাষ্ট্র হিসেবে পরমাণু শক্তিধর দেশ হয়েও পরমাণু কর্মসূচি ত্যাগ করে- ইউক্রেন।
- > ২৬ এপ্রিল, ১৯৮৬ সালে ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটে - ইউক্রেনের প্রিপসাত এলাকার চেরনোবিল নিউক্লিয়ার প্লান্টে।
- > ইউক্রেন অবস্থিত- ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে কৃষ্ণসাগরের তীরে।
- > ইউক্রেনের সাথে সীমান্তবর্তী দেশ- ৭টি (দেশগুলো হলো- বেলারুশ, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া, হাস্পেরি, রোমানিয়া, মলদোভা ও রাশিয়া।)
- > রাশিয়ার সাথে সীমান্তবর্তী ১৪টি দেশগুলো হলো- ইউক্রেন, বেলারুশ, জর্জিয়া, চীন, আজারবাইজান, কাজাখস্তান, মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, এন্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুনিয়া ও পোল্যান্ড।

ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া সংকট

- > ক্রিমিয়া উপদ্বীপ অবস্থিত - কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলে।
- > ক্রিমিয়া বর্তমানে - রাশিয়ার অংশ (১৮ মার্চ, ২০১৪ থেকে)।
- > ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের কাছে হস্তান্তর করেছিল - সোভিয়েত নেতৃত্বে নিকিতা ক্রুশেভ (১৯৫৪)
- > ঐতিহাসিক ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংগঠিত হয় - ১৮৫৩-১৮৫৬।
- > ক্রিমিয়ার রাজধানী- সিমফারপোল।
- > ক্রিমিয়ার ঐতিহাসিক শহর- ইয়াল্টা।
- > রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে বিতর্কিত নৌঘাঁটি- সেভান্টেপোল।

ইউক্রেনের শস্য রঞ্জানি চুক্তি***

- ইউক্রেন কৃষ্ণ সাগর ব্যবহার করে সারা বিশ্বে নিজেদের শস্য রঞ্জানি করতো। কিন্তু ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হলে ২২ জুলাই ২০২২ এ চুক্তি করে।
- > চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ২২ জুলাই, ২০২২। | চুক্তির স্থান- ইন্ডাস্ট্রিয়াল, তুরক্স স্বাক্ষরিত চুক্তির নাম- ব্র্যাক সি গেইন ইনিশিয়েটিভ (Black Sea Grain Initiative)
 - > শস্য চুক্তির মধ্যস্থতা করে- তুরক্স ও জাতিসংঘ।
 - > চুক্তি অনুযায়ী ফসল রঞ্জানি শুরু হয়- ১ আগস্ট, ২০২২।
 - > প্রথম চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়- ১৮ মার্চ, ২০২৩ সালে কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এই চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করে ১৭ জুলাই পর্যন্ত।
 - > ইউক্রেনের যে বন্দর দিয়ে শস্য রঞ্জানি করে- ওডেসা।
 - > শস্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়- ১৭ জুলাই, ২০২৩।
 - > শস্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়- ১৭ জুলাই (বাংলাদেশের অবস্থান- সপ্তম)।

- > কৃষ্ণসাগর দিয়ে শস্য রঞ্জানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় বর্তমানে ইউক্রেন রোমানিয়ার যে বন্দর দিয়ে শস্য রপ্তানি করছে- এজমাইল বন্দর।

নিষেধাজ্ঞায় শীর্ষ ৪ দেশ

১. রাশিয়া	২. ইরান	৩. সিরিয়া	৪. উত্তর কোরিয়া
------------	---------	------------	------------------

EU তে যোগদানের আবেদন

- > ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানে আবেদন স্বাক্ষর করে- ইউক্রেন
- > ৩ মার্চ, ২০২২ সদস্য পদের আবেদন করে- জর্জিয়া ও মলদোভা।

নর্ড স্ট্রিম-১

- ✓ নর্ড স্ট্রিম হলো- রাশিয়া থেকে জার্মানিতে গ্যাস সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত পাইপ লাইন
- ✓ সংযোগ- রাশিয়ার ভেবোর্গ থেকে জার্মানির গ্রেফসওয়াল্ড পর্যন্ত ***
- ✓ দৈর্ঘ্য- ১২২২ কি.মি.
- ✓ লাইনটি চলমান- ফিনল্যান্ড হয়ে বাল্টিক সাগর দিয়ে জার্মানিতে

নর্ড স্ট্রিম-২

- ✓ সংযোগ- রাশিয়ার উস্টলুগা থেকে জার্মানির গ্রেফসওয়াল্ড পর্যন্ত সরবরাহকৃত গ্যাস পাইপ লাইন ***
- ✓ দৈর্ঘ্য- ১২৩০ কি.মি.
- ✓ লাইনটি চলমান- বাল্টিক সাগর হয়ে এন্তোনিয়ার নিকট দিয়ে জার্মানিতে।

২০২৩ সালে যাদের হারিয়েছি

ব্যক্তির নাম

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য



হেদি সলিম
কিসিঞ্জার

- ✓ জন্ম - ১৯২৩ সালে জার্মানিতে এবং মৃত্যু - ২৯ নভেম্বর, ২০২৩।
- ✓ পরিচিতি - মার্কিন কুটনীতিবিদ, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক বিজ্ঞানী।
- ✓ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় অষ্টম মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ছিলেন।
- ✓ প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও জেরাল্ড ফোর্ডের সময়।
- ✓ মার্কিন ৫৬তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন (রাজনৈতিক দল - রিপাবলিকান)
- ✓ হেদি সলিম কিসিঞ্জার বাংলাদেশ সম্পর্কে বলেন - তলাবীহীন ঝুড়ি (Bottomless Basket) যা ইতিহাসে Basket Case নামে পরিচিত।
- ✓ ১৯৭৩ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সমাপ্তিতে অবদান রাখায় হেদি সলিম ও লি ডাক থে শাস্তিতে নোবেল লাভ করেন কিন্তু লি ডাক থে প্রেচ্ছায় নোবেল প্রত্যাহার করেন।
- ✓ ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধে হেদি সলিম কিসিঞ্জার বারবার সফর করেন যা ইতিহাসে 'শাটল কুটনীতি' (Shuttle Diplomacy) নামে পরিচিত।
- ✓ গ্রন্থ - The White House Years, World Order, The Age of AI.



কবি আসাদ
চৌধুরী

- ✓ পরিচিতি - কবি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা।
- ✓ মৃত্যু - ৫ অক্টোবর, ২০২৩।
- ✓ বিখ্যাত কবিতা - তবক দেওয়া পান (প্রথম কবিতা), মধ্য মাঠ থেকে, বৃত্ত নাই বেশাত নাই, দুঃখীরা গল্প করে, আমার কবিতা, সত্য ফেরারী ইত্যাদি।
- ✓ ইতিহাস গ্রন্থ - বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।
- ✓ শিশু সাহিত্য - রাজার নতুন জামা।

 কবি মোহাম্মদ রফিক	<ul style="list-style-type: none"> ✓ পরিচিতি - কবি ও লেখক। ✓ মৃত্যু - ৬ আগস্ট, ২০২৩। ✓ উল্লেখযোগ্য কাব্য - কীর্তিনাশা, বৈশাখী পূর্ণিমা, কপিলা, ডৰী, খোলা কবিতা। ✓ মুক্তিকালীন সময় কাজ করেন - স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও ১নং সেক্টরে।
কে জি মুস্তফা	<ul style="list-style-type: none"> ✓ পরিচয় - বাংলাদেশের প্রথম ১ টাকার ডিজাইনার। মৃত্যু - ৭ জুলাই, ২০২৩। ✓ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালের বিজয় দিবসের প্রথম ডাক টিকিটের নকশা করেন।

একনজরে গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক (বাংলাদেশ অংশ)

- > ২০২৪ সালের বর্ষপণ্য - হস্তশিল্পজাত পণ্য (২০২৩ - পাটাজাত পণ্য)
- > প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে 'দ্য হেগ অ্যাওয়ার্ড-২০২৩' এ ভূষিত হন - সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া।
- > বর্তমানে বাংলাদেশীরা ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারে - ১৯টি দেশে।
- > বাংলাদেশীরা আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারে - ৪২টি দেশে।
- > 'বিপিএল-২০২৪' এ অনুষ্ঠিত - ১০তম আসর।
- > বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রঞ্জানি বাড়াতে সরকার পণ্যে নগদ সহায়তা দেবে - ৪৩টি পণ্যে।
- > ঢাকা-কক্ষবাজার রেলপথে চালু হওয়া নতুন আঙ্গনগর ট্রেনের নাম - ১) কক্ষবাজার এক্সপ্রেস ২) পর্যটন এক্সপ্রেস।
- > বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন করে - ৩ জানুয়ারি, ২০২৪।
- > কোকা-কোলার প্রথম বাংলাদেশি ও প্রথম নারী এমভি - জু-উন নাহার চৌধুরী।
- > রাজধানীর ভূমি ভবনে 'স্মার্ট মিউটেশন সিস্টেম' এর একটি ডেমো প্রদর্শিত হয় - ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩।
- > বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (EPA) স্বাক্ষর করবে - ২০২৫ সালে। ফলে ২০২৬ সালে জাপানে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে বাংলাদেশ।
- > বাংলাদেশ প্রথম ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘায়ী কৌশল 'জাতীয় ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র (২০২৪-৩০)' গৃহীত হয় - ৬টি।
- > আইসিসি পুরস্কার ২০২৩ এ বর্ষসেরা উদ্দীয়মান খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হন - বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সদস্য মারফা আক্তার।
- > ১২ অক্টোবর, ২০২৩ দেশের বৃহত্তম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয় - কক্ষবাজারে।
- > BRRI কর্তৃক উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ ধানের জাত উজ্জ্বল করেছে - ২টি (বি-ধান-১০৭, বি-ধান-১০৮)
- > ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ তেলের কূপের সঞ্চান পাওয়া গেছে - সিলেট গ্যাসক্ষেত্রে।
- > দেশের নতুন দুটি ইপিজেড অনুমোদন দেওয়া হয় - পটুয়াখালী (৯ম ইপিজেড), যশোর (১০ম ইপিজেড)
- > ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ টেস্ট ম্যাচে জয় লাভ করে - ১৯টি।
- > জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' হিসেবে নিয়োগ পান - অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ
- > প্রবাসী আয়ে শীর্ষ জেলা - ঢাকা, সর্বনিম্ন জেলা - লালমনিরহাট
- > ২০২৩ সালে গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপ্টেশন (GCA) পুরস্কার লাভ করেন - বাংলাদেশের ছানীয় সরকার বিভাগের বাস্তবায়িত ছানীয় সরকার ইনিশিয়েটিভ অন ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রকল্প
- > মৈতৈ উপজাতি বাস করে - মনিপুর রাজ্য, ভারত
- > নতুন দুটি পল্লী উন্নয়ন একাডেমি অনুমোদন পায় - শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর এবং শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর।
- > পল্লী উন্নয়ন একাডেমি মোট - ৪টি (কুমিল্লা, বগুড়া, রংপুর ও জামালপুর)
- > ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেশের প্রথম যে রকেট উৎক্ষেপণ- একুশে-১
- > প্রভাবশালী ১০০ নারীর তালিকায় ছান পান বাংলাদেশের যে নারী- জামাতুল ফেরদাউস
- > ১২ ডিসেম্বর ২০২৩ IMF বাংলাদেশের জন্য খনের দ্বিতীয় কিন্তি অনুমোদন করে - ৬৮ কোটি ২০ লাখ ডলার
- > বাংলাদেশকে ঝণ্ডাতা ৩২ দেশ ও সংজ্ঞার মধ্যে চীনের অবস্থান - ৪৮।
- > ইউরোপীয় ইউনিয়নে নীট পোশাক রঞ্জনিতে শীর্ষ দেশ - বাংলাদেশ
- > প্রথম বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড' আউট হন - মুশফিকুর রহিম।
- > নারী ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরি করেছেন- ফারজানা হক।
- > দেশের সর্ববৃহৎ শিল্পনগরী 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর' অবস্থিত- মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
- > সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে 'স্মৃতি চিরঞ্জী' উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী - ২৮ জুলাই, ২০২৩।
- > তাজউদ্দিন আহমদের জীবনী নির্ভর 'সাক্ষী ছিল শিরত্নাগ' বইটির লেখক - সুহান রিজওয়ান
- > ২০২০-২১ অর্থ বছরে সেরা রঞ্জনিকারক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রঞ্জানি ট্রফি পাচ্ছে যে প্রতিষ্ঠান - রিফাত গার্মেন্টস
- > মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বন্দর শুল্ক বা পোর্ট ট্যাক্স পরিশোধ পদ্ধতি চালু হয় - ১৩ জুন, ২০২৩।
- > ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৪ হাজার রান ও ৬০০ উইকেটের 'ডাবল' পেলেন - সাকিব আল হাসান।
- > সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে দেশকে পায়রা বন্দর ব্যবহারের প্রস্তাৱ দেন - নেপাল।
- > দেশে উজ্জ্বলতা মাছের শুক্রানু শতবছর সংরক্ষণ প্রযুক্তির নাম- ক্রায়োপ্রজারভেশন।
- > বাংলাদেশ ব্যাংক চালুকৃত স্মার্ট সুদ হার - সির্লি মাছস মুভিং এভারেজ রেট অব ট্রেজারি বিল
- > দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রথম নারী কমিশনার - মোছা. আছিয়া খাতুন।
- > দেশের প্রথম লিথিয়াম ব্যাটারি উৎপাদন কারখানা অবস্থিত- মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
- > টেস্টে রানের হিসেবে বাংলাদেশের বৃহত্তম জয় যে দেশের বিপক্ষে - আফগানিস্তান (৫৫৬ রান)
- > দেশের ৯টি সেতু ও ২টি সড়কে ইলেক্ট্রনিক টোল ব্যবস্থা (ই-টোল) উদ্বোধন করা হয় - ২৭ মে, ২০২৩।
- > সম্প্রতি এশিয়ার সেরা বিজ্ঞানীর তালিকায় ২ বাংলাদেশী - সেঁজুতি সাহা ও গাওসিয়া ওয়াহিদুল্লেহা চৌধুরী।
- > বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর চালু হবে - কক্ষবাজার।
- > দেশের প্রথম 'Mobile Financial Services (MFS)' সেবা যুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান - নগদ ফাইন্যান্স পিএলসি।
- > সাকিব আল হাসানের প্রথম অভিনীত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র - অমলিন থাকুক প্রতিটি হাসি।
- > 'বঙ্গবন্ধু স্বৰ্গ পদক' প্রবর্তন করে - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনসিটিউট ফর পিস অ্যান্ড লিবার্টি।
- > বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী স্থান - তুমকু

- > দেশের বৃহত্তম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত- কক্ষবাজারের খুরুশকুল (৬০ মেগাওয়াট)
- > ২৪ এপ্রিল, ২০২৩, ৭১'এর গণহত্যাকে শীকৃতি দিতে প্রস্তাব গ্রহণ করেন- IAGS (International Association of Genocide Scholars)
- > আন্তর্জাতিক পেশাদার বক্সার্ট এ বাংলাদেশের প্রথম সুর্ণপদক লাভ করে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুরো কৃষ্ণ চাকমা।
- > সম্প্রতি বাংলাদেশে প্রথমবার মানুষের দেহে সফল ভাবে প্রতিষ্ঠাপন সম্পন্ন করা হয়- মেকানিক্যাল কৃত্রিম হার্ট
- > দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অ্যাস্ট্রো অবজারভেটরি বা বেসরকারি মহাকাশ মানবনির ছাপিত হয়- গাজীপুরের শ্রীপুরে
- > ২০২২ সালে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি জনশক্তি রঞ্জনি করে- সৌন্দি আরব
- > দেশের প্রথম বারের মত বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হবে- আমিন বাজার, সাভার, ঢাকা।
- > দেশের একক বৃহত্তম পয়ঃশোধনাগার কেন্দ্র অবস্থিত- খিলগাঁও, ঢাকা
- > দেশের বৃহত্তম রাবার ডেম নির্মাণ করা হচ্ছে- চাঁপাইনবাগঞ্জ।
- > দেশের একমাত্র চতুর্দশীয় ছলবন্দর- তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।
- > ২৪ জুলাই, ২০২৩ বাংলাদেশ বৈশ্বিক স্কুলমিল কোয়ালিশনের সদস্য হন- ৮৫তম।
- > ২৫ জুলাই, ২০২৩ ইতালির রোমে FAO এর সদর দণ্ডের বাংলাদেশ ও FAO এর মধ্যে ৫০ বছরের সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে উদ্বোধন করা হয়- বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কক্ষ
- > ADB'র প্রথম বাংলাদেশি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ পান- ফাতিমা ইয়াসমিন।
- > ২০২৪-২৭ FAO'র কাউন্সিল সদস্য হয়- বাংলাদেশ।
- > দেশের প্রথম ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মিত - মংলা, বাগেরহাট
- > প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে ক্রিকেটের আইন প্রণেতা 'Marylebone Cricket Club' (MCC) এর আজীবন সদস্যপদ লাভ করে- মাশরাফি বিন মর্তুজা।
- > জাতিসংঘের সিএসডব্লিউ (Commission on the status of women)-এর বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে- ২০২৪-২০২৮ সাল মেয়াদে।
- > বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের শুভেচ্ছা দৃত হয়েছেন- সাকিব আল হাসান
- > সম্প্রতি ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেনের ৩য় তলা ভবনের নামকরণ করা হয়েছে- ঢাকা মহানগর জাদুঘর।
- > ৭ই মার্চের ভাষণের আদলে বঙ্গবন্ধু সর্বোচ্চ ভাস্কর্য নির্মাণ করা হচ্ছে- গৌরিপুর, ময়মনসিংহ।
- > ভাষা আন্দোলনের উপরে আঁকা প্রথম চিত্রকর্ম 'রক্তাক্ত-২১' এর চিত্রশিল্পী- মর্তুজা বশীর।
- > ব্রেইল থেকে বাংলা টেক্সটে রূপান্তর করার সফটওয়ারের উভাবক- ড. মুহাম্মদ শোয়াহিব।
- > ঢাবির প্রথম ছাত্রী লীলা নাগের নামে 'কলা ভবন' পরীক্ষার হলের নামকরণ করা হয়- লীলা নাগ পরীক্ষা হল।
- > ঢাবির শতবর্ষ উপলক্ষে মলচত্বে নির্মিত হয়- 'শতবার্ষিক সৃতি স্তম্ভ'; অসীমতার স্তম্ভ, বিশালতা, অস্তর্ভুক্ততা ও উদারতা।
- > আইএমএফ থেকে বাংলাদেশ খণ্ডের অনুমোদন পায়- ৪৭০ কোটি ডলার (২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)
- > দেশের প্রথম মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী চালু হয়- ৭ মার্চ, ২০২৩।
- > বাংলাদেশের বর্ষপঞ্জি-২০২৪ - হস্তশিল্প
- > ২৬ মে, ২০২৩ সালে উদ্বোধন করা হয় দেশের বৃহৎ বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থান - কক্ষবাজারের খুরুশকুল পিত্রমখালী চৌফলদণ্ডীতে
- > বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিলোসফি পলিটেক্নিক এন্ড পলিসিস" গ্রন্থাগার লেখক- রওনক জাহান ও রেহমান সোবহান
- > বলিউডে বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে নির্মিতব্য চলচিত্র 'ব্যাটল ফর বেঙ্গল' এর পরিচালক- রিচি মেহতা
- > দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রীড়া কমপ্লেক্স "শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রীড়া কমপ্লেক্স" নির্মিত হচ্ছে- কক্ষবাজার।
- > বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান প্রধান অর্থনীতিবিদ- মো. হাবিবুর রহমান E-Gate এবং E-Passport ব্যবহারে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায়- প্রথম
- > মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক এর বর্তমান নাম- জাতীয় মানবকল্যাণ পদক।
- > জলবায়ু গবেষণায় দেশের প্রথম ক্লাইমেট সেন্টারের যাত্রা শুরু- ১ অক্টোবর, ২০২২ (গাজীপুরের শ্রীপুরে)
- > সম্প্রতি ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ জাতীয় রাজীব বোর্ডের (NBR) নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন করা হয়- আগারগাঁও, ঢাকা।
- > সম্প্রতি বাংলাদেশের যে ফুটবলার আর্জেন্টিনার ক্লাবে যোগদান করে- জামাল ভুইয়া।
- > ৩০ আগস্ট, ২০২৩ মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৩০০ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অনুমোদন দেওয়া হয়- রামপাল, বাগেরহাট
- > দেশের প্রথম বৈদ্যুতিক চার্জিং স্টেশন চালু হয়- ১৬ আগস্ট, ২০২৩
- > জাতিসংঘের উপদেষ্টা বোর্ডে বাংলাদেশি সদস্য- ড. সালিমুল হক।
- > পল্লী উন্নয়নের মেগা প্রকল্প 'আমার থাম আমার শহর' একনেকে পাশ হয়- ১৮ জুলাই, ২০২৩
- > দেশের প্রথম সরকারি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়- কাণ্ডাই, রাঙামাটি (বেসরকারি উদ্যোগে প্রথম - নরসিংদী)
- > বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্য চলচিত্র- বে অব ব্রাড (ভারতীয় নির্মাতা- কৃষেন্দু বোস)
- > নারীদের পরিবর্তনের কারিগর হিসেবে গড়ে তুলতে ১৫তম ত্রিক্ষণ সম্মেলনে শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন- ৫ দফা
- > বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ঢাকা থেকে জাপানের নারিতায় সরাসরি ফ্লাইট চালু করে- ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
- > বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণ করা হবে - ফ্রাস থেকে।
- > দেশের নবম ইপিজেড (EPZ) ছাপিত হবে - পটুয়াখালী।
- > সম্প্রতি প্রথমবারের মত যে জেলার চা বাগান চা বোর্ডের নিবন্ধন পাওয়া - খাগড়াছড়ি।
- > দেশের সরকারি হাসপাতালে প্রথম টেস্টিটিউব শিশুর জন্য হয় - ঢাকা মেডিকেল কলেজে।
- > সম্প্রতি বাংলাদেশ যে দেশের সামরিক প্লাটফর্মে যুক্ত হয় - জাপান (OSA)
- > ২০২৪ সালের অক্টোবরে ৯৬তম আসরে 'বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম' বিভাগে বাংলাদেশ থেকে অংশ নিবে - পায়ের তলায় মাটি নাই (পরিচালক - মো. রাবিব মৃধা)
- > জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান - কবিরুল ইজদানী খান
- > BARI কর্তৃক উজ্জ্বিত নতুন জাতের কাঁঠালের নাম - বারি কাঁঠাল-৬
- > মধ্য আফিকার দেশ গ্যাবনে সেনা অভ্যর্থনা ঘটে - ৩০ আগস্ট, ২০২৩
- > ঢাকা মেট্রোপলিটনের বর্তমান কমিশনার - হাবিবুর রহমান।
- > ডিজিটাল জীবনমান-২০২৩ এ বাংলাদেশের অবস্থান - ৮২তম।
- > বাংলাদেশের প্রথম নারী ফিকা এলিট রেফারি হন - সালমা আকতার মণি

- > বাংলাদেশের প্রথম আম্পায়ার হিসেবে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে দায়িত্ব পালন করেন - শরফদৌলা ইবেন শহীদ সৈকত (৫টি ম্যাচ)
- > বর্তমানে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (Direct Foreign Investment) হয়- যুক্তরাষ্ট্র থেকে।
- > Global Security Initiative (GSI) প্রস্তাবক দেশ- চীন।
- > ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের দোয়েল চতুর থেকে শিক্ষা ভবন পর্যন্ত সড়কটির নতুন নাম- ভাষা শহীদ শফিউর রহমান সড়ক।
- > দেশের প্রথম মোবাইল ট্রাউজার তজীনী চালু হয়- ৭ মার্চ, ২০২৩।
- > 'বাবাৰ পৰিচয়হীন সঞ্চালনে অভিভাবক হৰেন মা' হাইকোর্ট এ রায় প্রদান কৰে- ২৪ জানুয়াৰি, ২০২৩।
- > আন্তর্জাতিক পেশাদার বক্সিংয়ে বাংলাদেশের হয়ে প্রথম স্বর্ণপদক জয়লাভ কৰেন- সুরু কৃষ্ণ চাকমা (চাবি শিক্ষার্থী)।
- > সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘ সামাজিক উন্নয়ন কমিশন এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে- বাংলাদেশ (২০২৩ থেকে ২০২৭)
- > বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সফলভাবে মানুষের দেহে প্রতিচ্ছাপন কৰা হয়- মেকানিক্যাল হার্ট
- > বিশ্বের প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে ১৫০টি দেশ ভৰণ কৰে- বাংলাদেশের নাজুন নাহার।
- > মিশনের বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রাক-প্রাথমিক বিশ্ববিদ্যালয় শাখা চালু সিদ্ধান্ত নেয় - রাজশাহীতে।
- > ১৫ জুন ২০২১ বাংলাদেশের যে দেশকে তিনটি সম্মুদ্র বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেয়- ভূটান।
- > ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে জাতিসংঘের পিস বিল্ডিং কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়- বাংলাদেশ।
- > বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশ প্রথম একই সাথে টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-২০ সিরিজ জয় লাভ কৰে- জিষ্বাবুয়ের বিপক্ষে।
- > বঙ্গড়া জেলার শেরপুর উপজেলার বালেন্দা গ্রামে ১০০ বিঘা জমিতে গিনেস বুকে ছান পাওয়া বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি- শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু।
- > জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলায় ১০০ কোটি ডলারের ফান্ড গঠন কৰা হয় যার ৩০ শতাংশ পাবে- বাংলাদেশ।
- > পট থেকে এন্টিবায়োটিক 'হেমিকুরসিন' উভাবন করেন- চাবি অধ্যাপক ড. হাসিনা খান।
- > বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্ত পুনর্বাসনের জন্য নির্মিত প্রথম আশ্রয়কেন্দ্রটির নাম খুরকুল আশ্রয়ণ প্রকল্প অবস্থিত- খুরকুল, কুমিল্লা।
- > আন্তর্জাতিক সংস্থা জেনোসাইড ওয়াচ ২৫ মার্চের গণহত্যায়জ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।
- > সর্বশেষ বাংলাদেশের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক ছাপন কৰা দেশ - সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস
- > সমুদ্র সম্পদ রক্ষায় 'সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা' হিসেবে ঘোষণা কৰা হয়েছে- নিমুম দ্বীপকে
- > রোহিঙ্গাদের জন্য "ভাসানচর প্রকল্প" যে নামে পরিচিত- আশ্রয়ন প্রকল্প-০৩
- > বাংলাদেশে নিষিদ্ধ মাছ- ৩টি (সাকার মাছ- ১১ জানুয়ারি, ২০২৩, আফ্রিকান মাশুর- ২০১৪, পিরানহা- ২০০৮)।
- > বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী নিয়ে ইংরেজি ভাষায় নির্মিত সিনেমা 'Jk-71' এর নির্মাতা- ফখরুল আরেফিন।
- > ইসলামী সহযোগিতা সংঘ (OIC) ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়- বাংলাদেশ।
- > ইসলামী মানবাধিকার পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে- বাংলাদেশ।
- > জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে 'নারী পুলিশ সদস্য' পাঠানোর দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে- বাংলাদেশ।
- > বাংলাদেশ স্পেশাল ইকোনমিক জোন (BSEZ) বা 'জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল' অবস্থিত- নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে।
- > জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়- ২০২৩-২৫ মেয়াদে।
- > বুংজীবী সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জনকারী যে পত্রিকার কথা "অসমাঞ্ছ আত্মজীবনী" গঢ়ে উল্লেখ কৰা হয়েছে- মিলাত।
- > মুগ্রের নয়ন থেকে কালাজীর শনাক্তের পদ্ধতি উভাবন কৰেন - ঢাবির অনুজীব বিজ্ঞানের অধ্যাপক মনজুরুল কৰিম ও তার দল।
- > বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ কৰে- জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাপী টেকসই, নিরাপদ ও পুষ্টির খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত কৰতে জাতিসংঘের 'খাদ্যব্যবস্থা সম্মেলন- ২০২৩' এ উত্থাপন কৰেন- ৫ দফা প্রতিবেদন।
- > সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার দাম নির্ধারনে যে পদ্ধতি ব্যবহারের ঘোষণা দিয়েছে - ক্রলিং পেগ।
- > কাজাখস্থানের আন্তর্নায় আয়োজিত এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিক্সে প্রথম বাংলাদেশি স্বর্গজয়ী খেলোয়াড়ের নাম- ইমরানুর রহমান (৬০ মিটার)
- > সম্প্রতি বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে মাল্টি কারেন্সি ডেবিট কার্ড দিয়ে বিদেশে নগদ অর্থ উত্তোলনের সুবিধা চালু কৰেছে - ব্র্যাক ব্যাংক।
- > ১৭ জানুয়ারি, ২০২৪ বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন মুদ্রানীতি-২০২৪ ঘোষণা কৰে - জানুয়ারি-জুন (বছরে ২ বার মুদ্রানীতি ঘোষণা কৰা হয়)
- > দেশীয় মুদ্রার সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার সমন্বয়ের একটি পদ্ধতি হলো - ক্রলিং পেগ।
- > বাংলাদেশ মিং ক্লাসের ২টি সাবমেরিন চীনের কাছ থেকে ক্রয় কৰে যা রাখার জন্য চীনা অর্থায়নে নির্মিত হচ্ছে সাবমেরিন ষাঁটি - কুতুবদিয়া, কুকুবাজার।
- > বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো টেকসই সরকারি ক্রয়নীতি জারি কৰে - ২০২৩ সালে।
- > জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট (বি) উভাবিত সর্বমোট ধানের জাত - ১১৫টি।
- > বাংলাদেশ বিশ্বের যত দেশে ঔষধ রঞ্জনি কৰে - ১৪০টি
- > ২০২৪ সালে 'অমর একুশে' বাইমেলার প্রতিপাদ্য- পড়ো বই গড়ো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ
- > প্রধানমন্ত্রী রমজান মাসে যে কয়টি পণ্যের শুল্কহার কমানোর জন্য এনবিআরকে নির্দেশ দিয়েছেন- ৪টি
- > বাংলাদেশ সরকার ম্যালেরিয়া নির্মূলের লক্ষ্য নির্ধারণ কৰেছে- ২০৩০
- > ব্যাংকের ভিতরে আলাদা ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে বলে- অফশোর ব্যাংকিং
- > বর্তমানে বাংলাদেশের Policy Rate (Repo Rate) - ৮%, SLF Rate - ৯.৫০%, SDF Rate - ৬.৫০%, Bank Rate - ৪%.
- > সম্প্রতি ভারতের মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বেসামুরিক সম্মাননা 'পদ্মশ্রী' তে ভূষিত হয়েছেন- রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা

একনজরে গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক (আন্তর্জাতিক অংশ)

- > ১ জানুয়ারি, ২০২৪ ওপেক (OPEC) ত্যাগ কৰে - অ্যাসেলা।
- > সম্প্রতি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের নামে নতুন একটি ব্যাক্টেরিয়ার নামকরণ কৰেছেন - প্যান্টেইয়া টেগোরি।
- > ১২ জানুয়ারি-১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ এএফসি ফুটবল এশিয়া কাপ ২০২৩ এর ১৮তম আসরের আয়োজক - কাতার।
- > ১৫-১৯ জানুয়ারি, ২০২৪ World Economic Forum এর ৫৪তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় - দাভোস, সুইজারল্যান্ড।
- > ১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সালে ৬০তম মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত - মিউনিখ, জার্মানি।
- > ২০১৯ সালে রোহিঙ্গা গণহত্যাকে কেন্দ্র কৰে IJCতে মিয়ানমারের বিপক্ষে মাল্লা কৰে - গান্ধিয়া।
- > দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত 'আয়ুনজীন' দ্বীপটি যে দেশের নিয়ন্ত্রণাধীন - ফিলিপাইন।
- > ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪ যে দেশটি তাইওয়ানের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিঁড় কৰে - নাউরু।

- > জাতিসংঘের MONUSCO মিশনটি যে দেশে কাজ করে - কঙ্গো।
- > ১৩ জানুয়ারি, ২০২৪ জাতিসংঘের শাস্তিরক্ষা মিশনের সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় - গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র থেকে।
- > ২০২৪ সালের বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার লাভ করেন - ওয়ায়েল হাল্টাক, মোহাম্মদ সাম্বাক, জেরি মেন্ডেল ও হাওয়ার্ড ইউয়ান হাও চ্যাং।
- > বিশ্বের প্রথমবারের মতো ম্যালেরিয়ার গণটিকার কর্মসূচি শুরু হয় - ক্যামেরুনে।
- > তুরস্কের যে নভোচারী প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (ISS) পৌছেন - আলপার গেজারভচি।
- > স্মার্ট ল্যান্ডার ফর ইনভেস্টিগেটিং মুন (SLIM) যে দেশের চন্দ্রযান - জাপানের।
- > ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-সৌদি আরব যৌথ সমরিক মহড়ার নাম - গাছ শিল্প-১।
- > তরলাকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ - যুক্তরাষ্ট্র।
- > বৈশিক স্বর্ণ মজুদে শীর্ষ দেশ - যুক্তরাষ্ট্র।
- > বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যক্তি - বার্নার্ড আর্নল্ট।
- > ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ আফ্রিকান ইউনিয়নের ৩৭তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় - আদিস আবাবা, ইথিওপিয়া।
- > অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় নিপা ভাইরাসের যে টিকার পরীক্ষা শুরু করে - ChAdOx1 Nipah P
- > ফ্রান্সের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সি প্রধানমন্ত্রী হন - গ্যাব্রিয়াল আতাল (৩৪ বছর)।
- > বর্তমানে বিশ্বে জুতা উৎপাদন ও রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ - চীন।
- > লোহিত সাগর, এডেন উপসাগর এবং বাব এল মান্দেব প্রণালিতে ছত্রি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত সামরিক অভিযানের নাম - প্রস্পারিটি গার্ডিয়ান।
- > আফ্রিম উৎপাদনে বর্তমানে শীর্ষ দেশ - মিয়ানমার।
- > শ্রীলঙ্কা ৩১ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ফ্রি ভিসা দেয় - ৭টি দেশকে (ভারত, চীন, রাশিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড)
- > সম্প্রতি যে দেশের আইনসভা ধর্মীয় গ্রন্থ পোড়ানো কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে আইন পাস করে - ডেনমার্ক।
- > বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) প্রথম নারী মহাসচিব হন - সেলেন্টে সাওলা (আর্জেন্টিনা)।
- > তাইওয়ানের নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন - লাই চিং তে (দল- ডিপিপি)
- > আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড এর ২৫তম আসর হয় - গ্রিসে।
- > ফুটবল 'আফ্রিকা কাপ' অব নেশনস-২০২৩' অনুষ্ঠিত - আইভেরিকোস্ট
- > সম্প্রতি ব্ল্যাক হোলের (ক্রসগহর) রহস্য উন্মোচনের জন্য চীন কর্তৃক মহাকাশে প্রেরিত কৃতিম উপগ্রহের নাম - আইনস্টাইন প্রোব।
- > যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ - চীন (বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়)।
- > সম্প্রতি দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (ACU) থেকে বাদ পড়েছে - শ্রীলঙ্কা।
- > অ্যাপোলো-১১ এর পর যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চাঁদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত চন্দ্রযান - পেরিশিন লুনার ল্যাডার।
- > সম্প্রতি যে দেশের সর্বোচ্চ আদালত আইন প্রণেতাদের আজীবন নিষিদ্ধ করার বিধান তুলে দিয়েছে - পাকিস্তান।
- > সম্প্রতি ইউক্রেনের পার্লামেন্ট যে দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করেছে - বেলারুশ।
- > জাতিসংঘ 'International Year of Camelids' ঘোষণা করে - ২০২৪ সালকে।
- > বিশ্বের সবচেয়ে বড় পারমাণবিক ফিউশন চুল্লি চালু করে - জাপান।
- > খেলোয়ার ও কোচ হিসেবে ফুটবল বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ের প্রথম কীর্তি গড়ে - মারিও জাগালো (ব্রাজিল)
- > বর্তমানে এশিয়ার শীর্ষ ধনী - গৌতম আদানি (বিশ্বের ১২তম)
- > মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটি - আল উদিদ বিমানঘাঁটি, কাতার।
- > ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ৬০তম নির্বাচনে ট্রাম্পকে অযোগ্য ঘোষণা করেছে - কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের আদালত।
- > সম্প্রতি সৌদি আরব নতুন সোনার খনির সন্ধান পায় - মক্কায়।
- > ন্যাটোর ৩২তম সদস্য হতে যাচ্ছে - সুইডেন।
- > a2i কে যে নামে স্বায়ত্ত্বাস্তিত সংস্থায় রূপান্তর করা হয় - Agency to Innovate.
- > জাতিসংঘের যে অঙ্গসংঘ কুলে স্মার্ট ফোন ব্যবহারে নিষিদ্ধের প্রস্তাৱ দিয়েছে - ইউনেক্সো।
- > সম্প্রতি ৩০ জুন, ২০২৩ জাতিসংঘ যে শাস্তিরক্ষা কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করে - MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali), মালি (মিশনের সময় ছিল - ২৫ এপ্রিল, ২০১৩-৩০ জুন, ২০২৩)
- > যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম হিজাবধারী বিচারক হিসেবে শপথ নিয়েছেন - নাদিয়া কাহাফ।
- > Global Security Initiative (GSI) প্রস্তাবক দেশ - চীন।
- > বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ভার্চুয়াল ব্যাংক অনুমোদন দেয় যে দেশ - তাইওয়ান।
- > ভারত সূর্যে প্রথম মহাকাশযান 'আদিত্য-এল ১' উৎক্ষেপণ করে - ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।
- > ভারতের লাদাখে উদ্বোধন হওয়া সামরিক ঘাঁটির নাম - নয়োমা।
- > ২০২৩ সালে ইউনেক্সো বিশ্ব এতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পায় - শাস্তি নিকেতন।
- > নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেটে পাকিস্তানকে হারিয়ে প্রথম জয় লাভ করে - বাংলাদেশ (২৪ মার্চ, ২০২২)।
- > জাতিসংঘের সমন্বয় আদালত (ITLOS) এ বিশ্বের প্রথম জলবায়ু মামলায় শুনানি হয় - ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।
- > সম্প্রতি রাশিয়া ও ইউক্রেনের ৪৭৮ জন বন্দি বিনিময় চুক্তি হয় - সংযুক্ত আরব আমিরাতে।
- > রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ক্ষমতায় থাকার জন্য সাংবিধানিক আইন সংস্কার করেন - ২০৩৬ সাল পর্যন্ত
- > সম্প্রতি পতাকার নকশায় পরিবর্তন আনেন - কিরগিজস্তান।
- > ২০২৩ সালে অক্সফোর্ডের বর্ষসেরা শব্দ- Rizz
- > ওপেক প্লাসে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পরে যোগদেন - ব্রাজিল
- > কেভিডের অমিক্রনের নতুন উপধর্ম- JN.1
- > ১ ডিসেম্বর, ২০২৩ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ অন্তর্বর্তী নতুনে নেন - সোমালিয়ার উপর থেকে
- > ১ ডিসেম্বর, ২০২৩ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ রাজনৈতিক মিশন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় - সুদানে
- > ২ ডিসেম্বর ২০২৩ সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কলম্বিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় - CEPA চুক্তি
- > সম্প্রতি বিশ্বের সবচেয়ে বড় অফিস ভবন 'সুরাট ডায়মন্ড বোর্স' উদ্বোধন করা হয় - গুজরাট, ভারত
- > AI (কৃতিম বুদ্ধিমত্তা) নিয়ন্ত্রে আইন পাস করে - ইউরোপীয় ইউনিয়ন
- > ২১ নভেম্বর, ২০২৩ প্রথম গোয়েন্দা স্যাটেলাইন উৎক্ষেপণ করে - উত্তর কোরিয়া

- > ওয়ান ডে ও টি-২০ তে বাংলাদেশি মেয়েদের প্রথম জয়- দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে
- > ২০২৩ সালে সৌদিতে আয়োজিত ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়- ম্যানচেস্টার সিটি
- > সম্প্রতি কমিউনিটি ক্লিনিককে 'শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ' ঘোষণা করে - ব্রাউন ইউনিভার্সিটি।
- > তৈরি পোশাক রঙানি বাড়াতে যে দেশে অ্যাপারেল সামিট করে বিজিএমইএ-অস্ট্রেলিয়া।
- > ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তর অবস্থিত- ওডেসা।
- > মীডি পুলিশ যে দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সংযুক্ত- ইরান।
- > ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে দেশের সাথে অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে চুক্তি করে- তিউনিসিয়া।
- > জ্বালানি খরচ, ব্যবহার ও দূষণের দিক থেকে জি-২০ যে দেশ সবচেয়ে বেশি পরিচিত- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।
- > আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড-২০২৩ এই পদক তালিকায় শীর্ষ দেশ- চীন (বাংলাদেশের অবস্থান- ৪৬তম)
- > ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলন ২০২৩ এ বিশেষ আম্বল পায় যে দেশ- ইউক্রেন
- > সুইডেন ন্যাটোর সদস্য হতে বিরোধিতা করে- ২টি দেশ (তুরক ও হাসেরি)
- > বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বড় যাত্রীবাহী জাহাজের নাম- আইকন অব দ্য সিজ।
- > সম্প্রতি থ্রেডস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম চালু করেছে- META
- > টুইটারের বর্তমান নাম- এক্স (X)
- > বেসরকারি বাহিনী 'ওয়াগনার এন্সেপ্রে' প্রধান ছিলেন - ইয়েভগেনি প্রিগোশিন।
- > চীনের তৈরি প্রথম যাত্রীবাহী বিমান 'সি-৯১৯' এর বাণিজ্যিক ফ্লাইট শুরু- ২৮ মে, ২০২৩
- > বিশ্বের বৃহত্তম সামুদ্রিক পার্ক তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে- অস্ট্রেলিয়া।
- > ৩০-৩১ মে, ২০২৩ New Development Bank এর ৮ম সম্মেলন হয়- সাংহাই, চীন।
- > এভারেস্ট বিজয়ের ৭০ বছর পূর্তি পালিত হয়- ২৯ মে, ২০২৩।
- > প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্র ও তাইওয়ানের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি হয়- ১ জুন, ২০২৩।
- > ২০২৩ সালে নিরাপত্তা পরিষদের অঙ্গীয়ান নতুন ৫ সদস্য- আলজেরিয়া, গায়ানা, দক্ষিণ কোরিয়া, সিয়েরা লিওন ও প্রোভিনিয়া
- > লুজান চুক্তির ১০০ বছর পূর্ণ হয়- ২৪ জুলাই, ২০২৩।
- > লিওনেল মেসির নতুন ক্লাবের নাম- ইন্টার মিয়ামি, যুক্তরাষ্ট্র।
- > সম্প্রতি আনুষ্ঠানিক ভাবে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প ত্যাগ করে- জার্মানি
- > বিশ্বের প্রথম ড্রোনবাহী রংগতরী 'TCG Anadolu' চালু করে- তুরস্ক
- > রানী ত্বিতীয় এলিজাবেদের পর ৪০তম ব্রিটিশ রাজা হিসেবে ত্বিতীয় চালর্সের অভিষেক (Coronation) ঘটে- ৬ মে, ২০২৩।
- > ইয়েমেন সংঘাত নিরসনে সৌদি-ছত্তির মধ্যে শান্তি আলোচনার মধ্যস্থতা করে- ওমান।
- > মার্কিন ডলারের একচেটিয়া আধিপত্য রূখতে যে সংস্থা নতুন মুদ্রা চালু করতে যাচ্ছে- ব্রিকস
- > Forbes এর ২০২৩ প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের শীর্ষ ধনী- বার্নার্ড আর্নল্ট
- > NUMBEO এর মতে যানজটের শীর্ষ শহর- লাগোস, নাইজেরিয়া (ঢাকা- ত্বিতীয়)
- > 'পিতৃভূমি রক্ষাকর্তা' নামে নতুন তহবিল গঠন করে- রাশিয়া।
- > প্রথম আরব নারী হিসেবে মহাকাশে যান- রায়ানা বারনাওয়ি।
- > প্রথম আরব হিসেবে মহাকাশে হাঁটেন (স্পেসওয়াক)- সুলতান আল নিয়াদি।
- > ২০২৩ সালে প্রথম নজরল পুরুষার লাভ করেন- শাহীন সামাদ।
- > ২০২৩ সালে প্রথম রবীন্দ্র পুরুষার লাভ করেন- শীলা মোমেন।
- > ২০২৩ সালে দাবা খেলায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন- ডিং লিরেন।
- > দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ঝঁপ খেলাপী হারে শীর্ষ দেশ- শ্রীলঙ্কা (২য়- বাংলাদেশ)
- > বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বিশ্বব্যাপী করোনার জরুরি অবস্থা তুলে নেয়- ৫ মে, ২০২৩।
- > European Sky Shield Initiative (ESSI) এর প্রস্তাবক- ওলাফ শলঞ্জ।
- > পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত- সিদ্ধাপুর
- > সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাত যে দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনৰ্প্রতিষ্ঠিত করেছে- সৌদি আরব।
- > মহাকাশে প্রথম বারের মতো নারী নভোচারী 'রায়ানাহ বারনাওয়ি' কে পার্টাচেন্স- সৌদি আরব
- > ২০২৪ সালের ৫ নভেম্বর ৬০তম মার্কিন নির্বাচনে লড়াইয়ের ঘোষণা দেন- ভারতীয় বংশোদ্ধৃত রিপাবলিকান নেতা 'নিকি হ্যালি'
- > ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইরান ও সৌদির কূটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধ হয়- ২০১৬ সালে (পুনৰ্স্পর্ক হয়- ১০ মার্চ, ২০২৩)
- > Meta এর ভার্চুয়াল মুদ্রার নাম- জাক বাকস (Zuck Bucks)
- > মাশা আমিনির মৃত্যুতে ইরানে বিক্ষোভ শুরু হয়- ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২
- > আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন ছাড়ার ঘোষণা দেন- রাশিয়া
- > ভিক্টোর গ্লোভার নামে প্রথম একজন কৃষ্ণাঙ্গসহ ৪ নভোচারী নিয়ে নাসার নতুন চন্দ্রভিয়ানের নাম- Artemis-2 (২০২৪ সালের নভেম্বরে যাত্রা করবে)
- > বিশ্বে প্রথম কাগজবিহীন প্রশাসন চালু করে যে দেশ- সংযুক্ত আরব আমিরাত
- > সম্প্রতি ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যকার পারমাণবিক অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ চুক্তি স্থাপিতের ঘোষণা দেন- নিউ স্টার্ট চুক্তি, ওপেন স্কাই ট্রিটি, সিটিবিটি
- > ১২ আগস্ট, ২০২৩ ফিলিস্তিনে প্রথম রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেয়- সৌদি আরব
- > বৈশ্বিক বায়ুগ্যাস উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- চীন।
- > যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনাম 'Comprehensive Strategic Partnership' চুক্তি স্বাক্ষর করে- ভিয়েতনাম।
- > Five Eyes গোয়েন্দা জোটের সদস্য- ৫টি দেশ (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড)
- > সম্প্রতি রাশিয়ার 'বঙ্গু ও নিরপেক্ষ' দেশের তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়- বাংলাদেশের নাম।
- > দ্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম লাল কার্ড পান- সুনীল নারাইন (উইন্ডিজ)
- > সম্প্রতি সমুদ্রের উপর দিয়ে বুলেট ট্রেন চালু করেছে- চীন।
- > সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রাণঘাতী নিপাহ ভাইরাসের উভাবিত টিকার নাম- চ্যাডোক্স-১ নিপাহ বি
- > মিয়ানমারের জাস্তা ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে অঞ্চল বিরতিতে মধ্যস্থতা করে- চীন (বৈঠকের স্থান- কুনমিং, চীন)
- > প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ভূমিকম্প বলয়- রিং অফ ফায়ার/সার্কীম প্যাসিফিক বেল্ট
- > সাগরতলে 'আভারওয়াটার ড্রোন' নতুন ধরনের পারমাণবিক অক্সের পরিষ্কা করেছে- উত্তর কোরিয়া (ড্রোনের নাম- হাইল-৫-২৩)

- > রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা পরিমাপ করতে সক্ষম - অ্যাপল ওয়াচ (যুক্তরাষ্ট্র)
- > থাইল্যান্ডের রাজা ও রাজতন্ত্রকে অবমাননা সংক্রান্ত আইনকে বলা হয় - লেজ মাজেন্টে (রাজা বা রাজীনামে কোনো সমালোচনা করা যাবে না)
- > যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান দলের প্রার্থী বাছাইয়ের প্রথম ধাপ শুরু করে - আইওয়া অঙ্গরাজ্যের কক্ষাসের মধ্য দিয়ে।
- > ভারত ও চীনের মধ্যে ভারসাম্যের কূটনীতি বজায় রেখে চলা এশিয়ার একমাত্র দেশ - নেপাল।
- > মালদ্বীপের মুকুন্দুতে ভারত সীমান্তের গা ঘেঁষে একটি মহাসাগর পর্যবেক্ষণ স্টেশন তৈরি করেছে - চীন।
- > বাংলাদেশ দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তির আওতায় এলএনজি আমদানি করে - কাতার ও ওমান থেকে।
- > পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ বিমান 'কান' প্রস্তুতকারক দেশ - তুরস্ক।
- > WEF এর মতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ৫টি ঝুঁকি - জালানি স্বল্পতা, জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়া, মূল্যক্ষীতি, সম্পদ ও আয়বৈষম্য এবং সরকারের ঝুঁক বেড়ে যাওয়া ও বেকারত্ব।
- > বিশ্বের শীর্ষতম কাঁচের সেতু 'The Bach Long Bridge' অবস্থিত - ভিয়েতনাম।
- > সম্প্রতি জাতিসংঘ চাল সংঘের দরপত্রে যে দেশের রঞ্জনিকারকের ক্ষেত্রে বিবিন্নিষেধ আরোপ করেছে - ভারত।
- > বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (WMO) প্রথম নারী মহাসচিব - সেলেন্টে সাওলা (আর্জেন্টিনা)
- > মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত জাতিসংঘভূক্ত কিছু সংগঠনের নির্বাচী বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন - UNDP, UNFPA, UNOPS
- > সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার বর্ষসেরা শিক্ষক হয়েছেন - জহির উদ্দিন আরিফ
- > এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য - ৮টি (সর্বশেষ বাদপরে - শ্রীলঙ্কা)
- > ১২ জানুয়ারি-১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ এ অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ ফুটবল- ২০২৩ এর ১৮তম আসর - কাতার (অংশগ্রহণকারী দল - ২৪টি)
- > সম্প্রতি শিক্ষা ব্যবস্থায় 'পেট্রিয়টিক এডুকেশন ল' বা দেশপ্রেম নির্ভর শিক্ষা আইন চালু করেছে - চীন।
- > ২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশি ডাউনলোড হওয়া অ্যাপের নাম - গুগল।
- > বিশ্বের অল ইলেক্ট্রিক বা সম্পূর্ণ যাত্রীবাহী বিমানের নাম - এলিস (ইসরায়েল)
- > বিশ্বের প্রধান শহরগুলোর মধ্যে ইংরেজি নতুন বছর ২০২৪ কে প্রথম স্বাগত জানায় - নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড।
- > বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ১০ দফা মানবাধিকার সনদ দেয় - অ্যামনেন্স্টি ইন্টারন্যাশনাল।
- > সম্প্রতি রাশিয়া-ইউক্রেন আবার যুদ্ধবন্দি বিনিময় করেছে যে দেশের মধ্যস্থান্ত - সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- > বিবিএস এর রিপোর্টে দেশে তাঁতবন্ধ উৎপাদনের শীর্ষ জেলা - সিরাজগঞ্জ
- > জাতিসংঘের প্রতিবেদন-২০২৪ অনুযায়ী বাংলাদেশের গড় মুদ্রাক্ষীতি হবে - ৬.৮ শতাংশ এবং জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হবে - ৫.৬%।
- > ব্যাংকাস্যুরেল চালুর লক্ষ্যে নীতিমালা জরি হয় - ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩ সালে।
- > লোহিত সাগরে নিরাপদে জাহাজ চলাচলের জন্য 'Operation Prosperity Guardian' চালু করেছে - যুক্তরাষ্ট্র।
- > ডেনমার্কের রাজীনামা প্রিটীয় মার্গারেটা ক্ষমতা গ্রহণের ৫২ বছর পর আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ছাড়েন - ১৪ জানুয়ারি, ২০২৪।
- > আলোচিত চলচিত্র '12th Fail' এর পরিচালক - বিশ্ব বিনোদ চোপড়া
- > ভারতীয় প্রথম নারী হিসেবে বাংলা চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন - রচনা শর্মা
- > রাবেয়া খাতুন কথা সাহিত্যিক-২০২৩ পদক পেয়েছেন - বিপ্রদাশ বড়ুয়া ও সাদিয়া সুলতানা।
- > আন্তর্জাতিক টি-২০ তে দ্রুতম সেঞ্চুরিয়ান - কুশল মাল্লা (নেপাল)
- > সম্প্রতি আরব সাগরে যুদ্ধজাহাজ ও নজরদারি বিমান মোতায়েন করেছে - ভারত।
- > WHO এর অনুমোদন পেয়েছে ম্যালেরিয়ার নতুন টিকা - R-21 (Matrix-M)
- > মানুষের মষ্টিকে প্রথমবারের মত তারবিহীন 'চিপ টেলিপ্যাথি' ছাপন করেছে - ইলন মাস্কের নিউরালিং
- > বাংলাদেশের দ্বিতীয় শীর্ষ রঞ্জনি খাত - চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য
- > যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী হিসেবে ২০২৪ সালে চন্দ্রভিয়ানে যাবেন- প্রিস্টনা কচ
- > FAO এর সর্বশেষ তথ্যমতে বিশ্বে খাদ্য আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান- ৩য় (১ম- চীন, ২য় - ফিলিফাইন)
- > ২৭ জানুয়ারি ২০২৪ বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রমোদতরি 'আইকন অব দ্য সীজ' যাত্রা করে- যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামি বন্দর থেকে
- > কেহান-২ ও হাতেক যে দেশের উৎক্ষেপণকৃত স্যাটেলাইট- ইরান
- > সম্প্রতি যৌথভাবে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যে দুটি দেশ- ভারত ও ফ্রান্স
- > সম্প্রতি মিয়ানমারের যে সশস্ত্র গোষ্ঠী শান রাজ্যের হোপাং শহরে নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করে- দ্য ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড স্টেট পার্টি
- > ২০২৪ সালে নাসা শনি হাতের টাইটান উপগ্রহের জন্য পারমাণবিক শক্তিচালিত যে হেলিকাপ্টার পাঠাবে- ড্রাগনফ্লাই
- > ২০২৩ সালে আইসিসি বর্ষসেরা ক্রিকেটার হয়েছে- প্যাট কামিস, অস্ট্রেলিয়া
- > ২০২৩ সালে বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার (পুরুষ) হয়েছে- উসমান খাজা, অস্ট্রেলিয়া
- > ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনেক্সিকে নিয়ে সম্প্রতি টাইম ম্যাগাজিনের সাংবাদিক সাইমন শুস্টার যে বই লিখেছেন- দ্য শোম্যান
- > ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বৈশ্বিক রিয়েল টাইম গ্রাম্পিস সেটেলমেন্ট (RTGS) ব্যবস্থায় যে মুদ্রা চালু হয়েছে- চীনের ইউয়ান
- > মালদ্বীপের সমুদ্রসীমার যে স্থানে চীন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ছাপন করতে চাইছে- মাকুন্দু
- > দেশে প্রথম বারের মতো রোবট দিয়ে হৃদযন্ত্রের স্টেন্ট পড়ানো হয়- ২১ জানুয়ারি ২০২৪ (জাতীয় হৃদরোগ ইনসিটিউট ও হাসপাতাল)
- > সম্প্রতি মালদ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা চীনের বেসামরিক গবেষণা জাহাজ- শিয়াং ইয়াং হং-০৩
- > বিশ্বের প্রথম ডেঙ্গুর টিকা 'কিউডেঙ্গ' সরকারিভাবে প্রয়োগ করে- ব্রাজিল ('কিউডেঙ্গ' প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান- তাকেদা, জাপান)
- > সম্প্রতি আফগানিস্তানে নির্বোজ হওয়া রাশিয়ার উড়োজাহাজের নাম- ফ্যালকন-১০
- > ভিন্নস্থে (মঙ্গল গ্রহে) স্বয়ংক্রিয়ভাবে উড়েড়ায়ন করা প্রথম মটর চালিত যান- ইনজেনুইটি (যুক্তরাষ্ট্র)
- > টেস্টে ৫০০০ রান করা প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার- মুশফিকুর রহিম
- > চীনকে বিশ্বের বাণিজ্যিক ছেট চুল্লি (SMR) ছাপনের অনুমতি প্রদান করে- IAEA
- > বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা নিয়ে নিয়ে প্রামাণ্য চলচিত্র 'বিলিয়ন ডলার হাইস্ট' তথ্য চিত্রে নির্মাতা- ড্যানিয়েল গর্ডন
- > ২০২৩ সালে জাতিসংঘ পানি সম্মেলন হয়- নিউইয়র্ক
- > সম্প্রতি স্টিফেন হকিং এর শিশুতোষ 'বই প্রকাশ হতে যাচ্ছে- You and the Universe'
- > আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে সারা দেশের ভূমিহীন মুক্ত করা হয়- ২১টি জেলা ও ৩৩৪টি উপজেলাকে

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

বাংলাদেশের পরিচিতি

- > সাংবিধানিক নাম “The People’s Republic of Bangladesh”
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।
- > উৎপন্নি- বঙ্গ - বাঙলা- সুবা-ই বাঙলা- পূর্ববঙ্গ (১৯০৫) - পূর্ব পাকিস্তান (১৯৫৬)- বাংলাদেশ (৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯)- অজাতস্ত্রিক বাংলাদেশ (১৭ এপ্রিল ১৯৭১) নামকরণ করা হয়।
- > সাংবিধানিকভাবে “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ” হয়- ১৬ডিসেম্বর, ১৯৭২
- > রাজধানী ‘চাকা’ এ পর্যন্ত ৫ বার হয়- ১৬১০, ১৬৬০, ১৯০৫, ১৯৪৭, ১৯৭১
- > বাণিজ্যিক রাজধানী - চট্টগ্রাম।
- > স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস - ২৬ মার্চ (১৯৮০ সাল থেকে এ দিবস পালন করা হয়)।
- > বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি - এককেন্দ্রিক সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা
- > রাষ্ট্রভাষা- বাংলা (সংবিধানের ৩০নং অনুচ্ছেদ) জাতীয়তা - বাংলাদেশ।
- > রাষ্ট্রপ্রধান-রাষ্ট্রপতি (বর্তমান রাষ্ট্রপতি- মো. সাহারুদ্দিন, ২২তম)
- > সরকার প্রধান- প্রধানমন্ত্রী (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী- শেখ হাসিনা)।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক পরিচিতি

বিভাগ

- > বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান - বিভাগীয় কমিশনার এবং বিভাগের পুলিশ প্রধান - ডিআইজি।
- > বাংলাদেশের বর্তমান বিভাগ আছে - ৮টি
- > বিভাগ সৃষ্টি হয়- ১৮২৯ সালে (১ম ৩টি বিভাগ- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী)
- > ১ম বিভাগ - ঢাকা (বর্তমানে ১৩টি জেলা নিয়ে গঠিত)
- > স্বাধীনতার পূর্বে বিভাগ ছিল- ৪টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা)।
- > সর্বশেষ বিভাগ- ময়মনসিংহ (বর্তমানে ৪টি জেলা নিয়ে গঠিত, ঢাকা বিভাগ থেকে পৃথক করে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে এ বিভাগ সৃষ্টি করা হয়)
- > আয়তনে বৃহত্তম বিভাগ ও বনভূমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি আছে যে বিভাগে - চট্টগ্রাম বিভাগে (১১টি জেলা)।
- > আয়তনে ছোট বিভাগ, কম জেলা ও কম উপজেলা আছে যে বিভাগে- ময়মনসিংহ বিভাগে।
- > জনসংখ্যায় বৃহত্তম বিভাগ ও সবচেয়ে বেশি জেলা নিয়ে গঠিত বিভাগ- ঢাকা বিভাগ।
- > জনসংখ্যায় ছোট বিভাগ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম - বরিশাল বিভাগে (৬টি জেলা)।
- > শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি- বরিশাল বিভাগে।
- > শিক্ষার হার সবচেয়ে কম- ময়মনসিংহ বিভাগে (২০২২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী)।

ঢাকা প্রশাসনিক রাজধানী হয় মোট- ৫ বার

ক্রম	সাল	প্রতিষ্ঠাতা	বিশেষ তথ্য
প্রথম	১৬১০	ইসলাম খান	ইসলাম খান সম্মাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে সুবেদার ছিলেন তাই সম্মাটের নামানুসারে নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর
দ্বিতীয়	১৬৬০	মীর জুমলা	শাহ সুজা ১৬৪৯ সালে ঢাকা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিলে ১৬৬০ সালে পুনরায় মীর জুমলা রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন
তৃতীয়	১৯০৫	লর্ড কার্জন	১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্টি নতুন প্রদেশের প্রথম প্রাদেশিক রাজধানী হয়
চতুর্থ	১৯৪৭	পাকিস্তান শাসনামলে	১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের প্রদেশের পরিণত হলে পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিতীয় বার প্রাদেশিক রাজধানী হয়।
পঞ্চম	১৯৭১	স্বাধীন বাংলাদেশ	১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করলে ১৯৭২ সালের সংবিধান দ্বারা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা স্থান্ত হয়

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি

- > ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশকে বিভক্ত করা হয়- ৩টি ভাগে ■ টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ ■ প্লাইস্টোসিনিকালের সোপানসমূহ ■ সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি

টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

- > টারশিয়ারি যুগের পাহাড় বিভক্ত - ২ ভাগে
 - ১. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলো হলো- ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোণা, সিলেট, মৌলভীবাজারে অবস্থিত
 - ২. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলো হলো- চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজারে অবস্থিত।
- > টারশিয়ারি যুগের পাহাড় গড়ে উঠেছে- আজ থেকে ১৩ কোটি বছর পূর্বে।
- > মাটির বৈশিষ্ট্য- কাদা, বেলে মাটি ও শেল।
- > এসময়ে গড়ে উঠা ভূমি মোট ভূমি ভাগের- ১২ শতাংশ।
- > বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ভূমিরূপ- টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ
- > পলল পাখা জাতীয় ভূমিরূপ গড়ে উঠেছে- পাহাড়ের পাদদেশে
- > বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকার গড় উচ্চতা- ২০৫০ ফুট
- > উত্তরাঞ্চলের পাহাড়সমূহকে বলা হয়- টিলা।
- > দক্ষিণাঞ্চলের পাহাড়সমূহকে বলা হয়- দিবি।
- > বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি- পলি গঠিত সমতল ভূমি।
- > পাদদেশীয় সমতল ভূমি- রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের।
- > ব-ধীপ সমভূমি- ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ
- > বাংলাদেশে যে ধরনের ভূমিরূপ পাওয়া যায় না- মালভূমি।
- > শ্রোতজ সমভূমি- খুলনা, পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার অংশ।
- > লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের বৈশিষ্ট্য- ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বা আধা চিরহরিৎ জাতীয়
- > বাংলাদেশের পর্বতের সাথে গঠনগত মিল আছে- আন্দিজ পর্বতের।

প্লাইস্টোসিনিকালের সোপানসমূহ

- > ভূমি গড়ে উঠেছে- ২৫ হাজার বছর পূর্বে
- > এ সময় গড়ে উঠা ভূমি- মোট ভূমি ভাগের ৮%
- > মাটির বৈশিষ্ট্য- লালচে ও ধূসর
- > সোপান বলতে বুৰায়- চতুরভূমি
- > রাজশাহীর বরেন্দ্রভূমি, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের মধ্যপুর বনাঞ্চল, গাজীপুরের ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লার লালমাই পাহাড় জুড়ে বিস্তৃত।
- > লালমাই পাহাড়ের গড় উচ্চতা- ২১ মিটার

ভূমি	আয়তন
বরেন্দ্র ভূমি	৯৩২০ বর্গ কি.মি.
মধ্যপুর বনাঞ্চল ও ভাওয়ালের গড়	৪১০৩ বর্গ কি.মি.
লালমাই পাহাড়	৩৪ বর্গ কি.মি.

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

- > সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি গুলো টারশিয়ারি যুগের পাহাড় ও প্লাইস্টোসিনিকালের সোপানসমূহ ছাড়া বাকি ৮০% এ সময়ে গড়ে উঠা ভূমি
- > সাম্প্রতিককালে গড়ে উঠা ভূমির আয়তন- ১ লক্ষ ২৪ হাজার ২৬৬ বর্গ কিলোমিটার
- > ভূমির বৈশিষ্ট্য- দোঁআশ মাটি
- > বাংলাদেশের সবচেয়ে উচ্চ জেলা- দিনাজপুর (উচ্চতা- ৩৭.৫০ মিটার)
- > বাংলাদেশের সবচেয়ে নিচু জেলা- কিশোরগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ

বাংলাদেশের ছানীয় সরকার

- > বাংলাদেশের ছানীয় সরকার প্রধানত - ২ স্তর বিশিষ্ট (i. গ্রামভিত্তিক ছানীয় সরকার, ii. শহর ভিত্তিক ছানীয় সরকার)
- > বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরভিত্তিক ছানীয় সরকার মোট - ৫ স্তর বিশিষ্ট
- > গ্রামভিত্তিক ছানীয় সরকার - ৩ স্তর বিশিষ্ট (প্রথম- ইউনিয়ন পরিষদ, দ্বিতীয়- উপজেলা পরিষদ, তৃতীয়- জেলা পরিষদ)।
- > শহর ভিত্তিক ছানীয় সরকার - ২ স্তর বিশিষ্ট (প্রথম- পৌরসভা, দ্বিতীয়- সিটি কর্পোরেশন)।

ইউনিয়ন পরিষদ

- বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ আছে - ৪৫৭১ টি।
[Note: ২০২২ সালের জনগুমারী ও গৃহগণনা অনুযায়ী - ৪৫৯৬টি]
- ইউনিয়ন পরিষদ সৃষ্টি করা হয় - ১৯৭৩ সালে
- আম অঞ্চলের ছানীয় সরকারের সর্বনিম্ন প্রতিষ্ঠান - ইউনিয়ন পরিষদ
- বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর - ইউনিয়ন পরিষদ
- ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত - ১৩ জন সদস্য নিয়ে (১ জন চেয়ারম্যান, ৩ জন নারী সদস্য ও ৯ জন সাধারণ সদস্য)।
- প্রথম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হয় - ১৯৭৩ সালে।
- সংরক্ষিত মহিলা মেয়ার পদে নারী প্রাথীরা অংশ গ্রহণ করে - ১৯৯৭ সালে।
- সবচেয়ে ছোট ইউনিয়ন - নাসমোড়া, চট্টগ্রাম।
- দশম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হয় - ২০২১ সালে।

উপজেলা

- বর্তমানে উপজেলা আছে - ৪৯৫ টি [ডাসার (মাদারীপুর), দিদগাঁও (কর্বাবাজার), মধ্যনগর (সুনামগঞ্জ)]।
- উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন হয় - ১৯৮৩ সালে।
- উপজেলা নির্বাচন হয় - ৫ বার (১ম- ১৯৮৫, ১৯৯০, ২০০৯, ২০১৪, সর্বশেষ-২০১৯ সালে)।
- উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন - হসেইন মুহাম্মদ এরশাদ
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উপজেলা - শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

থানা পরিষদ

- বর্তমান থানা আছে - ৬৪৪টি (সর্বশেষ- পদ্মা উত্তর থানা, পদ্মা দক্ষিণ থানা)
- আয়তনে সবচেয়ে বড় থানা - শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)।
- আয়তনে সবচেয়ে ছোট থানা - ওয়ারী (ঢাকা)।
- জনসংখ্যায় বড় থানা - গাজীপুর সদর (গাজীপুর)।
- জনসংখ্যায় ছোট থানা - বিমানবন্দর থানা (ঢাকা)।
- দেশের ৬৫২তম থানা- দিদগাঁও, কর্বাবাজার।

জেলা

- বাংলাদেশের বর্তমান জেলা আছে - ৬৪টি (৬৫ তম প্রজাতিত জেলা- ত্রৈবে)
- বাংলাদেশের প্রথম জেলা হয় - ১৬৬৬ সালে (চট্টগ্রাম)।
- বাংলাদেশের আয়তনে সবচেয়ে বড় জেলা - রাঙামাটি।
- নদী পথে সরাসরি ঢাকার সাথে সংযোগ নেই যে জেলার - রাঙামাটি।
- বাংলাদেশের আয়তনে সবচেয়ে ছোট জেলা - নারায়ণগঞ্জ।
- দেশ স্বাধীনের সময় জেলা ছিল - ১৯টি।
- রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই - ২৯টি জেলায়।
- জনসংখ্যায় সবচেয়ে বড় জেলা ও ঘনত্বের হার সবচেয়ে বেশি- ঢাকা জেলায়।
- জনসংখ্যায় সবচেয়ে ছোট জেলা ও ঘনত্বের হার সবচেয়ে কম- বান্দরবানে
- বাংলাদেশের ছানীয় সরকারের সর্বোচ্চ প্রশাসন - জেলা পরিষদ।

৫টি জেলার বানানের পরিবর্তন

৫ টি জেলার ইংরেজি বানান পরিবর্তন করে বাংলা ও ইংরেজি একই করা হয়- ২০১৮ সালের ২ এপ্রিল

জেলার নাম	পূর্ব বানান	বর্তমান বানান
বরিশাল	Barisal	Barishal
বগুড়া	Bogra	Bogura
চট্টগ্রাম	Chittagong	Chattogram
কুমিল্লা	Comilla	Cumilla
ঝোশের	Jessore	Jashore

শহরতাত্ত্বিক ছানীয় প্রতিষ্ঠান

- শহরতাত্ত্বিক ছানীয় প্রতিষ্ঠান- ২টি। (পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন)
- পৌরসভা
- বর্তমান পৌরসভা - ৩৩০টি। (সর্বশেষ পৌরসভা- শ্যামনগর, সাতক্ষীরা)
- শহরাঞ্চলে সর্বনিম্ন ছানীয় প্রশাসন - পৌরসভা।
- ঢাকা প্রথম পৌরসভা হয় - ১৮৬৪ সালে।
- প্রথম পৌরসভা নির্বাচন হয়- ১৯৭৩ সালে।

সিটি কর্পোরেশন

- মোট সিটি কর্পোরেশন - ১২টি (সর্বশেষ - ময়মনসিংহ, ২০১৮)।
- প্রথম সিটি কর্পোরেশন হয় - ১৯৯০ সালে (ঢাকা)।
- সবচেয়ে বড় সিটি কর্পোরেশন - গাজীপুর
- সবচেয়ে ছোট সিটি কর্পোরেশন - সিলেট
- দেশের প্রথম মহিলা মেয়ার - সেলিমা হোসেন আইতী।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বিভক্ত হয় - ২০১১ সালে (ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড-৫টি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড- ৭৫টি)।
- সিটি কর্পোরেশনের সর্বনিম্ন একক - ওয়ার্ড।
- সিটি কর্পোরেশনের মেয়ারকে বলা হয় - নগরপিতা।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম মেয়ার- আবুল হাসনাত।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়ার-মোহাম্মদ হানিফ (যার নামে দেশের ১১.৮ কি.মি দৈর্ঘ্যের সবচেয়ে বড় ফ্লাইওভার তৈরি করা হয়েছে)।

বাংলাদেশের অবস্থান

- বাংলাদেশের অবস্থান- $20^{\circ}30'N$ থেকে $26^{\circ}30'E$ উত্তর অক্ষাংশ। $88^{\circ}01'$ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে $92^{\circ}41'$ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।
- বাংলাদেশ উত্তর গোলার্ধের দেশ এবং মূল মধ্যরেখার পূর্ব দিকে অবস্থিত
- বাংলাদেশের উপর দিয়ে দুটি আন্তর্জাতিক রেখা অতিক্রম করেছে- 90° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা এবং ট্রিপিক অব ক্যানসার বা কর্কটক্রান্তি রেখা।
- রবার্ট ক্লাইভের নির্দেশে ত্রিতিশ ভূগোলবিদ জেমস রেনেলকে সমস্ত বাংলা অঞ্চল করে ম্যাপ প্রস্তুত করেন- ১৭৭৯ সালে।
- বাংলাদেশের প্রতিপাদ ছান- চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে।
- লন্ডনের ফিনিচ মান মন্দির থেকে ঢাকার সময়ের পার্থক্য- GMT+6
- ১ ডিগ্রি = ৮ মিনিটের পার্থক্য হয়
- GMT পূর্ণরূপ- (Greenwich Mean Time) যা সময় গণনার সাথে জড়িত।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মান মন্দির/মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র নির্মিত হয়- ভাঙা, ফরিদপুর
- বাংলাদেশ আয়তনে পৃথিবী- ৯৪তম দেশ (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় তৃতীয় শ্রেণির বই অনুযায়ী- ৯০তম)।
- বাংলাদেশ জনসংখ্যায় পৃথিবী - অষ্টমতম দেশ।
- বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশে জনসংখ্যায় - ৫ম দেশ।
- বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বে জনসংখ্যায় - ৪৮ দেশ।
- বাংলাদেশ আয়তনে দক্ষিণ এশিয়ার - ৪৮ দেশ।
- বাংলাদেশ জনসংখ্যায় দক্ষিণ এশিয়ায় - ৩য় দেশ।
- বাংলাদেশের সীমানা আছে - ২টি দেশের সাথে (ভারত, মিয়ানমার)

বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা

উত্তর**	ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম
দক্ষিণ**	বঙ্গোপসাগর, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঁজি
পূর্ব**	ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মিয়ানমার
পশ্চিম	ভারতের পশ্চিমবঙ্গ

সীমান্ত বাহিনী

বাংলাদেশ	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (BGB)
বাংলাদেশের উপকূলীয় বাহিনী	কোস্ট গার্ড
ভারত	বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (BSF)
মিয়ানমার	বর্ডার গার্ড পুলিশ (BGP)
পাকিস্তান	রেঞ্জার্স

সেভেন সিস্টার্স

- > ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যকে বলে- সেভেন সিস্টার্স।
 - > টেকনিক: আমিতি মে অনাম- (আ= আসাম, মি= মিজোরাম, তি = ত্রিপুরা, মে= মেঘালয়, অ = অরুণাচল, না = নাগাল্যান্ড, ম = মণিপুর)
 - > ভারতের মোট রাজ্য - ২৮ টি (২০১৪ সালে অঙ্গপ্রদেশ ভেঙে সৃষ্টি হয় সর্বশেষ রাজ্য- তেলেঙ্গানা)
 - > ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাথে সেভেন সিস্টার্সকে যুক্ত করেছে- শিলিঙ্গড়ি করিডোর (এই করিডোরকে 'চিকেন নেক' বলা হয়)
- [Note:** ২০১৯ সালে ৫ আগস্ট ভারতের সংবিধানের ৩৭০ এবং ৩৫(ক) ধারা পরিবর্তন করলে কাশীর বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা হারায়]
- > ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল- ৮টি।
 - > বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতের মোট রাজ্য আছে - ৫টি।
 - > 'ভারতের সেভেন সিস্টার্স' এর অন্তর্ভুক্ত রাজ্য - ৭টি।
 - > সেভেন সিস্টার্স ভুক্ত রাজ্য বাংলাদেশের সীমান্যান্ড আছে- ৪টি।
 - > বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে রাজ্যের সীমান্ত সবচেয়ে বেশি - পশ্চিমবঙ্গ।
 - > বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে রাজ্যের সীমান্ত সবচেয়ে কম - আসাম।
 - > বাংলাদেশের যে বিভাগের সাথে ভারতের সীমান্ত নেই - ঢাকা, বরিশাল।
 - > মিয়ানমারের সাথে সীমান্ত আছে বাংলাদেশের - চট্টগ্রাম বিভাগের।
 - > বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উভয় দেশের সাথে ভারতের যে রাজ্যের সীমান্যান্ড আছে - মিজোরাম। সিকিম ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় - ১৯৭৫ সালে।
 - > মিয়ামারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্যান্ড - ২টি; রাখাইন ও চিন প্রদেশের
 - > ভারত ও নেপালের মধ্যে অমীমাংসিত ভূখণ্ড- কালাপানী, লেপুলেখ ও লিম্পিয়াখুরা।
 - > বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে রয়েছে যে ভূখণ্ড - শিলিঙ্গড়ি করিডোর।
 - > চীন, ভুটান ও ভারতের মধ্যে সীমান্তবর্তী ছান - ডোকলাম।
 - > ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে - সিয়াচেন হিমবাহ নিয়ে।
 - > ভারত ও চীনের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে- গালওয়ান উপত্যকা, অরুণাচল প্রদেশ ও শ্রীনগর নিয়ে।
 - > বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সীমান্তবর্তী ছান - মৎস্য, ঘুমধূম।
 - > আসাম ভিত্তিক গেরিলা সংগঠন - উলফা (ULFA)

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা

- > বাংলাদেশের মোট জেলা- ৬৪টি।
- > বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা - ৩২টি।
- > ভারতের সাথে সীমান্তবর্তী জেলা (৩০টি), মিয়ানমারের সাথে সীমান্তবর্তী জেলা - ৩টি (রাঙামাটি, বান্দরবান, কক্ষিবাজার)।
- > ভারত ও মিয়ানমার উভয় দেশের সাথে সীমান্যান্ড আছে- রাঙামাটির।
- > পার্বত্য চট্টগ্রামের যে জেলার সাথে ভারতের সীমান্ত নেই- বান্দরবান।
- > পার্বত্য চট্টগ্রামের যে জেলার সাথে মিয়ানমারের সীমান্ত নেই- খাগড়াছড়ি।
- > পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা নয় কিন্তু একমাত্র যে জেলা মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী- কক্ষিবাজার।

বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য

- > বাংলাদেশের মোট আয়তন- ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি/৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল

সীমান্ত দৈর্ঘ্য	বিভিন্ন র তথ্য	মাধ্যমিক ভূগোল বই
বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য	৫,১৩৮ কিমি	৪৭১১ কি.মি
মোট ছুল সীমান্য	৪,৪২৭ কিমি	৩৯৯৫ কি.মি
উপকূলীয় / তটরেখার দৈর্ঘ্য	৭১১ কিমি	৭১৬ কি.মি
ভারতের সাথে সীমান্ত দৈর্ঘ্য	৪,১৫৬ কিমি	৩,৭১৫ কি.মি.
মিয়ানমারের সাথে সীমান্ত দৈর্ঘ্য	২৭১ কিমি	২৮০ কি.মি.

বাংলাদেশের দিকভিত্তিক অবস্থা

দিক	ছান	ইউনিয়ন	থানা	জেলা
উত্তর	জায়গিরজোত	বাংলাবাঙ্গা	তেঁতুলিয়া	পঞ্চগড়
দক্ষিণ	ছেঁড়া দ্বীপ	সেন্টমার্টিন	টেকনাফ	কক্ষিবাজার
পূর্ব	আখাইনঠং	রেমাক্রি	থানচি	বান্দরবান
পশ্চিম	মনাকষা	মনাকষা	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ছান

রৌমারী, বড়ইবাড়ি	কুড়িহাম	তামাবিল, নয়াগ্রাম, পাদুয়া	সিলেট
বুড়িমারী	লালমনিরহাট	বড়লেখা, ডোমাবাড়ি	মৌলভীবাজার
চিলাহাটি	নীলফামারী	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
নালিতাবাড়ি	শেরপুর	বিলোনিয়া	ফেনী
হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	চৌক্ষিকা, বিবির বাজার	কুমিল্লা

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা

- > জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনের - ১৯৮২ সালে।
 - > আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনের নাম - UNCLOS-III (United Nations Convention on Law of the Sea)
 - > বাংলাদেশের অভ্যর্তীণ বঙ্গোপসাগরের তটরেখার দৈর্ঘ্য- ৭১১ কি.মি.
 - > বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা- ১২ নটিক্যাল মাইল/২২ কি.মি
 - > বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা (Exclusive Economic Zone-EEZ)- ২০০ নটিক্যাল মাইল/৩৭০ কি.মি
 - > বাংলাদেশের মহীসোপান- ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল।
 - > ১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫৩ কিমি./৬০৭৬.১২ ফুট/১৮৫২ মিটার।
 - > সমুদ্র সমতল থেকে উচু জেলা - দিনাজপুর (৩৭.৫০ মিটার)।
 - > সমুদ্র সমতল থেকে সবচেয়ে নিচু জেলা - কিশোরগঞ্জ।
 - > আন্তর্জাতিক সমুদ্র বিষয়ক আদালত - ITLOS।
 - > বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সমুদ্রসীমার রায় হয় - ২০১২ সালের ১৪ মার্চ (রায় দেয় - "International Tribunal for the Law of the Sea" (ITLOS) যা জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত)।
 - > বাংলাদেশ ও ভারতের সমুদ্র সীমার রায় হয় - ২০১৪ সালে ৭ জুলাই। রায় দেয় - নেদারল্যান্ডেসের হেগে অবস্থিত ছায়ী সালিশি আদালত (PCA)
 - > PCA-এর পূর্ণরূপ হলো - Permanent Court of Arbitration
 - > বাংলাদেশ মিয়ানমারের কাছ থেকে সমুদ্র লাভ করে- ১,১,৬৩১ কি.মি.
 - > বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে সমুদ্র লাভ করে- ১৯,৪৬৭ কি.মি.
 - > বাংলাদেশের সমুদ্রের মোট আয়তন- ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি.
 - > ব্রাইকোনমি/সুনীল অর্থনীতি হলো - সমুদ্র অর্থনীতি (১৯৯৪ সালে গুটার পাউলি 'The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs' এ গ্রন্থে ধারণা দেন)
 - > বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার প্রথম পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র প্রকাশ করেছে- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনসিটিউট অব মেরিন সায়েন্স অ্যান্ড ফিশারিজ।
- নোট: আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন অনুযায়ী মহীসোপান- ৩৫০ নটিক্যাল মাইল, কিন্তু বাংলাদেশ মহীসোপানের মালিক- ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল।

বঙ্গোপসাগর (Bay of Bengal)

- > পৃথিবীর বৃহত্তম বে উপসাগর - বঙ্গোপসাগর
- > আয়তন - ২১ লক্ষ ৭২ হাজার বর্গকিলোমিটার।
- > গড় গভীরতা - ২৬০০ মিটার (৮,৫০০ ফুট)।
- > বঙ্গোপসাগরের গভীরতম খাদের নাম - গঙ্গাখাত বা Swatch of No Ground (গভীরতা ১৪ কিলোমিটার)।
- > বঙ্গোপসাগরের তলদেশে অবস্থিত বিশ্বের দীর্ঘতম অসামুদ্রিক উপদ্বীপ (Under water deltas) - বঙ্গপাথা/সাবমেরিন ক্যানিয়ন
- > 'বেঙ্গল ফ্যান' ভূমিরূপটি অবস্থিত - বঙ্গোপসাগরে
- > বঙ্গোপসাগরের ৯০°পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার সমান্তরালে একটি নিয়মিত পৰ্বতশ্রেণি - Ninety East Ridge
- > বিশ্বের বৃহত্তম সাবমেরিন পাথা বা ডুবো গিরিখাত - বঙ্গপাথা বা বেঙ্গল ফ্যান
- > বঙ্গোপসাগরের সর্বকালের বৃহত্তম যুদ্ধ যা- মালবার ২০০৭ নামে পরিচিত।
- > বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আদামান ও নিকোবর দ্বীপের রাজধানী- পোর্ট রেয়ার

ছিটমহল

- > ছিটমহল- (Enclave) কোনো একটি রাষ্ট্রের একটি এলাকা, যে-এলাকা চতুর্দিক থেকে অন্য একটি রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত তাই ছিটমহল।
- > বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মোট ছিটমহল ছিল - ১৬২ টি।
- > ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহল ছিল- ৫১টি। (বর্তমান মালিক ভারত)।
- কুচিবিহারে- ৪৭টি ■ জলপাইগুড়িতে- ৪টি।
- > বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ছিটমহল ছিল- ১১১টি। যা বাংলাদেশের রংপুর বিভাগের ৪টি জেলায় ছিল। (বর্তমান মালিক বাংলাদেশ)
- > টেকনিক: কালাপনা (কা = কুড়িগ্রাম- ১২টি, লা = লালমনিরহাট- ৫৯টি, প = পঞ্চগড়- ৩৬টি, নী = নীলফামারী- ৪টি)
- > বাংলাদেশের ছিটমহলগুলো ভারতের যে রাজ্যে ছিল - পশ্চিমবঙ্গে।
- > “ছিটমহলবেষ্টিত জেলা” বলা হতো - লালমনিরহাটকে।
- > বাংলাদেশের বৃহত্তম ছিটমহল ছিল - দহগাম ও আঙরপোতা (৩৫ বর্গমাইল, লালমনিরহাটে অংশ ছিল)
- > আলোচিত মশালভাঙ্গা ছিটমহল ছিল - কুড়িগ্রামে।
- > দাশিয়ারছড়া ইউনিয়নের বর্তমান নাম - মুজিব-ইন্দিরা দাশিয়ারছড়া ইউনিয়ন।

ছিটমহল চুক্তি

- > প্রথম ছিটমহল চুক্তি- ১৬ মে, ১৯৭৪ সালে।
- > চুক্তির নাম- ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি।
- > বিষয়বস্তু - বাংলাদেশ দিবে- বেরবাড়ি, ভারত দিবে- তিন বিধা করিডোর
- > বাংলাদেশের ছিটমহল বিষয়ে চুক্তি আছে সংবিধানের-৩য় সংশোধনীতে।
- > সর্বশেষ ছিটমহল চুক্তি কার্যকর হয়- ২০১৫ সালের ৬ জুন।
- > উভয় দেশের ছিটমহল বিনিয় হয়- ৩১ জুলাই মধ্যরাত (১২:০১ মিনিট) তথা ১ আগস্ট, ২০১৫।
- > ছিটমহল বিষয়ে চুক্তি - ভারতের সংবিধানের ১০০তম সংশোধনীর বিষয় ছিল

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু

- > বাংলাদেশের জলবায়ু - ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু/অর্দ্ধ সমতাবাপন।
 - > বাংলাদেশের আবহাওয়া - নাতিশীলতাও।
 - > উভয় গোলার্ধের বড় দিন ও ছোট রাত - ২১ জুন।
 - > উভয় গোলার্ধের ছোট দিন ও বড় রাত - ২২ ডিসেম্বর।
 - > উভয় গোলার্ধের দিন ও রাত সমান থাকে - ২১ মার্চ, ২৩ সেপ্টেম্বর।
 - > দক্ষিণ গোলার্ধের ছোট দিন ও বড় রাত - ২১ জুন।
 - > দক্ষিণ গোলার্ধের বড় দিন ও ছোট রাত - ২২ ডিসেম্বর।
 - > সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত্রের ছান - লালাখাল, সিলেট।
 - > সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত্রের বিভাগ ও জেলা - সিলেট।
 - > সর্বোচ্চ শীতলতম বিভাগ ও জেলা - সিলেট।
 - > উষ্ণ জেলা ও বিভাগ - রাজশাহী।
 - > সর্বোচ্চ শীতল ছান - শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
 - > সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত্র ছান - লালপুর, নাটোর।
 - > সর্বোচ্চ উষ্ণতম ছান - লালপুর, নাটোর।
 - > উষ্ণ মাস - এপ্রিল এবং শীতলতম মাস - জানুয়ারি।
 - > বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত - ২০৩ সে.মি।
 - > “দ্বন্দ্ব ঝুঁতু” বলা হয় - বর্ধাকালকে।
 - > বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা - ২৬.০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
 - > বস্তর ওজন সবচেয়ে বেশি - মেরু অঞ্চলে।
 - > বস্তর ওজন সবচেয়ে কম - নিরক্ষীয়/বিষুবীয় অঞ্চলে।
 - > ৬৬°.৫ উভয় অক্ষরেখাকে বলা হয় - সুমেরু বৃত্ত
- Note:** উভয় গোলার্ধে যা ঘটে দক্ষিণ গোলার্ধে তার বিপরীত ঘটে।

SPARRSO

- > সরকারি মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন কেন্দ্র - SPARRSO
- > পূর্ণরূপ- Space Research and Remote Sensing Organization
- > প্রতিষ্ঠা - ১৯৮০ সালে (অবস্থান - আগারগাঁও, ঢাকা)।
- > SPARRSO এর প্রধান-প্রধানমন্ত্রী।
- > কাজ - ঘূর্ণিঝড় ও দূর্ঘোগের পূর্বাবস্থা প্রদান।
- > SPARRSO/আবহাওয়া অধিদপ্তর যে মন্ত্রণালয়ের অধীন- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের (প্রধান- প্রধানমন্ত্রী)।**

বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এবং আবহাওয়া কেন্দ্র

- > বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র রয়েছে ৪টি।

কেন্দ্র	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
১. বেতবুনিয়া	রাঙামাটি	১৯৭৫
২. তালিবাবাদ	গাজীপুর	১৯৮২
৩. মহাখালী	ঢাকা	১৯৯৫
৪. জালালাবাদ	সিলেট	১৯৯৭

- > বাংলাদেশের ১ম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের নাম- বেতবুনিয়া, রাঙামাটি।
- > বাংলাদেশের সর্বশেষ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের নাম- জালালাবাদ, সিলেট।
- > বাংলাদেশের আবহাওয়া কেন্দ্র রয়েছে - ৪টি (টেকনিক- পচা ঢাক)। (প = পুরুখাখালী, চ = চট্টগ্রাম, ঢ = ঢাকা, ক = কুমিল্লা)

জাতীয় বিষয়াবলি

জাতীয় সংগীত (National Anthem)

- > রচয়িতা/গীতিকার ও সুরকার- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- > প্রথম ২ লাইন- ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি চির দিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি’
- > ইংরেজি অনুবাদক- সৈয়দ আলী আহসান।
- > রচনার প্রেক্ষাপট- ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে (বাংলা-১৩১২)
- > জাতীয় সঙ্গীত নেয়া হয়- গীতিবিতান কাব্যগ্রন্থের স্বরবিতান কাব্য থেকে।
- > প্রথম প্রকাশ- ১৯০৫ সালে বঙ্গচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার আধিন সংখ্যায় মোট লাইন- ২৫ (যা বোঝায় বাংলার প্রকৃতির কথা)
- > জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নেওয়া হয়- প্রথম ১০ লাইন।
- > রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে বাজানো হয়- প্রথম ৪ লাইন।
- > জাতীয় পতাকার সাথে জাতীয় সঙ্গীত প্রথম গাওয়া হয়- ১৯৭১ সালে ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে।
- > জাতীয় সংগীত সরকারিভাবে গৃহীত হয় - ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- > প্রথম যে চলচিত্রে গাওয়া হয়-জাহির রায়হানের “জীবন থেকে নেয়া”।
- > রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সংগীত রচনা করেন - বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা এর।
- > ২০০৬ সালে বিবিসির শ্রোতা জরিপে শ্রেষ্ঠ বাংলা গান নির্বাচিত হয়- জাতীয় সংগীত
- > আমার সোনার বাংলা গানটি রচিত হয়েছিল- বাটুল গীতিকার গগন হরকারের ‘আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে’ এই বাটুল গানের সুরে।
- > স্বাধীনতা দিবসে ঢাকার জাতীয় প্যারেড প্রাইডে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬৮১ জন মানুষ সমবেত কর্তৃ জাতীয় সংগীত গেয়ে বিশ্ব রেকর্ড করে- ২০১৪ সালে।

রংসংগীত ও ক্রীড়া সংগীত

- > বাংলাদেশের রংসংগীত - চল চল চল! উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
- > রংসংগীতের রচয়িতা - কাজী নজরুল ইসলাম।
- > মোট লাইন- ২১। বাজানো হয়- ২১ লাইন
- > রংসংগীত ১৯২৮ সালে (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) ‘নতুনের গান’ শিরোনামে সন্ধ্যা কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ করেন- কাজী নজরুল ইসলাম।
- > বাংলাদেশের রংসংগীত হিসেবে গৃহীত হয়- ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- > বাংলাদেশের ক্রীড়া সংগীতের রচয়িতা - সেলিমা রহমান।
- > ক্রীড়া সংগীতের কলি- ‘বাংলার দুরস্ত সত্তান আমরা দুর্দম দুর্জয়’.....।
- > কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে কানাডায় নির্মিত চলচিত্র ‘নজরুল’ এর পরিচালক- ফিলিপ স্পারেল।

জাতীয় পতাকা

- > ১৯৭০ সালের ৬ জুন মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার প্রথম ডিজাইনার- কুমিল্লার শিব নারায়ণ দাস।
- > জাতীয় পতাকা থেকে মানচিত্র বাদ দেওয়া সংক্রান্ত অধ্যাদেশ জারি করা হয়- ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- > জাতীয় পতাকার বর্তমান ডিজাইনার- পটুয়া কামরুল হাসান।
- > জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ- ১০:৬ / ৫:৩:১।
- > জাতীয় পতাকার প্রথম উত্তোলন- ২ মার্চ, ১৯৭১।
- > ছান- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে বটতলায়।
- > প্রথম পতাকা উত্তোলনকারী- আ.স.ম আব্দুর রব।
- > জাতীয় সংগীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়- ৩ মার্চ, ১৯৭১ পল্টন ময়দানে।
- > জাতীয় সংগীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন- শাজাহান সিরাজ।
- > সরকারি অফিস- আদালত, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধুর বাসভবনসহ সারা দেশে প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয়- ২৩ মার্চ, ১৯৭১ সালে।
- > বর্তমান পতাকা সরকারিভাবে গৃহীত হয়- ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- > প্রথম বিদেশী মিশনে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন- ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ কলকাতা মিশনে, এম.আর হোসেন আলী কর্তৃক।
- > সংবিধানের ৪(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রং- সবুজ রঙের জমিনের উপর ছাপিত রক্ত বর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত

জাতীয় প্রতীক

- > জাতীয় প্রতীকের রূপকার- কামরুল হাসান।***
- > জাতীয় প্রতীকে রয়েছে- উভয় পাশে ধানের শীষ, ভাসমান শাপলা ফুল, পাট গাছের তিনটি পাতা ও উভয় পাশে দুটি করে তারকা।
- > তারকা রয়েছে- ৪টি।** ব্যবহার করেন- রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী
- > ৪ টি তারকা দিয়ে বুঝায়- সংবিধানের ৪টি মূলনীতি।
- > পানি, ধান ও পাট প্রতীকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়েছে- বাংলাদেশের নিসর্গ ও অর্থনীতি।
- > এ তিনটি উপাদানের উপর ছাপিত জলজ প্রক্ষুটিত শাপলা হলো- অঙ্গীকার, সৌন্দর্য ও সুরক্ষিত প্রতীক।
- > অনুমোদন পায়- ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।
- > সংবিধানের যে অনুচ্ছেদ মনোন্ধামের কথা বলা হয়েছে- ৪(৩)

রাষ্ট্রীয় মনোন্ধাম***

- > রাষ্ট্রীয় মনোন্ধামের ডিজাইনার- এ.এন সাহা।***
- > রাষ্ট্রীয় মনোন্ধামে তারকা আছে- ৪টি
- > ব্যবহার করা হয়- সরকারি অফিস, নথি, আরক, চিঠি-পত্র ও বিজ্ঞপ্তি।
- > মনোন্ধামে যা রয়েছে- লাল রঙের বৃত্তের মাঝে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র। বৃত্তের উপরের দিকে লেখা রয়েছে “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ” নিচে লেখা রয়েছে “সরকার” এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও সরকার এর লেখার মাঝে দুটি করে চারটি তারকা রয়েছে।

জাতীয় বিষয়....

জাতীয় ফুল	শাপলা	জাতীয় ফল	কাঁঠাল
জাতীয় বৃক্ষ	আম গাছ***	জাতীয় মাছ	ইলিশ

জাতীয় পশু- রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

বাংলাদেশের জাতীয় ও অন্যান্য দিবস

তারিখ	দিবস
১ জানুয়ারি	জাতীয় গ্রহণ দিবস
২ জানুয়ারি	জাতীয় সমাজসেবা দিবস
১০ জানুয়ারি	বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ***
২৪ জানুয়ারি	গণঅভ্যর্থনা দিবস
২ ফেব্রুয়ারি	জাতীয় জনসংখ্যা দিবস
১ মার্চ	বীমা দিবস
২ মার্চ	জাতীয় পতাকা দিবস, ভোটার দিবস
৬ মার্চ	জাতীয় পাট দিবস***
১৭ মার্চ	জাতীয় শিশু দিবস***
২৫ মার্চ	কালো রাত দিবস, গণহত্যা দিবস
৩ এপ্রিল	জাতীয় চলচিত্র দিবস
১৭ এপ্রিল	মুজিবনগর দিবস***
২৩ জুন	পলাশী দিবস, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা দিবস
১৭ সেপ্টেম্বর	জাতীয় শিক্ষা দিবস
২৪ সেপ্টেম্বর	মীনা দিবস
১৮ অক্টোবর	শেখ রাসেল দিবস***
৩ নভেম্বর	জাতীয় জেল হত্যা দিবস
৪ নভেম্বর	সংবিধান দিবস***
১৫ নভেম্বর	জাতীয় কৃষি দিবস***
২১ নভেম্বর	সশস্ত্র বাহিনী দিবস
৩০ নভেম্বর	জাতীয় আয়কর দিবস***
১ ডিসেম্বর	মুক্তিযোদ্ধা দিবস**
৬ ডিসেম্বর	বৈরোচার পতন দিবস
৯ ডিসেম্বর	রোকেয়া দিবস
১০ ডিসেম্বর***	ভ্যাট দিবস (পূর্বে ভ্যাট দিবস ছিল ১০ জুলাই)
১২ ডিসেম্বর	ডিজিটাল/আর্ট বাংলাদেশ দিবস
১৪ ডিসেম্বর	শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস
৩০ ডিসেম্বর	প্রবাসী দিবস

বর্তমান নাম ও পুরাতন নাম

বর্তমান নাম	পুরাতন নাম	বর্তমান নাম	পুরাতন নাম
রাজশাহী*	রামপুর বোয়ালিয়া	কুষ্টিয়া	নদীয়া
নোয়াখালী*	সুধারাম/ভুলুয়া	ফেনী	শমসের নগর
কুমিল্লা*	ত্রিপুরা	বাগেরহাট**	খলিফাবাদ
ময়মনসিংহ*	নাসিরাবাদ	ঘোর	খলিফাতাবাদ
উত্তরবঙ্গ	বরেন্দ্রভূমি	গাইবান্ধা	ভবানীগঞ্জ
দিনাজপুর*	গড়েয়ানাল্যান্ড	গাজীপুর	জয়দেবপুর
খুলনা	জাহানাবাদ	সোনারগাঁও	সুবর্ণ গ্রাম
ফরিদপুর	ফতেহাবাদ	ময়নামতি	রোহিতগিরি
রাঙ্গামাটি*	হরিকেল	নিয়ম দ্বীপ**	বাউলার চর
আসাদগেট	আইয়ুব গেট	ভোলা	শাহাবাজপুর
শেরে বাংলা নগর	আইয়ুব নগর	লালবাগ কেল্লা*	আওরঙ্গবাদ দুর্গ
ঢাকা*	জাহাঙ্গীরনগর/ঢাবেকা/ঢাকা		
চট্টগ্রাম*	ইসলামাবাদ/পোর্ট গ্রান্ডে/ চট্টলা		
সিলেট	জালালাবাদ/শ্রীহাট		
বরিশাল*	চন্দ্রবীপ/বাকলা/ইসমাইলপুর/বাকেরগঞ্জ		
কক্সবাজার	ফালংকী/পালংকী/প্যানোয়া		
শাহবাগ	বাগ-ই-শাহেন শাহ		

ভোগোলিক উপনাম

উপনাম	ছান	উপনাম	ছান
পথিবীর বৃহত্তম ব-ধীপ	বাংলাদেশ	ষড়খন্তুর দেশ	বাংলাদেশ
নদীমাত্রক দেশ	বাংলাদেশ	পর্যটন রাজধানী	কক্ষবাজার
সোনালী আঁশের দেশ	বাংলাদেশ	সাগরকন্যা	কুয়াকাটা
হিমালয়ের কল্প্যা	পঞ্চগড়	প্রাচ্যের ডান্ডি	নারায়ণগঞ্জ
বাংলাদেশের কুয়েত	খুলনা	সাইবার সিটি	সিলেট
প্রথম Wi-Fi নগরী	সিলেট	সিঙ্ক সিটি	রাজশাহী
BD বৃহত্তম ব-ধীপ	সুন্দরবন	১ম ডিজিটাল জেলা	ঘুশোর
বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার		চট্টগ্রাম	
বারো আউলিয়ার দেশ		চট্টগ্রাম	
৩৬০ আউলিয়ার দেশ		সিলেট	
বাংলার শস্যভাস্তুর/বাংলার ভেনিস		বরিশাল	
উন্নতবঙ্গের প্রবেশদ্বার		বগুড়া	
হেলথ সিটি / বাঞ্ছ নগরী		চট্টগ্রাম	
ফিল সিটি/ফিল সিটি		রাজশাহী	

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি - নায়েম (NAEM)।
- প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেন - ডিপিই (DPE)
- প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি - ন্যাপ (NAPE)।
- বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের নাম- কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন (জাতীয় শিক্ষা কমিশন), ১৯৭২
- প্রথম জাতীয় অধ্যাপক নিয়োগ দেওয়া হয় - ১৯৭৫ সালে।
- প্রথম নারী জাতীয় অধ্যাপক - সুফিয়া আহমেদ।
- প্রাথমিক শিক্ষা আইন জারি হয় - ১৯৭৪ সালে।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয় - ১৯৯০ সালে।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (৬ষটি উপজেলায়) চালু হয় - ১৯৯২ সালে।
- সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয় - ১ জানুয়ারি, ১৯৯৩।
- বর্তমান শিক্ষা কমিশনের নাম- করিয়া শিক্ষা কমিশন (২০০৯)
- বাংলাদেশে সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রীতি হয় - ২০১০ সালে।
- বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার স্তর- ১ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত।
- বাংলাদেশের নিরক্ষর মুক্ত জেলা- ৭টি (১ম জেলা- মাগুরা, সর্বশেষ জেলা- সিরাজগঞ্জ)।
- বাংলাদেশে ক্যাডেট কলেজ- ১২টি (ছেলেদের- ৯টি ও মেয়েদের ৩টি)
- বাংলাদেশের প্রথম ক্যাডেট কলেজ- ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম (১৯৫৮)। কিন্তু গাটেন (জার্মান শব্দ) চালু করে- ফোয়েবল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (University of Dhaka)

নাথান কমিশন (Nathan Commission)

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ- নাথান কমিশন।
- গঠন- ২৭ মে, ১৯১২ সালে (কমিশনের প্রধান- রবার্ট নাথান)।
- মোট সদস্য- ১৩ জন (সদস্যাদেশ পেয়েও প্রত্যাখান করেন- রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর)
- ঢাবি প্রতিষ্ঠায় বিলুপ্ত হয়- ১৯১৪ সালে ১ম বিশ্বযুদ্ধের জন্য।
- পরবর্তী ঢাবি প্রতিষ্ঠার জন্য স্যাডলার কমিশন গঠন করেন- ১৯১৭ সালে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্কুট পাস হয়- ১৯২০ সালে।
- লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার পি.জে. হার্টগ কে প্রথম ভিসি হিসেবে নিয়োগ- ১ ডিসেম্বর, ১৯২০ সালে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে- ১৯২১ সালের ১ জুলাই।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন- লর্ড হার্ডিং, লর্ড ডানডাস।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রথম

- অনুষদ ছিল- ৩টি (কলা, আইন ও বিজ্ঞান)
- হল ছিল- ৩টি (জগন্নাথ হল, শহিদুল্লাহ হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল)
- বিভাগ ছিল- ১২টি।
- শিক্ষক ছিল- ৬০জন।
- ছাত্র-ছাত্রী ছিল- ৮৭৭ জন। (ছাত্র-৮৭৬ জন এবং ছাত্রী-১ জন)
- প্রথম ছাত্রী- লীলা নাগ (ইংরেজি বিভাগ)
- প্রথম মুসলিম ছাত্রী- ফজিলেতুল্লেহ জোহা (গণিত বিভাগ)
- ১ম ভিসি- পি, জে হার্টগ
- ১ম চ্যালেন্জ- লর্ড ডানডাস।
- ১ম নারী ভীন- বেগম আজিজুল্লেহ।
- ১ম নারী শিক্ষক- করুণা কণা গুপ্তা (ইতিহাস বিভাগ)

ঢাবির সাথে জড়িত দিবস

- ১ জুলাই- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। (১৯২১ সালে ১ জুলাই ঢাবি প্রতিষ্ঠা হয়)
- ২৩ আগস্ট- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কালো দিবস। (২০০৭ সালে ২৩ আগস্ট সশ্রাবাহিনী কর্তৃক ঢাবির ছাত্র-শিক্ষককে লালিত করা হয়)।
- ১৫ অক্টোবর- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস। (১৯৮৫ সালে ১৫ অক্টোবর জগন্নাথ হলের ছাদ ধরে ৩৯ জন প্রাণ হারায়)।

ডাকসু ও ডাকসু নির্বাচন

- ডাকসু বলতে বুরায়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ।
- ডাকসু প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯২৪ সালে।
- প্রথম ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯২৪ সালে।
- স্বাধীনতার পর প্রথম নির্বাচন হয়- ১৯৯০ সালে।
- সর্বশেষ নির্বাচন হয়- ১১ মার্চ, ২০১৯ (৩৭তম)।

সমাবর্তন

- ইংরেজি প্রতিশব্দ- Convocation.
- ঢাবিতে ১ম সমাবর্তন হয়- ১৯২৩ সালে। (প্রথম সমাবর্তনে বঙ্গ ছিলেন- বুলওয়ার লিটন)
- স্বাধীনতার পর প্রথম সমাবর্তন হয়- ১৯৯৯ সালে।
- প্রথম ডক্টর অব লজ ডিপ্রি লাভ করেন- লর্ড ডানডাস।
- প্রথম ডক্টর অব সায়েন্স ডিপ্রি লাভ করেন- সি ভি রমন।
- প্রথম ডক্টর অব লিটারেচার ডিপ্রি লাভ করেন- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- ২০২২ সালের ১৯ নভেম্বর ঢাবির ৫৩তম সমাবর্তনে অতিথি ছিলেন- ২০১৪ সালে অর্থনৈতিকে নোবেল বিজয়ী ফ্রান্সের ড. জ্যান তিরোল।

তথ্য তরঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- কার্জন হল প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯০৪ সালে।
- ঢাবির লোগোর ডিজাইন করেন- সমরজিঁৎ রায় চৌধুরী
- বর্তমান লোগোর ব্যবহার হয়ে আসছে- ১৯৭৩ সাল থেকে
- নীতিবাক্য- সত্যের জয় সুনিশ্চিত (Truth shall prevail)
- মনোয়ামের প্রোগান- শিক্ষাই আলো।
- ঢাবি যে হলের নাম এক সময় 'চামেলি হাউজ' ছিল- রোকেয়া হল, এটি মেয়েদের প্রথম হল; প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৬ সালে।
- বঙবন্ধু ছিলেন- আইন বিভাগের (এম.এ) ছাত্র।
- শেখ হাসিনা ছাত্রী ছিলেন- বাংলা বিভাগের; শিক্ষক- ড. আনিসুজ্জামান।
- এক সময়ের আইনসভা ছিল ঢাবির যে হল- জগন্নাথ হল।
- গ্রীক মন্দ্যমেন্ট অবস্থিত- TSC তে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন- নবাব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী।
- ঢাবি প্রতিষ্ঠায় জমি দান করেন- নওয়াব আলী চৌধুরী ও নবাব সলিমুল্লাহ।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাবির যে দার্শনিক শহীদ হন- অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব (দর্শন বিভাগ)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম নারী ডক্টরেট ডিপ্রি প্রাপ্তি- ড. নীলিমা ইবাহিম।

- যে বিজ্ঞানী ঢাবির পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন-সত্যেন্দ্রনাথ বসু
- যে বিখ্যাত সাহিত্যিক ঢাবির ছাত্র ছিলেন-বুদ্ধদেব বসু।
- ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে ১৯৫ জন ছাত্র শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারী শহীদদের স্মরণে নির্মিত - স্মৃতি চিরস্মৃতি।
- ২০২১ সালের ১লা জুলাই দেশের ইতিহাসে প্রথম প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পালন করে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- টিএসসি (TSC) স্ল্যাপটি - কনস্টান্টাইন ডক্সাইট।
- শাস্তির পাখি ভাস্কুল টিএসসিতে অবস্থিত স্ল্যাপটি - হামিদুজ্জামান খান
- সড়ক দুর্ঘটনায় স্মৃতি ছাপনা - চলচিত্রকার তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনির কাগজের ফুল চলচিত্রের লোকেশন দেখতে গিয়ে মানিকগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় ২০১১ সালে ১৩ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। তাঁদের স্মরণে এই ছাপনা। ঢালি আল-মামুনের পরিকল্পনায় নকশা করেছেন - সালাউদ্দিন আহমেদ।
- ১৯৫৬ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা- সাহিত্য পত্রিকা

ঢাবিতে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য

ভাস্কুলের নাম	অবস্থান	ভাস্কুল
অপরাজেয় বাংলা**	কলাভবনের সামনে	সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ
মুক্তি ও গণতন্ত্র তেরঞ্চ	নীলক্ষেত্র মোড়ে	রাবিউল হুসাইন
গ্রোপার্জিত স্বাধীনতা**	টিএসসি চতুর্ভুবে	শারীম শিকদার
দোয়েল চতুর্ভুবে**	কার্জন হলের সামনে	আজিজুল জালিল পাশা
স্বাধীনতা সংগ্রাম**	ফুলার রোড	শারীম শিকদার
ক্যাকটাস	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	হামিদুজ্জামান খান
মা ও শিশু	মুজিব হল	নভেরা আহমেদ
নারী, শিশু ও পুরুষ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	নভেরা আহমেদ
স্বার্মী বিবেকানন্দ	জগন্নাথ হল	শারীম শিকদার
বেগম রোকেয়া ভাস্কুল	রোকেয়া হল	হামিদুজ্জামান খান
স্বাস্থ্যবিবেৰণী রাজু ভাস্কুল	টিএসসি চতুর্ভুবে	শ্যামল চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ভিসি

- উপমহাদেশের প্রথম ভিসি, প্রথম মুসলিম ভিসি, প্রথম বাঙালি ভিসি- স্যার এ এফ বহুমান।***
- ছাত্র হিসেবে প্রথম ভিসি, ভাষা আন্দোলনকালীন ভিসি, বঙ্গবন্ধু ও জিল্লার রহমানকে বহিকারক ভিসি- সৈয়দ মোয়াজেম হোসেন।*
- ৬৯'এর গণঅভ্যাসান্বন্ধকালীন ভিসি, মুক্তিযুদ্ধকালীন ভিসি- বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।***
- ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের সাথে বিরোধ দেখা দিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন- আবু সাঈদ চৌধুরী।*
- যে প্রাক্তন উপাচার্য ভারতের এক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ভাই ছিলেন- ড. মাহমুদ হোসেন।
- ঢাবির বর্তমান ভিসি - ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল (২৯তম)।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবির জন্য গুরুত্বপূর্ণ)

- প্রতিষ্ঠা - ১৯৭০ সালে।
- আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করে - ১২ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে।
- প্রতিষ্ঠাকালীন ও প্রথম ভিসি ছিলেন- মফিজউদ্দিন আহমেদ
- ২য় ভিসি ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক- সৈয়দ আলী আহসান
- প্রতিষ্ঠাকালীন অনুষদ ছিল - ১টি (সমাজবিজ্ঞান অনুষদ) এবং বর্তমান অনুষদ - ৬টি, ইনসিটিউট - ৪টি ও বিভাগ - ১৬টি।
- বাংলাদেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় মোট হল - ১৬টি (ছাত্র হল ৮টি এবং ছাত্রী হল ৮টি)।
- বর্তমান ১৯তম উপাচার্য - ড. মো: নূরুল আলম (পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)।
- বিখ্যাত নাট্যকার সেলিম আল দীন জাবির নাট্যকলা বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন তার নামে সেলিম আল দীন নাট্যমঞ্চ রয়েছে - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

- ক্রিকেটার মুশফিকুর রাহিম, অভিনেতা হুমায়ুন ফরিদি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন - ইতিহাস বিভাগের।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে উচ্চ শহীদ মিলার অবস্থিত - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। স্ল্যাপটি- রবিউল হুসাইন
- বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ভাস্কুল 'অমর একুশে' স্ল্যাপটি - জাহানারা পারভীন।
- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিমূলক অন্যতম ভাস্কুল 'সংশ্লিষ্ট' স্ল্যাপটি - হামিদুজ্জামান খান।
- জাবির বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা- ভাষা সাহিত্য পত্র।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

- প্রতিষ্ঠা- ২০০৫ সালের, ২০ অক্টোবর।
- ১ম ভিসি- অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।
- বর্তমান ও প্রথম নারী ভিসি- ড. সাদেকা হালিম।
- ভাস্কুল- ৭১ এর গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি (ভাস্কুল- রাশা)।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম সমাবর্তন হয় - ২০২০ সালের ১১ জানুয়ারি।

অন্যান্য সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

- দেশের দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়- ১৯৫৩ সালের ৬ জুলাই। (১ম ভিসি- ইতরাত হোসেন জুবেরী)
- গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার অবস্থিত- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (স্ল্যাপটি মৃগাল হক)
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়- ১৯৬৬ সালের ১৮ নভেম্বর।
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি- এ আর মল্লিক
- সশঙ্ক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (BUP) প্রতিষ্ঠিত হয়- ২০০৮ সালে ঢাকার মিরপুরে।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পত্রিকা- সাহিত্যিকী।

জ্ঞান চর্চায় গ্রিক দার্শনিক

- #### SPAAs
- SPAAs দ্বারা গ্রিক দার্শনিকদের বুঝায়।
 - এখানে গুরু শিষ্যের বা শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান।
 - S = স্কেটিস
 - জ্ঞানের পিতা বলা হয়। (Father of Knowledge)
 - দর্শনের জনক বলা হয়। (Father of Philosophy)
 - হেমলক লতার বিষপানে মৃত্যু।
 - উত্তি- Knowledge is Virtue (জ্ঞানই পুণ্য)***
 - Virtue is Knowledge (সংগৃহীত জ্ঞান)***
 - Know thyself (নিজেকে জানো), * We Want Justice.
 - I to die you to live which is better only God knows
 - An Unexamined life is not worth living
 - Education is the kindling of a flame not the filling of vessel
 - মৃত্যুর পূর্বে স্কেটিসের শেষ বাক্য ছিল- Crito, I owe a cock to Asclepius will you remember to pay the debt.
 - P = প্লেটো
 - তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- একাডেমিয়া।
 - গ্রুপ- রিপাবলিক, ডায়ালগস, স্টেইটম্যান
 - আদর্শ রাষ্ট্র ধারণার প্রবর্তক- প্লেটো।
 - উত্তি- শাসক যদি হয় ন্যায়পরায়ণ আইন অনাবশ্যক, শাসক যদি হয় দুর্নীতি পরায়ণ আইন নির্থক।
 - Virtue is knowledge and can be acquired
 - Virtue is knowledge and education is the main thing acquire virtue

A = এরিস্টটল

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- লাইসিয়াম।
- জনক-রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, নৈতিবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা/ তর্কশাস্ত্র।
- গ্রহ- পলিটিক্স, ইথিক্স, লজিক, রেটোরিক।
- উক্তি:

(i) Man is Social & Political Animals (মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব)

(ii) যারা সমাজে বাস করে না তারা হয় দেবতা, না হয় পঞ্চ।

(iii) আইন হলো পক্ষপাতাইন যুক্তি।

(iv) Golden Mean (সুবর্ণ মধ্যক) হচ্ছে দুইটি চরম প্রাথমিক মধ্যবর্তী অবস্থান। যার প্রবর্তক- এরিস্টটল

A = আলেকজান্ডার

- জন্ম- গ্রীস, রাজা- ম্যাসিডোনিয়া (প্রিস্টপূর্ব-৩৩৫ অব্দে)
- ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন- প্রিস্টপূর্ব-৩২৭ অব্দে
- ফিরে যান- প্রিস্টপূর্ব-৩২৫ অব্দে।
- মারা যান- প্রিস্টপূর্ব- ৩২৩ ব্যবিলনে (ইরাক)***
- সমাধি- আলেকজান্ডোরিয়া, মিশর। সেনাপতি- সেলুকাস।
- রাজা দশরথের পুত্র “ভরত” এর নাম অনুযায়ী ভারত নামকরণ করা হয়।

গৌতমবুদ্ধ

- জন্ম- প্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে নেপালের কপিল বন্ধুর লুম্বিনিতে |**
- বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক, লাইট অব এশিয়া বলা হয়
- গ্রহ- ত্রিপিটক (পালি ভাষায় লেখা)
- মৃত্যু-৮০ বছর বয়সে প্রিস্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে ভারতের কুশিনগরে দেহত্যাগ করেন। নির্বাণ লাভ যে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত- বৌদ্ধ।|**

বাংলার ইতিহাস ও উৎপত্তি

- সমুদ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে ভাগ করা হয়েছে- ২ ভাগে
১. প্রাক আর্য বা অনার্য জাতি গোষ্ঠী ২. আর্য জনগোষ্ঠী
- প্রাক আর্য বা অনার্য জাতি গোষ্ঠীকে আবার ৪ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে- নেত্রিটো, অস্ত্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটাচানীয়
- বাংলা ভাষা যে ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর
- প্রাচীন সাহিত্যে নিষাদ নামে পরিচিত- আদি অস্ট্রেলীয়
- দ্রাবিড় জাতি এ দেশে আসে- প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে।
- আর্য সংস্কৃতি সমাধিক বিকাশ লাভ করে- পাল শাসনামলে
- আর্যারা এদেশে আসে- ইরান থেকে
- আর্য সাহিত্যকে বলে- বৈদিক সাহিত্য
- হিন্দু সমাজ চার শ্রেণিতে বিভক্ত- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র
- নৃতাত্ত্বিকভাবে বাঙালিদের আদি গোষ্ঠীকে বলা হয়-অস্ট্রেলীয়
- বাঙালিদের প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে- অস্ত্রিক জাতি থেকে।
- বাঙালি আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল-অস্ত্রিক।
- প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গ্রহ রাজতরঙ্গিনী লেখক- কলহন।
- ইতিহাস শব্দের উৎপত্তি গ্রীক শব্দ-Historia থেকে
- ইতিহাস শব্দের শাব্দিক অর্থ- ঐতিহ্য
- ইংরেজ History শব্দের আভিধানিক অর্থ- অনুসন্ধান বা গবেষণা
- ইতিহাসের জনক- গ্রীক দার্শনিক হেরোডোটাস
- ইসলামের ইতিহাসের জনক- আল মাসুদী।
- বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক- থুকিডাইডিস।
- বাংলা শব্দের উৎপত্তি হয়- বঙ্গ ধাতু থেকে।
- বাঙালি জাতির পরিচয়- শংকর জাতি হিসেবে।
- বাংলা আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল- অস্ত্রিক।
- “বঙ্গ” নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়- হিন্দুদের খন্দেদেরে “ঐতরেয় আরণ্যক” গ্রন্থে।

- দেশবাচক “বঙ্গ” নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়- আবুল ফজলের “আইন-ই-আকবরী” গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে।
- তন্ত্রলিপি- তামার পাত্রে খোদাই করা শাসনাদেশ।
- বাংলার প্রাচীনতম বন্দরের নাম- তন্ত্রলিপি।
- চীনা দেশীয় ইতিহাসের জনক- সুমা কিয়েন।
- সুমা-কিয়েন ভারতীয় ইতিহাসের গ্রহ লেখেন- ঐতিহাসিক দলিল।
- ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি- ইতিহাসবেতা।

জনপদ

প্রাচীন বাংলায় ছোট বড় ১৬টি জনপদের নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জনপদগুলো হচ্ছে.....

পুঁত্র *** (Pundra)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ অবস্থান-বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর ♦ জড়িত নদী- করতোয়া ♦ রাজধানী ছিল- পুঁত্রনগর/পুঁত্রবর্ধন (বর্তমান নাম মহাত্মানগড়) ♦ বিশেষত্ব-বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ ও সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ (মৌর্যরা শাসন করে) ♦ বাংলার প্রাচীনতম নগর- পুঁত্র নগর বা মহাত্মানগড় ♦ ১৮৭৯ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম আবিকার করেন- মহাত্মানগড় ♦ মৌর্য স্বার্গু অশোক মৌর্য শাসনের প্রাদেশিক রাজধানী করেন- পুঁত্রনগর বা পুঁত্রবর্ধন ♦ মহাত্মানগড়ের নির্দেশন: শাহ সুলতান বলখীর (মাঝী সাওয়ার) মাজার, ভাসু বিহার, পরগুরামের প্রাসাদ, গোবিন্দ ভিটা, জীয়ত কুঁড়ু, খোদাই পাথর, বেহলা লিখনদেরের বাসরঘর, ব্রাহ্মী শিলালিপি/মহাত্মান ব্রাহ্মীলিপি, মহির ভাইয়ার বাসা
বঙ্গ** (Vanga)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ অবস্থান- বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল অঞ্চল ♦ বিশেষ তথ্য: বাংলার সবচেয়ে বৃহত্তম জনপদ- বঙ্গ
সমতট*** (Samatata)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ অবস্থান- বৃহত্তম কুমিল্লা ও নোয়াখালী ♦ রাজধানী ছিল - বড় কামতা (পূর্ব নাম- রোহিতগিরি) ♦ ৭ম শতকে ইউয়েন সাং এ জনপদ ভ্রমণ করেন।
হরিকেলা*** (Harikela)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ অবস্থান- সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ♦ বিশেষত্বঃ ৪ সর্বপূর্ব দিকের জনপদ
বরেন্দ্র (Varendra)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ অবস্থান- উত্তরবঙ্গ (গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) ♦ এ জনপদের নামে বাংলাদেশের ১ম জাদুঘর বরেন্দ্র রিসার্চ যাদুঘর মুক্ত করেন। ♦ এ জনপদের নামে বাংলাদেশের ১ম জাদুঘর বরেন্দ্র রিসার্চ যাদুঘর মুক্ত করেন।
গৌড় (Gour) ***	<ul style="list-style-type: none"> ♦ অবস্থান- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বিহার উড়িষ্যা। ♦ রাজধানী ছিল: কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ) ♦ বাংলাদেশের একমাত্র জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ এ জনপদের অন্তর্ভুক্ত। ♦ গৌড়ের প্রথম ধারণা পাওয়া যায় প্রাচীন কালের বৈয়াকরণিক- পাণিনির গ্রন্থে।
রাঢ় (Radha)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ অবস্থান-ভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীর ♦ অপরনাম ছিল - সূক্ষ্ম ♦ রাজধানী- কোটিবর্ষ। (বর্তমান অবস্থান- পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর।)

বাংলায় ভ্রমণকারী বিদেশী পর্যটক

নাম	দেশ	সময়	শাসক	গ্রহ
মেগাস্ট্রিনিস	গ্রীক দৃত	খ্রিস্টপূর্ব ৩০২	চন্দ্রগুণ মৌর্য	ইডিক**
ফা হিয়েন	চীন ১ম পর্যটক	৩৮০- ৪১৪	২য় চন্দ্রগুণের প্রি.	ফো কুয়ো কিং
হিউয়েন সাং***	চীন (৭ম শতকে)	৬৩০-৬৪৪	হর্ষবর্ধন	সিদ্ধি**
মা হ্যান	চীন	১৪০৫- ১৪৩০খ্রি.	গিয়াসউদ্দিন* আজম শাহ	ইং ইয়াই শেংলান
ইবনে বতুতা	মরক্কো	১৩৩০	(ভারতে) মোহাম্মদ বিন তুঘলক	কিতাবুল রেহলা
ইবনে বতুতা ***	মরক্কো	১৩৪৫-৪৬	(বাংলায়) ফকরুন্দীন মুবারক শাহ	কিতাবুল রেহলা**

- ইতালির বিখ্যাত যে পর্যটক ইতালি থেকে চীনে আসেন- মার্কোপোলো***
- ইংল্যান্ডের রালফ ফিচ বাংলায় আসেন- ২ বার (১৫৮৪ ও ১৫৮৮)
- গংজেন যার সহযোগী ছিলেন- মা হ্যানের

প্রাচীন রাজবংশ

মৌর্য বংশ (খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ - ১৮৫)

প্রতিষ্ঠাতা	চন্দ্রগুণ মৌর্য (বাংলার ১ম স্মার্ট)
শ্রেষ্ঠ শাসক	স্মার্ট অশোক
শেষ শাসক	বৃহদৰ্থ
রাজধানী	পাটলীপুর

- প্রাচীন ভারতের প্রথম রাজবংশ- মৌর্য বংশ
- কনৌজের রাজা নদকে পরাজিত করে মৌর্য সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন- চন্দ্রগুণ মৌর্য।
- খ্রিস্টপূর্ব ২৬১ অব্দে কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারণ করেন- স্মার্ট অশোক।
- প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ ধর্মকে বিশ্ব ধর্মে স্বীকৃত করেন- স্মার্ট অশোক
- বৌদ্ধ ধর্মের কনস্ট্যান্টাইন বলা হয়- স্মার্ট অশোককে।
- চন্দ্র গুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী ছিল- চাণক বা কৌটিল্য (তাঁর গ্রন্থ- অর্থশাস্ত্র)
- তিব্বতের রাজার অনুরোধে বৌদ্ধ ধর্মকে দুর্নীতিমুক্ত করতে সেখানে যান- মুসিগঞ্জের অতীশ দীপৎকর (জন্ম- বজ্রযোগিনী গ্রামে)।
- পুনর্বৰ্ধন/মহাছান্নগড়ের রাজধানী ছাপন করেন- স্মার্ট অশোক।
- মৌর্য যুগের গুপ্তচরদের বলা হতো- সম্ভগরা

চাণক্য

- জন্ম- খ্রিস্টপূর্ব ৩৭০ অব্দে এবং মৃত্যু- খ্রিস্টপূর্ব ২৮৩ অব্দে
- প্রাচীন ভারতীয় অর্থনৈতিবিদ, দার্শনিক ও রাজ উপদেষ্টা হিসেবে পরিচিত- চাণক্য
- চাণক্যের উপাধি- কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত
- রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিখ্যাত প্রফেসর- অর্থশাস্ত্র (১৫ খণ্ডের বই), চাণক্যনীতি
- রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পাওয়া গোপনীয় জন্ম ভারতের ম্যাকিয়াভেলি বলা হয়- চাণক্যকে
- চাণক্য অর্থনৈতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেছেন- তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়
- উপদেষ্টা ছিলেন- চন্দ্রগুণ মৌর্য ও বিন্দুসার

গুপ্ত বংশ

প্রতিষ্ঠাতা	১ম চন্দ্রগুণ
শ্রেষ্ঠ শাসক	সমুদ্র গুপ্ত
শেষ শাসক	২য় জীবিত গুপ্ত/বিষ্ণু গুপ্ত
অন্যতম শাসক	২য় চন্দ্রগুণ
রাজধানী	পাটলীপুর

- কাব্য রচনার জন্য কথিরাজ উপাধি পান- সমুদ্রগুপ্ত
- প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয়- সমুদ্রগুপ্তকে
- চীনা ১ম পর্যটক ফা হিয়েন যার শাসনামলে বাংলাতে আসেন- ২য় চন্দ্রগুপ্তের সময়
- ২য় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি- বিক্রমাদিত্য, বীরবিক্রম, সিংহবীর।
- গুপ্ত যুগের বিখ্যাত কবি “কালিদাসের” মহাকাব্য হলো- মেঘদূত।***
- প্রাচীনকালে সাহিত্যের স্বর্ণরূপ বলা হয়- গুপ্ত যুগকে।
- চতুরঙ্গ বা দাবা খেলার প্রচলন হয়- গুপ্ত যুগে
- গুপ্ত যুগের গুণী ব্যক্তি ও প্রতিভাবানদের প্রধান ৯ জনকে বলা হতো- নববরত্ন
- কালীদাস, অমর সিংহ, বরাহ মিহির বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন- গুপ্তযুগের সংস্কৃত ভাষার প্রেরণ করি ও নাট্যকার ছিলেন- মহাকবি কালিদাস
- অভিজ্ঞ শব্দসূলম নাটক, রঘু বংশ ও কুমার সম্বৰ মহাকাব্য রচনা করেন- কালিদাস
- সংস্কৃত কবি, ব্যাকরণবিদ এবং প্রাচীন ভারতের প্রেরণ অভিধান প্রণেতা- অমরসিংহ
- বিখ্যাত অভিধান ‘অমরকোষ’ এর লেখক- অমরসিংহ
- বরাহ মিহিরের প্রাচীন কালে বিখ্যাত ছিলেন- জ্যোতির্বিদ
- বরাহ মিহিরের বিখ্যাত গ্রন্থ- বৃহৎ সংহিতা
- ভারত বর্ষের গুপ্ত যুগের ভাক্ষর্যকে বলা হতো- গ্রন্থদী
- রাজা কনিষ্ঠ যে বংশের শাসক ছিলেন- কুষাণ
- উৎবর্ধী ব্যবস্থা আয়ুর্বেদ বিষয়ক ‘চরক সংহিতা’ গ্রন্থের লেখক- চরক
- কুষাণ সম্রাট প্রথম কনিষ্ঠের আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ছিলেন- চরক

গৌড় রাজ্য

- গৌড় বংশের শক্তিশালী ও স্বাধীন রাজা- শশাক্ষ।
- বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা বা স্মার্ট- শশাক্ষ
- স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- শশাক্ষ (৬০৬-৬৩৭ খ্রি)।
- শশাক্ষের উপাধি- মহাসামন্ত, রাজাধিরাজ, গৌড়েশ্বর, গৌড়রাজ।
- শশাক্ষের রাজধানী ছিল- কর্ণসূর্য (মুর্মিদাবাদ)।
- শশাক্ষের মৃত্যুর পর বাংলায় দেখা দেয়- মাধ্যস্যন্যায়।
- বঙ্গাদ চালু করেন- শশাক্ষ (৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে)।
- শশাক্ষ ও মাধ্যস্যন্যায় সম্পর্কে গ্রহ লিখেন- তিব্বতীয় লেখক লামা তারানাথ
- গৌড়ের কথা প্রথম পাওয়া যায়- ইতিহাসবিদ ও বৈয়াকরণিক পাণিনির গ্রন্থে
- গুপ্ত রাজাদের অধীনে বড় কোন অঞ্চলের শাসন কর্তাকে বলা হতো- মহাসামন্ত। শশাক্ষ ছিলেন গুপ্ত রাজা মহা সেন গুপ্তের- একজন সামন্ত।

মাধ্যস্যন্যায় (৬৩৭-৭৫০ খ্রি)

- অর্থ- আইনশৃঙ্খলার অবনতি, অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা, বিশ্বজ্ঞলতা।
- সময়কাল- ৭ম-৮ম শতক (প্রায় ১০০ বছর)।***
- মাধ্যস্যন্যায়ের সূচনা হয়- শশাক্ষের মৃত্যুর পর।
- অবসান ঘটে- রাজা গোপালের পাল বংশের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।
- মাধ্যস্যন্যায় ঘটে- তত্ত্বাপাল শাসনামলেঃ*

হর্ষবর্ধন

- সিংহাসনে আরোহন করেন- ৬০৬ খ্রি (শশাক্ষের সমসাময়িক শাসক ছিলেন), রাজধানী ছিল- কনৌজে।
- হর্ষবর্ধনের সভাকবি- বানভট্ট।
- হর্ষবর্ধনের জীবনীমূলক গ্রন্থ ‘হর্ষচরিত’ এর লেখক- বানভট্ট।
- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়- নালদা বিশ্ববিদ্যালয়, বিহার (ভারত)
- ৭ম শতকের নালদা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধিক্ষেপের পদ অলংকৃত করেন- শীলভদ্র, তাঁর ছাত্র ছিলেন- চীনের পরিব্রাজক হিউয়েন সাং।

পাল বংশ

প্রতিষ্ঠাতা	রাজা গোপাল (৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)
শ্রেষ্ঠ শাসক	ধর্মপাল
শেষ শাসক	মদন পাল (অপশনে না থাকলে দিব রামপাল)